প্রথম বর্ষ

দশম সংখ্যা

اللّٰہ نزل أحسن الحدیث

القرآن الحکیم ٢٣:٣٩

ترجمان الحدیث

بنگال و آسام میں تحریک اہل حدیث کا واحد ترجمان

তর্জুমানুল হাদিছ

আহলে হাদিছ আন্দোলনের মুখ পত্র

সম্পাদক: মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদিছ প্রধান কার্য্যালয়

পাবনা, পাক বাঙ্গালা

প্রতি সংখ্যা ।।০ আনা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।০

Contents

তর্জুমানুল হাদিছ

শওওয়াল—১৩৬৯ হিঃ।

শ্রাবণ—১৩৫৭ বাং।

বিষয়—সূচী

	বিষয় ঃ—	লেখক ঃ—	পৃষ্ঠা :—
১।	ছুরত্ আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছির ...	... ...	... ৪১৩
২।	মহাকবি ইক্‌বাল (কবিতা) ...	আবদুল আযীয ওয়ারেছী	... ৪২২
৩।	পাকিস্তানের শিক্ষানীতি বনাম প্রচলিত পাঠ্য পুস্তক (৩) ...	মোহাম্মদ আবদুর্‌রহমান, বি, এ, বি, টি ...	... ৪২৩
৪।	শওওয়ালের চাঁদ (সামাজিক গল্প) ...	মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার	... ৪২৬
৫।	হিন্দে ইছ্‌লামের আবির্ভাব (ইতিহাস) ...	... ...	... ৪৩২
৬।	ঈদের দিন (কবিতা) ...	আবুলহাশেম	... ৪৩৭
৭।	ইক্‌বালের দৃষ্টিতে নারী ...	মুহাম্মদ মুছ্‌লিহুদ্দীন, মুমতায	... ৪৩৮
৮।	নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি ঈমান— ...	... ...	... ৪৪২
৯।	শ্রীহট্টের সভ্যতা ও কৃষ্টি ...	ছৈয়দ মুছ্‌তফা আলী	... ৪৪৭
১০।	তর্জুমানুল হাদিছ সম্বন্ধে অভিমত ...	... ...	... ৪৫০
১১।	সাময়িক প্রসঙ্গ ...	... ...	... ৪৫১
১২।	নিখিল বঙ্গ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে হাদিছের বিজ্ঞপ্তি পত্র ...	... ...	... ৪৫৯

T
O
T O L E T
E
T

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদিছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদিছ আন্দোলনের মুখপত্র।

প্রথম বর্ষ | শওওয়াল—১৩৬৯ হিঃ। শ্রাবণ—১৩৫৭ বাং। | দশম সংখ্যা

تفسيرالقرآن العظيم –

কোর্‌আন-মজিদের ভাষ্য

ছুরত-আল্‌ ফাতিহার তফ্‌ছির

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(৬)

'হাম্‌দ' ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন 'মাহ্‌মুদ' শব্দের অর্থ হইতেছে——প্রশংসনীয়। প্রশংসাকারী যাহার প্রশংসা করিল, সে মাহ্‌মুদ। বহুলভাবে প্রশংসিত পদমর্য্যাদাকে 'মুকামে মাহ্‌মুদ' বলা হইয়াছে। আল্লাহ তাঁহার সর্ব্বাধিক প্রশংসাকারী 'আহ্‌মদ' (দঃ) কে, যিনি স্বীয় আচরণের জন্য বহুলভাবে প্রশংশিত 'মোহাম্মদ' (দঃ) নামেও আখ্যাত, বিশ্বজনীন ও অনন্ত প্রশংসার গৌরবান্বিত—আসন 'মুকামে মাহ্‌মুদ' অর্পণ করিবেন বলিয়া কোর্‌আনে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আল্লাহ—

عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا –

বলিয়াছেন, হে রছুল, (দঃ) ইহা বিচিত্র নয় যে, আল্লাহ আপনাকে 'মুকামে মাহ্‌মুদে' উন্নীত করিবেন,—আল্‌আছ্‌রা, ৭৯ আয়ৎ।

'মুকামে মাহ্‌মুদ' এর চারি প্রকার অর্থ ভাষ্যকারগণ করিয়াছেন। প্রথম, কিয়ামতে আল্লাহ সর্ব্বপ্রথম ইব্‌রাহিম খলিলুল্লাহ (দঃ) কে শুভ্র পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া আর্‌শের সম্মুখভাগে উপবেশন করাইবেন, অতঃপর রছুলুল্লাহ (দঃ) কে বহুমূল্য ভূষণে সজ্জিত করিয়া আল্লাহর দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান দেওয়া হইবে। যে স্থান রছুলুল্লাহ (দঃ) অধিকার করিবেন, তাহার নাম 'মুকামে মাহ্‌মুদ'!

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উক্তস্থান অধিকার করার ফলে সকল যুগের নবী ও রছুলগণ ব্যর্থমনোরথ এবং "মুকামে মাহ্মুদের" অধিকারী মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) প্রতি ঈর্ষান্বিত হইবেন। (আহ্মদ, ইব্নে জরির, ইব্নুল-মন্যর, হাকেম ও ইবনে মর্দ্দওয়ে)। * দ্বিতীয়, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার উম্মৎগণসহ কিয়ামতের দিন একটী টিলার উপর সমবেত হইবেন এবং আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে সবুজ চাদরে ভূষিত করিয়া প্রার্থনা করার অনুমতি দিবেন। অতঃপর রছুলুল্লাহ (দঃ) আল্লাহর অভিপ্রেত প্রার্থনা নিবেদন করিতে থাকিবেন,——উক্ত অবস্থার নাম "মুকামে মাহ্মুদ"। (আহ্মদ, ইব্নে জরির, ইব্নো—আবি হাতেম, ইবনে-হিব্বান, হাকেম, ইব্নো মর্দ্দওয়ে)। † তৃতীয়, ওয়াহেদী বলেন, কোর্আনের সকল ভাষ্যকার এক মত হইয়াছেন যে, 'মুকামে মাহ্মুদে'র তাৎপর্য্য শাফাআতের দর্জা। অর্থাৎ যে গৌরবান্বিত স্থান লাভ করার দরুণ রছুলুল্লাহ (দঃ) আল্লাহর অনুমতিক্রমে পাপী উম্মৎগণের জন্য শাফাআৎ করার অধিকার লাভ করিবেন, উহার নাম 'মুকামে মাহমুদ'। ‡ চতুর্থ, যমখ্শরী কাশ্শাফে এবং তাঁহার অনুসরণকারীগণ স্বস্ব তফ্ছিরে কিয়ামতের অথবা নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানের জন্য সীমাবদ্ধ না রখিয়া 'মুকামে মাহ্মুদ'কে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যে-স্থানের অধিষ্ঠিত ব্যক্তি প্রশংসিত হইয়া থাকে

مقاما يحمده القائم فيه وكل من عرفه وهو مطلق فى كل مقام

এবং সকল পরিচিত ব্যক্তি যাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন, সেই গৌরবান্বিত স্থানের নাম 'মুকামে মাহ্মুদ', ইহলোক ও পরলোক সর্ব্বস্থানের উপর উহা সমানভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ রছুলুল্লাহ (দঃ) জগতের সর্ব্বত্র সকল জাতির নিকট হইতে যেরূপ প্রশংসার অধিকারী হইয়াছেন, পরলোকেও তিনি ব্যাপকতর প্রশংসা লাভ করিবেন। *

যমখ্শরীর ব্যাখ্যা অধিকতর যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইলেও কোর্আনের প্রকাশভঙ্গী দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে 'মুকামে মাহ্মুদ' প্রদানকরার প্রতিশ্রুতি ভবিষ্যৎকালেই পালন করা হইবে। ছহিহ্ হাদিছ সূত্রে 'মুকামে মাহ্মুদ'কে শাফাআতের স্থান বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বুখারী, ইব্নেজরির ও ইবনে-মর্দ্দওয়ে আবদুল্লাহ বিনে উমরের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, কিয়ামতের দিন সমুদয় মানুষ হাঁটুতে ভর-দিয়া চলিবে, প্রত্যেক উম্মৎ স্ব স্ব নবীর পশ্চাদানুসরণ করিবে আর বলিবে আপনি আমাদের জন্য শাফাআৎ করুন, (কিন্তু কেহই সম্মত হইবেন না)। অবশেষে শাফাআতের জন্য সকল উম্মতের অনুরোধ রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট শেষ হইয়া যাইবে (এবং হয্রত শাফাআৎ করিতে প্রস্তুত হইবেন); সে দিন আল্লাহ তাঁহাকে 'মুকামে মাহ্মুদ' উত্থিত করিবেন।

ان الناس يصيرون يوم القيامة جثاء كل امة تتبع نبيها يقولون : يا فلان اشفع لنا حتى تنتهى الشفاعة الى النبى صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود —

† ইমাম আহ্মদ ও তিরমিযি প্রভৃতি আবুহোরায়রার (রাযিঃ) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে রছুলুল্লাহ (দঃ) কে 'মুকামে মাহ্মুদে'র তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করা হইলে বলিলেন, যে স্থানে আমি আমার উম্মতের জন্য শাফাআৎ করিব।

هو المقام الذى اشفع فيه لامتى

তিরমিযির রেওয়ায়তে শাফাআৎকেই—'মুকামে মাহমুদ' বলা হইয়াছে। ‡

ইমাম ফখ্রুদ্দীন রাযী বলেন,—— সকল নবীর অস্বীকৃতির পর শাফাআৎ কার্য্যে রছুলুল্লাহর

* মুছ্তাদ্রক (২) ৩৬৪পৃঃ; দুর্রে মনছুর (৪) ১৯৭পৃঃ
† মুছ্তাদ্রকে হাকেম (২) ৩৬৩, দুর্রে মনছুর (৪) ১৯৭পৃঃ।
‡ তফ্ছির কবির [৫] ৬৩৫পৃঃ।

* বয়যাভী (৩) ১২৬পৃঃ।
† বুখারী (৩) ৯৮পৃঃ।
‡ তিরমিযি, [তফ্ছির] ৪র্থ খণ্ড, ১৩৭পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

উক্তস্থান অধিকার করার ফলে সকল যুগের নবী ও রছুলগণ ব্যর্থমনোরথ এবং "মুকামে মাহ্মুদের" অধিকারী মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) প্রতি ঈর্ষান্বিত হইবেন। (আহ্মদ, ইব্নে জরির, ইব্নুল-মন্যর, হাকেম ও ইব্নে মর্দ্দওয়ে)। * দ্বিতীয়, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার উম্মৎগণসহ কিয়ামতের দিন একটী টিলার উপর সমবেত হইবেন এবং আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে সবুজ চাদরে ভূষিত করিয়া প্রার্থনা করার অনুমতি দিবেন। অতঃপর রছুলুল্লাহ (দঃ) আল্লাহর অভিপ্রেত প্রার্থনা নিবেদন করিতে থাকিবেন,——উক্ত অবস্থার নাম "মুকামে মাহ্মুদ"। (আহ্মদ, ইব্নে জরির, ইব্নো—আবি হাতেম, ইবনে-হিব্বান, হাকেম, ইব্নো মর্দ্দওয়ে)। † তৃতীয়, ওয়াহেদী বলেন, কোর্আনের সকল ভাষ্যকার এক মত হইয়াছেন যে, 'মুকামে মাহ্মুদে'র তাৎপর্য্য শাফাআতের দর্জা। অর্থাৎ যে গৌরবান্বিত স্থান লাভ করার দরুণ রছুলুল্লাহ (দঃ) আল্লাহর অনুমতিক্রমে পাপী উম্মৎগণের জন্য শাফাআৎ করার অধিকার লাভ করিবেন, উহার নাম 'মুকামে মাহমুদ'। ‡ চতুর্থ, যমখ্শরী কাশ্শাফে এবং তাঁহার অনুসরণকারীগণ স্বস্ব তফ্ছিরে কিয়ামতের অথবা নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানের জন্য সীমাবদ্ধ না রখিয়া 'মুকামে মাহ্মুদ'কে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যে-স্থানের অধিষ্ঠিত ব্যক্তি প্রশংসিত হইয়া থাকে

مقاما يحمده القائم فيه وكل من عرفه وهو مطلق فى كل مقام

এবং সকল পরিচিত ব্যক্তি যাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন, সেই গৌরবান্বিত স্থানের নাম 'মুকামে মাহ্মুদ', ইহলোক ও পরলোক সর্ব্বস্থানের উপর উহা সমানভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ রছুলুল্লাহ (দঃ) জগতের সর্ব্বত্র সকল জাতির নিকট হইতে যেরূপ প্রশংসার অধিকারী হইয়াছেন, পরলোকেও তিনি ব্যাপকতর প্রশংসা লাভ করিবেন। ⁂

যমখ্শরীর ব্যাখ্যা অধিকতর যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইলেও কোর্আনের প্রকাশভঙ্গী দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে 'মুকামে মাহ্মুদ' প্রদানকরার প্রতিশ্রুতি ভবিষ্যৎকালেই পালন করা হইবে। ছহিহ্ হাদিছ স্থত্রে 'মুকামে মাহ্মুদ'কে শাফাআতের স্থান বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বুখারী, ইব্নেজরির ও ইবনে-মর্দ্দওয়ে আবদুল্লাহ বিনে উমরের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, কিয়ামতের দিন সমুদয় মানুষ হাঁটুতে ভরদিয়া চলিবে, প্রত্যেক উম্মৎ স্ব স্ব নবীর পশ্চাদানুসরণ করিবে আর বলিবে আপনি আমাদের জন্য শাফাআৎ করুন, (কিন্তু কেহই সম্মত হইবেন না)। অবশেষে শাফাআতের জন্য সকল উম্মতের অনুরোধ রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট শেষ হইয়া যাইবে (এবং হয্রত শাফাআৎ করিতে প্রস্তুত হইবেন); সে দিন আল্লাহ তাঁহাকে 'মুকামে মাহ্মুদে' উত্থিত করিবেন। †

ان الناس يصيرون يوم القيامة جثا كل امة تتبع نبيها يقولون : يا فلان اشفع لنا حتى تنتهي الشفاعة الى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود —

ইমাম আহ্মদ ও তিরমিযি প্রভৃতি আবুহোরায়রার (রাযিঃ) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে রছুলুল্লাহ (দঃ) কে 'মুকামে মাহ্মুদে'র তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করা হইলে বলিলেন, যে স্থানে আমি আমার উম্মতের জন্য শাফাআৎ করিব।

هو المقام الذى اشفع فيه لامتى

তিরমিযির রেওয়ায়তে শাফাআৎকেই—'মুকামে মাহমুদ' বলা হইয়াছে। ‡

ইমাম ফখ্রুদ্দীন রাযী বলেন,—— সকল নবীর অস্বীকৃতির পর শাফাআৎ কার্য্যে রছুলুল্লাহর

* মুছ্তাদ্রক (২) ৩৬৪পৃঃ; দুর্রে মন্ছুর (৪) ১৯৭পৃঃ
† মুছ্তাদ্রকে হাকেম (২) ৩৬৩, দুর্রে মন্ছুর (৪) ১৯৭পৃঃ।
‡ তফ্ছির কবির [৫] ৬৩৫পৃঃ।

⁂ বয়যাভী (৩) ১২৬পৃঃ।
† বুখারী (৩) ৯৮পৃঃ।
‡ তিরমিযি, [তফ্ছির] ৪র্থ খণ্ড, ১৩৭পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(দঃ) অগ্রবর্ত্তী হওয়ায় তিনি জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল মানুষের প্রশংসা ভাজন হইবেন জন্য শাফাআতের স্থানকে 'মুকামে মাহ্‌মুদ' অর্থাৎ প্রশংসনীয় স্থান বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। * দৈনিক পাঁচ-বার প্রত্যেক আযানের পর রছুলুল্লাহ (দঃ)কে 'মুকামে মাহ্‌মুদে'র অধিকারী করার জন্য তদীয় উম্মৎগণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

হামদের পতাকা (লিওয়াউল্ হাম্‌দ)।

আল্লাহর সর্ব্বাধিক (হাম্‌দ) প্রশংসাকারী 'আহ্‌মদ' নবী (দঃ) আল্লাহর প্রশংসারত 'হাম্মাদুন' উম্মতের রছুল; যিনি স্বয়ং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসিত 'মোহাম্মদ' (দঃ), তাঁহার অবস্থান হইবে কিয়ামতে প্রশংসাপ্রাপ্ত স্থান 'মুকামে মাহ্‌মুদে', নিরন্তর আল্লাহর সর্ব্বোত্তম প্রশস্তি দ্বারা তাঁহার জিহ্বা সরস, কণ্ঠ মুখরিত ও হৃদয় উচ্ছ্বসিত থাকিত বলিয়া কিয়ামতে তিনি যে পতাকা উত্তোলিত করিবেন এবং যে পতাকা-মূলে আদম হইতে ঈছা পর্য্যন্ত (আলা নাবীয়্যিনা ও আলায়হিমুছ ছালাম) সকল নবী ও রছুল সমবেত হইবেন তাহার নাম 'লিওয়াউল হাম্‌দ'।

ইমাম আহ্‌মদ আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :

انا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وانا اول من تنشق عنه الارض ولا فخر وبيدى لواء الحمد ولا فخر آدم فمن دونه تحت لوائى ولا فخر ـ

আমি চরম দিবসে আদমের সন্তানগণের নেতৃত্ব করিব, এ বিষয়ে আমার অহঙ্কার নাই। পুনরুত্থান দিবসে মৃত্তিকা হইতে যাহা উত্থিত হইবে আমিই তন্মধ্যে প্রথম হইব, ইহা অহঙ্কারের উক্তি নয়। আমার হস্তেই হাম্‌দের পতাকা থাকিবে, একথা আমি গর্ব্ব প্রকাশের জন্য বলিতেছিনা। আমার পতাকামূলেই আদম হইতে পরবর্ত্তী সকলেই সমবেত হইবেন, ইহা অহঙ্কারের উক্তি নয়। †

উপরি উক্ত মর্ম্মের হাদিছ আবু ছঈদ খুদ্‌রীর (রাযিঃ) বাচনিক ইমাম আহ্‌মদ, তিরমিযি, ইব্‌নে মাজাহ, ইবনে জরির, ইবনে মর্দ্দওয়ে রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন। *

ইবনে ছাআদ ও তিরমিযি উক্ত মর্ম্মের হাদিছ আবু হোরায়রা (রাযিঃ) ও আনছ বিনে মালেকের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন। †

তিরমিযি ইব্‌নে আব্বাছের (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :

الا وانا حبيب الله ولا فخر وانا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع يوم القيامة ولا فخر وانا اول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لى فيدخلنيها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر وانا اكرم الاولين والاخرين ولا فخر!

অবহিত হও, আমি—আল্লাহর প্রেমাস্পদ! ইহা অহঙ্কারের কথা নয়, এবং আমি কিয়ামতের দিন হাম্‌দের পতাকাবাহী ইহা গর্ব্বের উক্তি নয়,—আমিই কিয়ামতে—প্রথম শাফাআৎকারী হইব এবং আমার—শাফাআৎ সর্ব্বপ্রথম গ্রাহ্য হইবে, ইহা অহঙ্কারের উক্তি নয়! আমিই সর্ব্বপ্রথম বেহেশ্‌তের দরওয়াযার কড়া নড়াইব এবং আমার জন্যই সর্ব্বপ্রথম আল্লাহ দ্বার উন্মুক্ত করিবেন এবং আমাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাইবেন, আমার সঙ্গে বিশ্বাসপরায়ণ রিক্তের দল থাকিবে ইহা গর্ব্বের কথা নয়! আমি আদি ও অন্তের সকল জীবের মধ্যে সর্ব্বাধিক সম্মানিত, ইহা দাম্ভিক—উক্তি নয়। ‡

হাম্‌দের পতাকাধারী, 'মুকামে মাহ্‌মুদের' অধিকারী হাম্মাদুন উম্মতের রছুল আল্লাহর সর্ব্বাধিক

* তফ্‌ছির কবির [৫] ৬৩৫পৃঃ।

† মুছ্‌নাদে আহ্‌মদ (১) ২৮১পৃঃ।

* জামে তিরমিযি (৪) ২৯৪; যুরকানি (৫) ৩৪৩; কনযুল উম্মাল (৬) ১০১পৃঃ; দুর্‌রে মনছুর [৪] ১৯৮পৃঃ।

† তাবাকাৎ [১] ১ম প্রঃ ১পৃঃ; তিরমিযি [৪] ২৯৩পৃঃ।

‡ তিরমিযি [৪] ২৯৫পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

হাম্‌দকারী মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) দিবস-রজনীর কোন্ কোন্ সময়ে 'আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহ' বলিতেন অতঃপর তাহাই নিম্নে আলোচিত হইবে।

১। নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া বলিতেন,—

الحمد لله الذي احيا نا بعد ما اماتنا واليه النشور

আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহ! সকল উত্তম প্রশস্তি· আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদিগকে মৃত্যুর পর জীবন দান করিলেন এবং তাঁহার দিকেই পুনরুত্থান ঘটিবে (বুখারী, আবু দাউদ, তির্‌মিযি) * সময়ে সময়ে নিম্নলিখিত দোআ শয্যা ত্যাগ করার পর পাঠ করিতেন,

اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله –

আমরা প্রভাত করিয়াছি এবং বিশ্বজগতও আল্লাহর জন্য রজনী অতিবাহিত করিয়াছে এবং আল্লাহর জন্যই সমুদয় উত্তম প্রশস্তি,— আল্ হাম্‌দো লিল্লাহ! (মুছ্‌লিম, আবু দাউদ ও তির্‌মিযি)। † আবুদাউদ আরও একটী দোআ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন,

اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لاشريك لك، فلك الحمد ولك الشكر –

হে আমার প্রভু আজিকার প্রভাতে আমি অথবা আপনার সৃষ্ট-জীবের যে কেহ যে কোনরূপ ন্যামতের অধিকারী হইয়াছে, সমস্তই আপনার প্রদত্ত, আপনি একক, আপনার কেহই অংশী নাই, সকল উত্তম প্রশস্তি-হাম্‌দ শুধু আপনার জন্য আর সকল শোক্‌র-কৃতজ্ঞতা আপনার উদ্দেশ্যেই। ‡

২। রছুলুল্লাহ (দঃ) পানাহারের পর বলিতেন,

الحمد لله الذي اطعمنا و سقانا وجعلنا مسلمين

আল্‌হাম্‌দোলিল্লাহ! সকল উত্তম প্রশস্তি আল্লাহর জন্য যিনি আমাদিগকে খাদ্য দিয়াছেন, পানীয় দিয়াছেন এবং আমাদিগকে তাঁহার অনুগত (মুছ্‌লিম) করিয়াছেন। (আবুদাউদ ও তির্‌মিযি) ¶

৩। রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ দিয়াছেন যে,—

اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل له اخوه او صاحبه : يرحمك الله –

তোমরা হাঁচির পর বলিবে, আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহ! সকল অবস্থায় আল্লাহর প্রশস্তি! এবং উহা শ্রবণ করিয়া তাহার ভ্রাতা ও সহচরগণ বলিবে আল্লাহ তোমাকে দয়া করুন। (বুখারী ও আবুদাউদ) *

৪। ছওয়ারীর পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিতেন,—

اذا استوى على ظهرها قال : الحمد لله، سبحان الذي سخرلنا هذا و ماكنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون – الحمد لله ثلث مرات، الله اكبر ثلاث مرات، لااله الا الله مرة

আল্‌হাম্‌দোলিল্লাহ! সকল উত্তম প্রশংসা আল্লাহর জন্য। পবিত্র তিনি, যিনি এই পশুকে আমাদের বশীভূত করিয়াছেন, আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত ইহাকে বশীভূত করার ক্ষমতা আমাদের ছিলনা এবং আমরা সকলেই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। অতঃপর রছুলুল্লাহ (দঃ) তিনবার আল্‌হাম্‌দোলিল্লাহ, তিনবার আল্লাহো আক্‌বর আর একবার লাইলাহা ইল্লাল্লাহো বলিতেন। (আবুদাউদ, তির্‌মিযি, নাছায়ী ও ইবনুছ্‌ছিন্নী) †

৫। উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) পাঠ করিতেন,

اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال

হে প্রভু সকল উচ্চস্থলে তোমারই উচ্চতার গৌরব এবং সকল অবস্থায় কেবল তোমারই হাম্‌দ! (আহ্‌মদ, আবুইয়োলা ও ইবনুছ্‌ছিন্নি) ‡

৬। প্রবাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিতেন

لااله الا الله وحده لاشريك له له الملك، وله الحمد

আল্লাহ ব্যতীত কেহ

---

* তায়ছিরুল ওছুল (২) ৭৪পৃঃ।
† তায়ছির " "
‡ " " "
¶ " [২] ৮২ পৃঃ।

* তায়ছির (২) ৮৬ পৃঃ।
† হিছ্‌নে হাছিন, ১৫৪ ; আমলুল্‌ইয়াওমওয়াল্‌লাইলাহ ১৫৮ পৃঃ।
‡ হিছ্‌নে হাছিন, ১৬৪ ; আমলুলইয়াওমওয়াললাইলাহ ১৬৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

প্রভু নাই. তিনি একক, তাঁহার কোন অংশী নাই, রাজত্ব তাঁহারই, হাম্দ শুধু তাঁহারই, তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। আসিয়াছি, তওবা করিয়া উপাসনাকারী ও ছিজ্দাকারী এবং আমাদের প্রভুর হাম্দকারী রূপে। (বুখারী, মুছ্লিম, আবূদাউদ, তির্মিযি)। *

وهو على كل شيء قدير
آئبون تائبون عابدون
ساجدون لربنا حامدون

৭। নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) পাঠ করিতেন, আলহাম্দো লিল্লাহ! সমস্ত প্রশস্তি আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে পরিচ্ছদ দান করিয়াছেন,—যাহার সাহায্যে আমি লজ্জা নিবারণ করি এবং পোষাকের সাহায্যে আমার জীবনকে সৌষ্টবসম্পন্ন করিয়া তুলি। (তির্মিযি) †

الحمد لله الذي كساني
ما اواري به عورتي
واتجمل به في حياتي

৮। নূতন চাঁদ দর্শন করিয়া বলিতেন. আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন করিতেছি, যিনি—তোমাকে সৃজন করিয়াছেন। আল্হাম্দো লিল্লাহ! সকল প্রশস্তি আল্লাহর জন্য যিনি এই …মাস অতিক্রান্ত এবং অমুক মাসের সূচনা করিলেন। (আবুদাউদ) ‡

آمنت بالله الذي خلقك -
الحمد لله الذي ذهب
بشهركذا وجاء بشهركذا

৯। যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রু পক্ষ পরাজিত হইলে—রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিতেন, হে প্রভো, সকল প্রকার হাম্দ তোমার জন্য নির্দ্দিষ্ট। (নাছায়ী ও হাকেম) ¶

اللهم لك الحمد كله

১০। পায়খানা হইতে বহির্গত হইয়া বলিতেন; আল্হাম্দো লিল্লাহ! সকল প্রশস্তি আল্লাহর জন্য যিনি অশান্তি ও কষ্ট বিদূরিত করিয়াছেন এবং আমাকে শান্তি দিয়াছেন। কখন কখন এই দোআও পাঠ করিতেন, আল্হাম্দো লিল্লাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আরম্ভে এবং শেষে আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন,—ইব্নুছ্ছিন্নি। *

الحمد لله الذي اذهب
عنا الحزن والاذى و
عافاني

الحمد لله الذي احسن
الي في اوله وآخره

১০। যদি কেহ বুঝিতে পারে যে, তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে, অথবা কেহ ব্যাধি মুক্ত হইলে কিংবা প্রবাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাহাকে রছুলুল্লাহ (দঃ) এই দোআ পাঠ করার নির্দ্দেশ দিতেন,— আল্হাম্দো লিল্লাহ! সকল প্রশস্তি—আল্লাহর জন্য, যাঁহার ন্যামতে সকল উত্তম কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। কোন অপ্রীতিকর বস্তু দর্শন করিলে রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিবার জন্য আদেশ দিতেন, সকল অবস্থাতে সর্ব্ববিধ প্রশংসা আল্লাহর জন্য। (ইব্নে মাজাহ, হাকেম, ইব্নুছ্ছিন্নি) †

الحمد لله الذي بنعمته
تتم الصالحات

الحمد لله على كل حال

১১। সন্তুষ্টি বিধায়ক শুভসংবাদ প্রাপ্ত হইলে 'আল্হাম্দো লিল্লাহ' বলার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (বুখারী, মুছ্লিম, আবুদাউদ ও নাছায়ী) ‡

واذا بشر بما يسره
فليحمد الله

১২। আবদুল মুত্তালিব গোত্রের কোন শিশু সর্ব্বপ্রথম কথা বলিতে আরম্ভ করিলে রছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে এই আয়তটী শিক্ষা দিতেন,——আল্হাম্দো লিল্লাহ! সকল উত্তম প্রশস্তি আল্লাহর জন্য, যিনি কাহাকেও সন্তান রূপে গ্রহণ করেন নাই। (ইবনুছ্ছিন্নি) ¶

الحمد لله الذي لم يتخذ
ولدا

১৩। কাহাকেও দুরারোগ্য পীড়ায় বা বিপদে আক্রান্ত দেখিতে পাইলে এই দোআ পাঠ করিতে বলা হইয়াছে—আল্

الحمد لله الذي عافاني

* তায়ছির (২) ৭৭ পৃঃ।
† তায়ছির (২) ৮২ পৃঃ।
‡ তায়ছির (২) ৮৪ পৃঃ।
¶ হিছ্নে হাছিন, ১৭৮ পৃঃ।

* আমলুল ইয়াওম ওয়াল্লাইলাহ, ৮ ও ৯ পৃঃ।
† হিছ্নে হাছিন, ২০৩ পৃঃ।
‡ হিছ্নে হাছিন, ২০২ পৃঃ।
¶ আমল, ১৩৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

হাম্‌দো লিল্লাহ ! সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি যে বিপদে— তোমাকে আক্রান্ত করিয়াছেন, আমাকে তাহাহইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং সৃষ্টির বহুলাংশের উপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। (তিরমিযি) *

مما ابتلاك به و فضلني
على كثير ممن خلق
تفضيلا –

১৪। যে মুছলমান তদীয় পুত্রের মৃত্যু-শোকে অধীর না হইয়া "আলহাম্‌দো লিল্লাহ" ও "ইন্না লিল্লাহ" পড়িতে পারে আল্লাহ তাহার জন্য বেহেশ্‌তে বয়তুল হাম্‌দ নামে এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করার আদেশ দেন। (তিরমিযি, ইব্‌নে হিব্বান ও ইবনুছ্‌ছিন্নি) †

যে সকল ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে শুধু 'হাম্‌দ' উচ্চারণ করিতে হয়, কেবল তাহাই উল্লিখিত হইল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য তছ্‌বিহ ও তহ্‌লিলের প্রসঙ্গে আল্লাহর 'হাম্‌দ' উচ্চারণ করার যে আদর্শ বা নির্দ্দেশ রছুলুল্লাহ (দঃ) প্রদান করিয়াছেন, যেমন রাত্রে শয্যায় শয়ন করার পর, প্রভাতে ও সন্ধ্যায়, পাঁচওয়াক্ত নমাযের পর তছ্‌বিহ ও তক্‌বিরের সঙ্গে 'আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহ' পাঠ করার বিধান সর্ব্বজন বিদিত। 'আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহ' প্রাসঙ্গিক ভাবে পাঠ করার সময় ও নিয়ম বিস্তারিত ভাবে এই তফ্‌ছিরে আলোচনা করা সম্ভবপর নয়।

রব্বুল আলামিন (رب العلمين) — সকল বিশ্বের প্রতিপালক।

হাম্‌দের পর পর্য্যায়ক্রমে আল্লাহর চারিটী গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনি রব্ব্‌, তিনি রহমান, তিনি রহিম এবং তিনি মালিক। সরল কথায় আল্লাহর তিনটী গুণ— প্রতিপালন [রবুবিয়ৎ] অনুকম্পা (রহমৎ) ও ন্যায়বিচার আদালৎ উল্লিখিত হইয়াছে।

শাব্দিক আলোচনা—

ইলাহের ন্যায় 'রব্ব' শব্দটীও সেমেটিক (ছামি) ভাষার একটী বহুল প্রচলিত শব্দ। আরাবী— সাহিত্য ছাড়া হিব্রু (Hebrew), সিরিক (Syriac), আরামী (Aramaic) এবং প্রাচীন মিছরীয় ও কালেদীয় (Chaldean) ভাষা সমূহেও 'রব্ব' শব্দের বিভিন্ন ধাতুরূপ রব্বাহ, রব্বান রব্বানিম, রব্বাছ, রব্বী, রব্বীন রব্বোন, রব্বানু ও রাবু শব্দ সমূহের বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। বাইবেলে যশুয়ার পুস্তকে 'রব্বাহ' ও ঈযাকিলের পুস্তকে 'রব্বছ' শব্দ বিদ্যমান রহিয়াছে। *

হিব্রু, সিরিক ও আরামী ভাষায় 'রব্ব' শব্দের মৌলিক অর্থ হইতেছে প্রতিপালক। ব্যবহারিক ভাবে প্রভু [Lord], স্বামী [Master], শিক্ষক [teacher] ও মহান [great] অর্থে উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। বহুবিখ্যাত হিব্রু শব্দ "রব্বি", যাহা কোর্‌আনে বহুবচন আকারে 'রিব্বিয়ূন' (ربيون) কথিত হইয়াছে হিব্রু ভাষার "রব্ব" শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন। উত্তম—পুরুষ এক বচনের সর্ব্বনাম যুক্ত হইয়া "রব্ব" 'রব্বি' হইয়াছে অর্থাৎ আমার প্রভু, আমার স্বামী, আমার শিক্ষক। আরামী এবং প্রাচীন হিব্রু ভাষায় 'রব্ব' মহান [great] অর্থে ব্যবহৃত হইত, পরবর্ত্তী হিব্রুতে প্রভুর [Lord] অর্থে গৃহীত হইয়াছে। উত্তম পুরুষ বহু বচনের সর্ব্বনাম যুক্ত হইয়া "রব্ব" "রব্বন"—'রব্বেনী হইয়াছে, অর্থাৎ আমাদের প্রভু আমাদের শিক্ষক। সম্বন্ধবাচক এক বচনে আরামী ভাষায় "রব্বোনি" ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাচীন মিছরীয় ও কালেদীয় ভাষায় উল্লিখিত অর্থে "রাবু" শব্দের—প্রয়োগ ছিল। †

আরাবী ভাষায় 'রব্ব' শব্দের অর্থ হইতেছে প্রতিপালন,—উহা ক্রিয়াবিশেষ্য—মছ্‌দর। ইমাম রাগের ইছ্‌ফিহানি 'রব্বে'র অর্থ লিখিয়াছেন,—কোন বস্তুকে তাহার অবস্থা ও প্রয়োজনের বিভিন্ন স্তরগুলি পর্য্যায়ক্রমে অতিক্রম করাইয়া

و هو انشاء الشيء حالا
فحالا الى حد التمام،
يقال ربه و رباه و ربيه –

* তায়ছির, ৮৬ পৃঃ।

† আমল, ১৮৭ পৃঃ; হিছ্‌ন, ২২১ পৃঃ।

* Old Testament, Book of Joshua, Ch. Xiii P. 25, & Book of Ezekiel, Ch. XXi. P. 20.

† Encyclopaedia Britannica 11th. Edtion, XX P. P. 767, Standard Dictionary III, P. P. 2037.

www.ahlehadeethbd.org

পূর্ণত্বের সীমায় পৌছাইয়া দেওয়া। এই অর্থে—আরাবী সাহিত্যে কথিত হয়,—রব্বহু রব্বাহো ও রব্ববাহু। * স্ত্রীর প্রথম স্বামীর সন্তান দ্বিতীয় স্বামীর ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইলে রব্বের উল্লিখিত সংজ্ঞা অনুসারে উক্ত—সন্তানকে এক বচনে রব্বি ও রবিবা এবং বহুবচনে যথাক্রমে আরিব্বা ও রবায়েব বলা হয়। আতিশয্যার্থে ক্রিয়া বিশেষ্য 'প্রতিপালন' কর্ত্তৃকারক প্রতিপালকের অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছে। আলিফ-লাম অব্যয়ের সহিত যুক্ত 'আল্‌রব্ব' (আর রব্ব) এর প্রয়োগ শুধু আল্লাহর জন্য নির্দ্দিষ্ট, কারণ সাকুল্যবাচক অব্যয় পদ দ্বারা তাঁহার সর্ব্বরূপী ও সর্ব্বব্যাপী প্রতিপালকত্ব বুঝাইতেছে এবং সর্ব্বরূপী ও সর্ব্বব্যাপী প্রতিপালন সৃষ্টজীবের সাধ্যায়ত্ত নয়। সম্বন্ধবাচক [Relative] হইলে 'রব্বের' অর্থ কখনো হইবে,—স্বত্বাধিকারী, মালিক, কখনো হইবে প্রভু, যথা—রব্বুলমাল—ধনের অধিকারী, রব্বুদ্দার—গৃহস্বামী। নিরুদ্দিষ্ট উষ্ট্র সম্বন্ধে "উষ্ট্রের 'রব্ব' যতক্ষণ তাহার দর্শন লাভ না করে" (বুখারী) ◆ রছুলুল্লাহর (দঃ) এই উক্তির অন্তর্গত 'রব্ব' শব্দের অর্থ হইতেছে—মালিক, অধিকারী। পুনশ্চ কিয়ামতের লক্ষণাদি সম্বন্ধে রছুলুল্লাহর (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী "ক্রীতদাসী তাহার 'রব্ব'কে প্রসব করিবে" (মুছলিম) ◆ বাক্যের অন্তর্গত 'রব্ব' শব্দের অর্থ হইতেছে—প্রভু Master. কোরআনে বর্ণিত ইউছফ আলায়হিছ্‌—ছালামের উক্তি—"আমার কথা তোমার 'রব্বে'র নিকট স্মরণ করিও, কিন্তু শয়তান তাহার 'রব্বে'র নিকট ইউছফের স্মরণ ভুলাইয়া দিল" (ইউছফ : ৪২) আয়তের অন্তর্ভুক্ত (রব্ব) শব্দের অর্থ প্রভু। সম্বন্ধবাচক না হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে 'রব্ব' শব্দ উল্লিখিত হইলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন প্রভু বা মালিক বুঝাইবেনা, যথা— بلدة طيبة و رب غفور কোরআনের—সুন্দর নগরী এবং 'রব্ব' ক্ষমাশীল (ছাবা : ১৫) আয়তে 'রব্ব' শব্দের অর্থ আল্লাহ। *

প্রথমোক্ত অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে "রব্বুল আলামিন" (رب العالمين) এর তাৎপর্য্য হইবে,—সকল বিশ্বের প্রতিপালক আর দ্বিতীয় অর্থসূত্রে উহার মর্ম্ম হইবে সকল বিশ্বের স্বামী, অধিশ্বর বা প্রভু।

ক্ষুধার্ত্তকে যে খাদ্যদান করে, উলঙ্গকে যে বস্ত্র দেয়, পীড়িতের যে শুশ্রূষা করে, দীন দুঃখীর অভাব যে মোচন করে তাহাকে দয়ালু, দানশীল ও মহানুভব বলা চলিবে কিন্তু তাহাকে "রব্ব" বলা চলিবে না।

রব্ব ও রবুবিয়তের জন্য আবশ্যক—রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালনের অবিরাম সুদীর্ঘ ব্যবস্থা, অবস্থা ও প্রয়োজনের তাকিদ অনুসারে পরম স্নেহ ও অশেষ যত্ন সহকারে প্রতিপালন করিয়া যিনি চরম পরিপুষ্টি দান করেন——তিনিই রব্ব। প্রতিপালনের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যদি উহা মমতা ও দয়াশূন্য হয়, যদি লালন শূন্য পালন হয়, তাহাহইলে উক্ত প্রতিপালনকে রব্বের রবুবিয়ৎ বলা—হইবে না।

আলামিন,—"আলম" শব্দের বহুবচন, পুংলিঙ্গ। যেসকল বিশেষ্য "ফাঅল" শব্দের সমগতিক, তাহাদের বহুবচন "ওয়াও" ও 'নুনের' সাহায্যে গঠিত হয় না, কেবল 'আলম্' ও 'ইয়াছম্' শব্দদ্বয়ের বেলায় এই ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয়। এরূপ বহুবচনকে "জমঅ-মুযাক্কর ছালিম" বলা হইয়া থাকে। "আলম্" শব্দের বহুবচনে 'আওয়ালম'ও ব্যবহৃত হয়। "আলমে"র অর্থ সম্বন্ধে কামুছে আছে, "সৃষ্টির সমস্তই আলম নামে কথিত, অথবা আকাশের নিম্নভাগে যাহাকিছু অবস্থিত, সমস্তই আলম। ◆ রাগিব ইছফিহানি والعالم الخلق كله او ما حواه بطن الفلك —

* মুফ্‌রদাতুল কোরআন, ১৮২ পৃঃ।
◆ মিশ্‌কাৎ ২৬২ পৃঃ।
◆ মিশ্‌কাৎ ১১ পৃঃ।

* মিছ্‌বাহ ৯৮ পৃঃ, মজ্‌মাউল বিহার (১) ৪৫৬; কামুছ (১) ৭০ পৃঃ।
◆ কামুছ (৪. ১৫৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

বলেন যে আকাশ এবং উহাতে যে সকল স্থূলভূত এবং বিনিসৃত পদার্থসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে, সমস্তের নাম— "আলম"। যাহার দ্বারা অন্য বস্তুর পরিচয় অর্জ্জন করা যায় মূলতঃ তাহাই 'আলম' নামে কথিত হয়। যেমন যেবস্তুর সাহায্যে ছাপ মারা হয় তাহাকে তাবঅ্ এবং যাহার দ্বারা— শেষকরা হয় তাহাকে খাতম্ বলে। "আলম্" বলার তাৎপর্য্য এই যে, উহা একটী যন্ত্র-রূপী, যাহার সাহায্যে

والعالم اسم للفلك وما يحويه من الجواهر والاعراض' وهو فى الاصل اسم لما يعلم به كالطابع والخاتم لما يطبع به ويختم به' وجعل بناؤه على هذه الصيغة لكونه كالالة ـ والعالم آلة فى الدلالة على صانعه ولهذا احالنا تعالى عليه فى معرفة وحدانيته' فقال : او لم ينظروا فى ملكوت السموات والارض' واما جمعه فلان من كل نوع من هذه قد يسمى عالما' فيقال : عالم الانسان و عالم الماء وعالم النار و ايضاقد روى ان لله بضعة عشر الف عالم ـ

স্ৃষ্টিকর্ত্তার পরিচয় লাভ করা যায়। এই জন্য আল্লাহ স্ৃষ্টিজগতকে তাঁহার একত্বের প্রমাণরূপে আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন এবং বলিয়াছেন : তাহারা কি আকাশ সমূহে এবং পৃথিবীতে আল্লাহর সাম্রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেনা? বহুবচন প্রয়োগ করার কারণ এই যে, সৃষ্টির প্রত্যেকটী শ্রেণী "আলম" নামে কথিত হইয়া থাকে। এই জন্য বলা হয় :— আলমে-ইন্‌ছান, আলমে-মাঅ, আলমে-নার,— মানবজগত, পানী-জগত, অগ্নিজগত ইত্যাদি। বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহর ১৩ হইতে ১৯ হাজার আলম আছে। *

ইমাম ফখ্‌রুদ্দীন রাযী বলেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্যসমুদয় বস্তুকে— 'আলম' বলার কারণ এই যে, যাবতীয় বস্তু আল্লাহর পবিত্র সত্তা

ان وجود كل شئ سوى الله يدل على وجود الله تعالى' فلهذا السبب

এবং তাঁহার বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন করিতেছে।

سمى كل موجود سوى الله بانه عالم

রাযির উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, যেহেতু সৃষ্ট জগতের সূক্ষ্মতম অনুপরমাণু ও ইলেকট্রন হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহত্তম ও অতিকায় উদ্ভিদ প্রাণী ও উচ্চতম পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত দৃশ্য ও অদৃশ্যমান যাবতীয় বস্তু তাহাদের সৃষ্টি, গঠন, আকৃতি, প্রকৃতি ও প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়া এবং তাহাদের পারস্পরিক সম্মেলন, যোগাযোগ ও নিয়মতান্ত্রিকতার দরুণ এক জন সর্ব্বশক্তিমান, মহাপ্রজ্ঞাবান, কৃপানিধান, দয়াবান ও ন্যায়পরায়ণ স্রষ্টা, নিয়ামক ও প্রতিপালকের অস্তিত্ব এবং তাঁহার সার্ব্বভৌমত্ব প্রমাণিত করিতেছে, অতএব সৃষ্টজগতের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, কাল্পনিক ও বাস্তব, জড় ও চৈতন্য, স্থূল ও সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয়, ঊর্দ্ধ, মধ্য ও নিম্নলোকের সমুদয় বস্তুকে "আলম" বলা হয়। ইমাম রাযী যে সুদীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন, তাহার পটভূমিকা এই যে, স্রষ্টার সৃষ্টি প্রকারভেদে বিভাজ্য ও অবিভাজ্য। বিভাজ্যলোক সমূহ স্থুল এবং উহারই এক শ্রেণী উর্দ্ধলোক এবং অপর শ্রেণী অধঃলোক নামে পরিচিত, অন্তরীক্ষ, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, আরশ, কুর্ছি, লওহ, কলম, বেহেশত ইত্যাদি উর্দ্ধলোকের—— পৃথক পৃথক "আলম"। অধঃলোকের অন্তর্গত অযৌগিক [Solid] দুনিয়াসমূহের মধ্যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এক একটী স্বতন্ত্র জগত বা 'আলম'। বিস্তীর্ণ জনপদ, উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা এবং সমৃদ্ধ ভূভাগ মৃত্তিকা জগতের আর দিগন্তপ্রসারী সমুদ্র জলজগতের, মেঘ ও বৃষ্টি বায়ুজগতের এবং বিদ্যুৎ, আগ্নেয়গিরি ও দাবানল প্রভৃতি অগ্নিজগতের এক একটী 'আলম'। জীবিত প্রস্তর, উদ্ভিদ মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষী, পশু ও মানব প্রাণীজগতের পৃথক পৃথক "আলম"।

ইমাম রাযী (৫৪৪—৬০৬) খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের দার্শনিক, তাঁহার যুগের বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতায় উপর নির্ভর করিয়া তিনি পানি, বাতাস, মাটি ও আগুণকে আবিভাজ্য ও অযৌগিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন কিন্তু ফলিত রসায়ণের ক্রমবিকাশের—

* মুফ্‌রদাতুল কোরআন ৩৪৯ পৃঃ।

Contents
www.ahlehadeethbd.org

পরিণতি স্বরূপ উল্লিখিত অভিজ্ঞতার ব্যর্থতা প্রমাণিত হইয়াছে এবং সন্দেহাতীত ভাবে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, পানি অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের এবং নিশ্বাসগ্রহণের উপযোগী বায়ু হাইড্রোজেন ও—নাইট্রোজেন গ্যাসসমূহের যৌগিকপ্রাক্রিয়ার রূপান্তর মাত্র।

মুছলমান তার্কিকমণ্ডলী "মুতাকাল্লেমিন"—সম্প্রদায় অর্থাৎ বিভিন্ন উপাদানে গঠিত জগতের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে এরূপ 'আলমে'র—সংখ্যা চল্লিশেরও উর্দ্ধে নিরুপিত করিয়াছেন। স্থূলজগতের বহির্ভূত অশরীরী [Metaphysical] জগতও দ্বিবিধঃ যথা উর্দ্ধলোকের এবং অধঃলোকের——অশরীরী জগত। আবার অধঃলোকের অশরীরী জগতে যেসকল সাধু জিন্নাৎ বাস করেন, দুষ্ট জিনদের আলম হইতে তাহা স্বতন্ত্র। উর্দ্ধলোকস্থ চেতনজগতে এক শ্রেণীর শরীরী জীবের অস্তিত্ব মুছ্‌লিম দার্শনিকগণ পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন সেগুলির নাম আবৃওয়াহে-ফালাকিয়া—স্বর্গীয় জীবাত্মা।

প্রাণীজগত ও উদ্ভিদ জগতকে মনীষী জামালুদ্দীন আফ্‌গানি অভিন্ন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে,' প্রাণী উদ্ভিদ ভিন্ন অন্য কিছুই নয়, কেবল তাহাদের পাগুলি মাটি হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, ফলে তাহারা চলাফেরা করিতে পারে আর উদ্ভিদ এমন প্রাণী যাহার পাগুলি মাটিতে প্রোথিত রহিয়াছে, সুতরাং তাহারা স্বস্থানে দাঁড়াইয়া থাকে এবং পানাহার করে কিন্তু তাহারা ঘুমায় না এবং অসতর্ক হয়না।

الحیوان شجرة قطعت رجلاها
من الارض' فهی تمشی'
والشجرة حیوان ساخت
رجلاه فی الارض فهو قائم
فی مكانه' یاكل ویشرب'
وان كان لا ینام ولا یغفل

রাব্বুল আলামিনের তাৎপর্য্য ঃ

"হাম্‌দে'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, কেবল স্বেচ্ছাকৃত গুণাবলির জন্যই কাহারো প্রশস্তি—"হাম্‌দ" করা হয় এবং প্রশংসাকারী স্বয়ং অনুগৃহীত না হইয়াও প্রশংসিতের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য "হাম্‌দ" করিতে পারে। যেহেতু আল্লাহ—স্বয়ংসিদ্ধ ভাবে সকল উৎকৃষ্ট গুণের পূর্ণতম আধার সুতরাং আয়তের প্রথমাংশে "হাম্‌দ"কে আল্লাহর জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে কিন্তু তিনি শুধু উল্লিখিত গুণাবলীর জন্য 'হাম্‌দে'র অধিকারী নহেন, তিনি জগতস্বামী, প্রতিপালক ও করুণাময়ও বটেন, দ্যুলোক ও ভূলোকের সমুদয় দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগতসমূহের তিনি প্রতিপালক, তাঁহারই সযত্ন ও সস্নেহ নিরবচ্ছিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন দ্বারা সৃষ্টি—তাহার উন্মেষ মুহূর্ত্ত হইতে স্তরেস্তরে উন্নতিলাভ করিয়া চরম বিকাশ প্রাপ্ত হয়, অতএব আয়তের শেষার্দ্ধে আল্লাহর "রবুবিয়ৎ" বা প্রতিপালন গুণকে 'হাম্‌দে'র কারণ স্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে এবং আয়তের উভয় অংশ সমষ্টিগত ভাবে আল্লাহর হাম্‌দের পূর্ণত্ব ঘোষণা করিতেছে।

মুছনাদুল হিন্দ শাহ আবদুল আযিয মুহাদ্দিছ দেহ্‌লভী বলেন যে, 'রব্বুল আলামিন' বাক্যের সাহায্যে 'হাম্‌দ'কে সৃষ্টিকর্ত্তা পরম প্রভুর জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। 'আল্লাহ' শব্দের পর 'রব্বুল আলামিন' বাক্য 'হাম্‌দ'কে পরম প্রভুর জন্য নির্দ্দেশিত করার দ্বিতীয় প্রমাণ। আল্লাহ ছাড়া সমুদয় জগতকে প্রতিপালন করার ভার অন্য কেহ গ্রহণ করিতে পারে না, মাতা পিতা সন্তানের, প্রভু তাহার ভৃত্যের এবং মালী তাহার বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন করে বটে কিন্তু সে প্রতিপালন, প্রথমতঃ আংশিক, সম্পূর্ণ নয়, দ্বিতীয়তঃ তাহারা যেসকল বস্তুর সাহায্যে প্রতিপালন করিয়া থাকে যেমন সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, পানি, খাদ্য, শ্রম ও স্নেহমমতা, সমস্তই আল্লাহর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং বাস্তব ও প্রত্যক্ষ প্রতিপালনকর্ত্তা আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই নহে, অন্যান্য ব্যক্তিরা অপ্রত্যক্ষ ও রূপক প্রতিপালক মাত্র। আর গৌণ মুরব্বিদিগকে প্রকৃতপক্ষে রব্বুলআলামিনই প্রতিপালকে পরিণত করিয়াছেন এবং ইহাও তাঁহার রবুবিয়তের অন্যতম নিদর্শন। আল্লাহ বলেন যে, তোমারা যে ন্যামতই – وما بكم من نعمة فمن الله

www.ahlehadeethbd.org

ভোগ করনা কেন, তাহা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর প্রদত্ত। (আন্‌নহল : ৫৩১১ সুতরাং জনক জননী, উদ্যানরক্ষক ও প্রভু ইত্যাদির লালনপালনের ন্যায়ং আল্লাহর রবুবিয়তের ফলেই উপভোগ করা হয়। (সংক্ষেপ) *

* তফ্‌ছির আযিযি, ৪ পৃঃ।

ঃ মহাকবি ইক্‌বাল ঃ

আব্দুল আজীজ ওয়ারেছী।

গুলিস্তানের বুলবুল তুমি ভোরের উজালা রবি,
খোদার প্রেমিক ইক্‌বাল তুমি ভাবের বিশ্ব-কবি।
তোমারি কণ্ঠে ধ্বনিত হইলো সাম্যের মহাবাণী,
তোমারি অন্তর কেঁদেছিলো আগে কোরান-মর্ম্ম জানি।
দার্শনিক তুমি রাজনীতি-রাজ একাধারে মহাকবি,
তোমারি পরশে জ্বলিয়া উঠিলো নিভান প্রদীপ সবি।
বিশ্ব-দুয়ারে নব জাগরণে তোমার চাহিদা আজি,
তোমার আত্ম-চেতনার বাঁশী সঘনে উঠিছে বাজি'।
কোর্‌আন-হাদিছে চালিয়াছো তুমি ধারনিকো কারো ধার,
জেহাদের চোখে দেখিয়াছো যত অন্যায় অত্যাচার।
প্রতিভার কোমল গোলাব-কুঁড়িটী ধীরে মেলিল পাঁপড়ি,
সুরভি ঢালিল "আসরার-ই-খুদী" "শেক্‌ওয়া" ও "জবাব" তাহারি,
মুসলিম জাতির লুপ্ত-গৌরব আনিয়াছো ফিরি তুমি,
তোমারি গরবে গরব করিছে পাক ও ভারত ভূমি।
তোমারি উদাত্ত আহ্বান আজি বহিয়া আনিল মুক্তি,
সমাজের তুমি দিলে নব প্রাণ, মোদের দিয়াছ শক্তি।
কবি মণ্ডলীর উজ্জ্বল জ্যোতি, তত্ত্বের মহা-গুরু,
মানব জাতির স্বাধীনতা বাণী তোমার মুখেতে শুরু।
আজ ত্যাখো হেথা ভারতের তথা প্রতি মুসলিম ঘরে
তোমারি স্বপন "পাকিস্তানের" বিজয়-পতাকা উড়ে।
নহো শুধু কবি, দার্শনিক তুমি ফকির রাজাধিরাজ,
সারা জাহানের মানবের তুমি ছালাম লহগো আজ।

www.ahlehadeethbd.org

পাকিস্তানের শিক্ষানীতি
বনাম
প্রচলিত পাঠ্য পুস্তক
(৩)

মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি, এ-বি, টি।

পদ্যাংশঃ—

এইবার আমরা 'সাহিত্য পরিচিতি'র পদ্যাংশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

প্রথম পর্ব্বঃ—

সঙ্কলিত কবিতাসমূহকে চারি পর্ব্বে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম পর্ব্বে চর্য্যাপদ হইতে পল্লীগীতিকার যুগ পর্য্যন্ত ১৬ টি কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস এবং হরু ঠাকুরের রাধা-কৃষ্ণ-প্রশস্তি মূলক কবিতাই চারিটি। পর পুরুষ শ্যামের জন্য অবৈধ প্রেমে মত্ত রাধার মানসিক আকুলি বিকুলি তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মুখে পেশ করিবার কি প্রয়োজন সঙ্কলকগণ অনুভব করিয়াছেন তাঁহারাই বলিতে পারেন। আমরা তর্জুমানের পাঠক পাঠিকাগণের কৌতূহল নিবারণার্থে উহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্যামের বাঁশির মন মাতানো সুর রাধাকে—উতালা করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার পদ প্রান্তে নিজকে উৎসর্গ করিয়া দেওয়ার জন্য সে ব্যাকুলা—চক্ষু দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতেছে। শ্যামের মধু নাম জপিতে জপিতে তাহার দেহ ও মন এখন অবশ হইয়া আসিয়াছে—তাহাকে এখন এক নজর দেখিয়া লইয়া সে মন-প্রাণ শীতল করিতে চাহিতেছে—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন্ জনা।
দাসী হআ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
অঝর ঝরএ মোর নয়ানের পানী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়ি লোঁ পরাণী।
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন॥
পাখী নহোঁ তার ঠাঁই উড়ি পড়ি যাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পশিআঁ লুকাওঁ।
—কালার বাঁশী [চণ্ডী দাস]

না জানি কত মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে বা পাসরিব তারে॥
পাসরিতে চাহি মনে পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুলনাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥
—শ্যামের বাঁশী [চণ্ডীদাস]

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাধিনু—
অনলে পুড়িয়া গেল
পিয়াস লাগিয়া জলদ সোধনু
বজর পড়িয়া গেল
জ্ঞান দাস কহে শ্যামের পীরিতি
মরমে রহিয়া গেল।
—আক্ষেপ [জ্ঞান দাস]

'ভগবান' শ্রীকৃষ্ণ এবং 'ভগবতি' রাধার অবৈধ প্রেমলীলা এবং রক্তমাংসের মানব-মানবীকে—অবতারত্বের মিথ্যা মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বৈষ্ণব কবিগণ যে অপচেষ্টায় মাতিয়া উঠিয়াছিলেন আজ তওহিদপন্থী ও নীতিবাদী মুছলমানদের সম্মুখে সেই গরল পাত্র পরিবেশনের এই অবাঞ্ছিত আকাঙ্খা এবং উদগ্রবাসনা জাগিয়া উঠিল কেন? রাধাকৃষ্ণ প্রশস্তির পর আলাওলের "হজরত মুহম্মদ প্রশস্তি"

www.ahlehadeethbd.org

নামক এক কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। আলাওল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই পুস্তকে তাহার বহুবিশ্রুত কবিতা সমূহের মধ্য হইতে এমন একটি কবিতাকে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে যাহা মুছলমানদের আকিদা ও ঈমানের ভিত্তিমূলকেই প্রকম্পিত করিয়া তুলিবে। নিম্নে নমুনা স্বরূপ দুই এক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

আদ্যেতে নিরূপ ছিল প্রভু নিরাকার ;
চেতনস্বরূপ যদি হইল প্রচার,
মহা জ্যোতির্ম্ময় হৈল, আকার বর্জ্জিত,
ঘোরতর তমোরাশি হইল নির্জ্জিত।

জ্যোতির সমুদ্রে আদ্যে নুর-মুহম্মদ,
জগৎ বিজয়ী হইতে পাইল সম্পদ।

* * * *

বিনা পাঠে সর্ব্ব শাস্ত্র হইয়া বিদিত,
আর্শের পরম কর্ত্তা থাকে পৃথিবীত।
সূর্য্য-জ্যোতি-সম শুভ্র তাঁর অঙ্গ-ছায়া
সংসারে কে আছে আর ছায়াহীন কায়া?

তারপর আসিল হিন্দু পৌরাণিক ও গৌরব কাহিনীর কথা। নিম্নে কয়েকটি কবিতার নাম— দেওয়া হইল :—

কৃত্তিবাসের 'রামের বিলাপ' কাশীরাম দাসের 'অর্জ্জুনের রূপ বর্ণনা' বিজয় গুপ্তের 'সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর', মুকুন্দ রামের 'কালকেতু ও ফুল্লরা' ইত্যাদি। এতদিন শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দু আধিপত্যের ফলে মুছলমান ছাত্রদিগকে মহাভারতের কল্প-কাহিনী, মুণি ঋষীদের আজগুবি গল্প কথা, তাঁহাদের গুহা-নিহিত ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব এবং তপোবনী সভ্যতা ও ঐতিহ্যের বার্ত্তা বাধ্য হইয়া পড়িতে ও গলাঃধকরণ করিতে হইয়াছে, আর অন্যদিকে ঐতিহাসিক প্রমাণপুঞ্জির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত আপনার গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতা, মহিমময় ঐতিহ্য এবং জলন্ত গৌরব-কাহিনী সম্বন্ধে তাহারা চিরদিন রহিয়াছে অজ্ঞ। ফলে একটি আত্মবিস্মৃত জাতিতে পরিণত হইয়া তাহারা তিলে তিলে ধ্বংসের পানে ছুটিয়া চলিতেছিল। আজ আল্লাহর অনন্ত রহমতে নিজস্ব বাসভূমি পাইয়া এবং তথায় আপনাদের জীবনকে ইছলামের অনুশাসন অনুসারে পরিচালিত করার সুযোগ লাভ করিয়াও কি তাহারা উহার অপব্যবহার করিবে? নিষ্কলুষ স্বর্ণ ও মণিমাণিক্যের প্রতি উদাসীন থাকিয়া পরের কলঙ্ক সংযুক্ত তাম্র সীসক ও লৌহধাতুর প্রতি লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকার অভ্যাসকে তাহারা আর কতদিন আঁকড়াইয়া থাকিবে?

* * * *

দ্বিতীয় পর্ব্ব—

দ্বিতীয় পর্ব্বের কবিতা সমূহকে আধুনিক যুগের যোগসূত্র রূপে আখ্যাত করা হইয়াছে। এই পর্ব্বে মুছলমান কবিদের স্থান হয় নাই বলিলেই চলে। মোট ১৭ টি কবিতার ভিতর মাত্র ৩ টি মুছলমান কবির লেখা। বিষয় বস্তুর প্রায় সমস্তটাই হিন্দুয়ানী।

* * * *

তৃতীয় পর্ব্ব—

তৃতীয় পর্ব্বের সময়-কাল রাবীন্দ্রিক যুগ।— তাঁহারাই কাব্য সাধনার ঐশ্বর্য্যে এই যুগ একান্তই সমৃদ্ধ। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য, এই "কালজয়ী— অমর কবির" সাহিত্য সাধনায় যে সংস্কারমুক্তি ও চিন্তার বিরাটত্বের কথা এবং তাঁহার লোকোত্তর ও কালোত্তর সৃষ্টির মহিমা দিগ্‌দর্শন লেখক আনন্দোদ্বেলিত কণ্ঠে বার বার ঘোষণা করিয়াছেন তাহার ভিতর মুছলমানের স্থান কতটুকু বিরাজমান? মুছলমানদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা তাঁহার কাব্য সাহিত্যে কি পরিমাণ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে? এ কথা কি দ্বিধাহীন চিত্তে ও স্বার্থহীন ভাষায় বলা যাইতে পারে না যে তাঁহার সৃষ্টির ভিতর সব কিছুই থাকিতে পারে কিন্তু মুছলমানের গৌরব-বোধ ও প্রেরণা-প্রাপ্তির কিছুই নাই? বরং তাঁহার বহু লেখার দ্বারা মুছলমানের ক্ষুণ্ন, বিক্ষুব্ধ এবং পথভ্রষ্ট হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রহিয়াছে। সুতরাং আজ যখন ইছলামের মহিমান্বিত আদর্শ দুনিয়ার বুকে সমুন্নত ও উহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ধারক ও বাহক স্বরূপ পাকিস্তানকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিসবল করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং এ জন্য এই সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে নব ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের ছাত্রবৃন্দকে আগাইয়া দিতে হইবে সেই শুভ প্রারম্ভিক মুহূর্ত্তে রবীন্দ্রনাথের বিজাতীয় সৃষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া এই অহেতুক ও মাত্রাধিক আনন্দোল্লাস কেন? এবং আমাদের কোমলমতি ও ভাবপ্রবণ ছাত্রদের অন্তররাজ্যে সেই বিরূপ আদর্শের প্রতি অবাঞ্ছিত আগ্রহ সৃষ্টির এই অশুভ প্রয়াস কি জন্য?

দিগ্‌দর্শন লেখক সাহিত্যের উপর রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বুঝাইবার জন্য—স্বদেশী যুগ, স্বদেশী মন্ত্র, অসহযোগ, খিলাফৎ এবং আইনঅমান্য আন্দোলন প্রভৃতির কথা সাগ্রহে উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু মুছলীম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলন এবং সাহিত্যের উপর উহার প্রভাবের কথা কোথাও ঘুণাক্ষরে উত্থাপন করেন নাই। শুধু তাই নয়, লেখক দিগ্‌দর্শনের অনেকস্থলে "বাঙালী" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। প্রবন্ধগুলি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমাদের এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, লেখক বাঙালী বলিতে বাঙালী হিন্দু এবং বাঙালী জাতি বলিতে বাঙ্গালার হিন্দু জাতিকেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। আজ এই আষাদ পাকিস্তানের মুক্ত পরিবেশে পাকিস্তানের ছাত্রবৃন্দের উদ্দেশ্যে লিখিত ভূমিকায় হিন্দু মানসিকতার এই পুরাতন বস্তাপচা হীন-মনো বৃত্তির উৎকট প্রকাশ কি করিয়া সম্ভব হইল তাহা আমরা ভাবিয়া আকুল।

চতুর্থ পর্ব্ব

রবীন্দ্রনাথের বিপুল সাহিত্য প্রতিভার দিগন্তব্যাপী সয়লাবে রাবীন্দ্রিক যুগে পদ্য সাহিত্যে মুছলমানের দান উল্লেখযোগ্য না হইলেও যুদ্ধোত্তর ও অত্যাধুনিক যুগে উহা মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। বস্তুতঃ এই যুগের সাহিত্য ও কাব্য সাধনায় আমাদের স্বাতন্ত্র্য, আমাদের বৈশিষ্ট্য এবং নিজস্ব আদর্শের ছাপ নিশ্চিতরূপে পড়িতে শুরু করিয়াছে, এবং ইছলামী রিনেঁসা ও মুছলিম পুনর্জাগরণের—সুস্পষ্ট আহ্বান শুনা যাইতেছে। নজরুল ইছলাম ইছলামি ভাবধারা এবং মুছলমানের অতীত বীরত্ব-কথা ও বীর্য্যবান আদর্শের প্রতি তাঁহার রক্ত-লিখায় যে বজ্র-আহ্বানের সূচনা করেন, অমর কবির কণ্ঠবীণা স্তব্ধ হওয়ার পর উহার সুর-ধ্বনি নীরব হইয়া যায় নাই। মোস্তফা, বেনজির, শাহাদৎ,—হাশেম, ফরুখ, মোফাখ্‌খর প্রভৃতির কণ্ঠে তাহা নূতনভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। আযাদীর পূর্ব্বে এবং পরে নূতন পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং উহাকে সার্থক করিয়া তোলার জন্য যাহা সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে উর্দ্দু সাহিত্যের মত তাহা আশানুরূপ এবং উৎসাহোদ্দীপক না হইলেও হতাশব্যঞ্জক নহে। অথচ চতুর্থ পর্ব্বে আধুনিক কবিতা সঙ্কলনে এই দিকে ন্যায়সঙ্গত বিচার করা হয় নাই। বরং তথাকথিত অন্ধসংস্কার ও প্রচলিত সর্ব্ববিধ আচার বিচারের বিরুদ্ধে উশৃঙ্খল বিদ্রোহ ও মানবতার বন্ধনমুক্তির জয়গান যে সব কবিতায় করা হইয়াছে তাহাই অধিকতর সঙ্কলিত হইয়াছে অথচ ইছলামী বিষয় ও ভাবধারার সহিত সম্পর্কযুক্ত কবিতা অল্পই নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

পূর্ব্ব পাকিস্তানের জীবন-পথযাত্রী লক্ষ লক্ষ তরুণ মনের উপর অসামান্য মানসিক প্রভাব বিস্তার করিবে মাতৃভাষার যে পাঠ্য পুস্তক তার যদি হয় এই নমুনা, তাহা হইলে গৌরবমণ্ডিত লক্ষ্যস্থলে পৌছিবার জন্য সুদীর্ঘ আঁধার পথে হতাশ পথিকরা জ্যোতির সন্ধান পাইবে কোথা হইতে? ভবিষ্যতের রঙ্গীন আশার যে শুভ্রালোক পূর্ব্বাকাশের দিক্‌চক্রবালে দেখা যাইতেছিল এইভাবে উহা মেঘের আড়ালেই কি পড়িবে ঢাকা? আমাদের বহু—প্রতীক্ষিত, দীর্ঘ ঈপ্সিত আশার জীবন কি শুভ্র সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে না?

শিক্ষার ইছলামি আদর্শের সহিত আমাদের শিক্ষানীতির এবং শিক্ষানীতির সহিত পাঠ্য তালিকার সমন্বয় ও সামঞ্জস্য কি আদৌ সাধিত হইবে না?

———:[]:[]:———

www.ahlehadeethbd.org

শওওয়ালের চাঁদ

মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার।

ছিয়াম-সাধনার শেষ-বেলায় ক্লান্ত গোধূলীর রঙীন ললাটে হাসিয়া উঠিল শওওয়ালের চাঁদ। আকাশপারের ওই শুভ-ইঙ্গিতে ধরণীর বুকে এক অপার্থিব আনন্দের অফুরন্ত পুলকশিহরণ জাগাইয়া তুলিল। ওই চাঁদ-রেখার মধুর আবেশে আজ নিখিল মানুষের দূরত্বের ব্যবধান মুছিয়া অনাবিল আনন্দে বিশ্বাসী নর-নারীর দেহ মন পবিত্র—হইয়া গেল। আরবের মরুবুকে চিরদুর্দ্দম বেদুইন আজ নূতন দৃষ্টিতে প্রিয়া-মুখে হাসি ফুটাইবে, সাইবেরিয়ার দুর্গম পথে শ্রান্ত পথিকের বুক আশায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে, কোন্দল-রত-মহাচীনের শান্তি-হীন ললাটের এককোনে আজ শান্তির স্পর্শ অনুভূত হইবে। পাক-বাংলার দরিদ্র কৃষক-পল্লীর ছায়া-শীতল আঙিনাও আজ আনন্দ-মুখর হইয়া উঠিবে। সকল দেশের সকল মানুষের অযুত কণ্ঠ ভেদ করিয়া জয়ধ্বনি উঠিবে—মারহাবা হে শান্তি ও কল্যাণের দূত,—মারহাবা, ছাদ মারহাবা।

এমন শওওয়ালের চাঁদের হাসিতেও খলিলপুরের পীর-বাড়ীতে অশান্তির ছায়া নামিয়া আসিল। এ অঞ্চলের একচ্ছত্র পীর ছৈয়দ নছিমউদ্দিন—ছাহেব! তিন পুরুষ ধরিয়া তাঁহারা পীর-গিরী করিয়া আসিতেছেন। পীর কেবলার আধ্যাত্মিক উন্নতি কতখানি, খোদা জানেন, কিন্তু কেতাবী বিদ্যা বেশী নয়। কোনমতে কোরআন শরীফের মতন পড়া, মেফ্তাহুল জান্নাত, রাহে নাজাত,—বেহেশ্তী জেওর প্রভৃতি মাছলার কেতাব তিনি পাঠ করিয়াছেন। সুর করিয়া বাংলা পুঁথি কেতাব পড়িতে তিনি এবং তাঁর বংশের যুবকেরা ওস্তাদ; তা ছাড়া তিনি সুললিত সুরে মিলাদ পাঠ করিতে পারেন।

বাংলা আসামের বিস্তৃত এলাকা জুড়িয়া তাঁর পীরালী। নিজ গ্রামের আশে পাশে দশ বারখানা গ্রামের তিনি মোল্লাকী করেন। প্রতি গ্রামেই দুই চারঘর মুরিদও আছে। একটি গ্রামে তিন চারিটি সমাজ। প্রত্যেকটী সমাজের মোড়লের ইচ্ছা ও ফরমাশ অনুযায়ী তিনি মোল্লাকী করেন। গ্রামে জুমার নামাজের জন্য তেমন কিছু অসুবিধা না—হইলেও প্রতি বৎসর ঈদের সময় তিনি একটু বিব্রত হইয়া পড়েন। তাঁর মোল্লাকীর ভিতর দশ বারটী ঈদের জামাত হয়। নিজ বাড়ীর প্রাচীন মছজিদ গৃহের জামাতে তিনি স্বয়ং এমামতী করেন এবং বড় বড় মোড়লগণের বহির্ব্বাটীতে অনুষ্ঠিত তিন চারটী জামায়াতে অন্যলোক দ্বারা কোনমত নামাজ পড়াইয়া তিনি স্বয়ং খোত্বা পাঠ করেন। অবশিষ্ট জামায়াতগুলিতে ঠিকালোক নিয়োগ করিয়া—ফেতরার বখ্রা ভাগ করিয়া লন। তাঁর পৈতৃক মোল্লা রাজ্যে তাঁর ক্রিয়াকলাপ শরীয়তসম্মত কি অসম্মত—সে প্রশ্ন তুলিবার—দুঃসাহস আজ পর্য্যন্ত এ অঞ্চলে কাহারও হয় নাই।

এবার তাঁহার রাজত্বের ভিত্তিমূল নড়িয়া—উঠিল। পাশের গ্রামের মুন্সি করিমউল্লার পুত্র খলিলউল্লাহ নাকি একেবারে দেওবন্দের দাওরা—পাশ করিয়া মওলানা বনিয়া আসিয়াছেন এবং গ্রামে পা দিয়াই জন সাধারণকে বুঝাইতেছেন যে, ঈদের নামাজ অনেক গ্রামের লোক একত্র হইয়া এক মাঠে পড়াই শরীয়তের হুকুম। গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট জামায়াতে ভাগ হইয়া ঈদ নামাজ পড়িলে এছলামী ভ্রাতৃত্বের আদর্শ ঠিক থাকেনা, মানুষের মনের মিলও স্থাপিত হয়না। হিংসা, বিদ্বেষ, দলাদলি ঈদের দিনে ভুলিয়া গিয়া মানুষের মন পরিষ্কার করাই ঈদের উদ্দেশ্য। দলাদলির—প্রশ্রয় দিলে খোদার কাছে অপরাধী হইতে হইবে। মওলানার ওজস্বিনী বক্তৃতায় ইতিমধ্যেই বিশখানা গ্রামের প্রায় বারআনা লোক ঘুরিয়া গিয়াছে এবং

www.ahlehadeethbd.org

ইতিমধ্যেই নাকি কদমতলীর মাঠে দীঘির পাড়ে শতাব্দীর পুরাতন বটগাছের তলে একটা প্রকাণ্ড ঈদ-গাহের জমি খরিদ করা হইয়াগিয়াছে। এই ভীষণ দুঃসংবাদে ছৈয়দ ছাহেব একেবারে মুসড়িয়া পড়িলেন।

অনুগত দুই চার জন মোড়লকে ভাগাইয়া ছৈয়দ ছাহেব তাহাদের সহিত পরামর্শ করিলেন। আলোচনায় বুঝা গেল—তাঁহার পায়ের নীচের মাটি সত্যই সরিয়া গিয়াছে। কদমতলীর ক্ষয়িষ্ণু প্রধান-বৃদ্ধ পাঁচু মণ্ডল ছৈয়দ ছাহেবের মুখের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল: আপনে ভাববেন না, পীর ছা'ব, এ আমরা কিছুতেই হোতি দেব না।

উদাস কণ্ঠে ছৈয়দ ছাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হ'তে দেবেনা তোমরা? পাঁচু মণ্ডল সজোরে বলিল,—"মুন্সির বেটার এ সব জারিজুরি আমরা কিছুতেই মান্‌ব না। আপনেরা আমাগোর বাপ দাদার আমলের পীর খতিব, এহন আপনেক ছাইড়া ওই মুন্সির বেটার পাছে নামাজ পড়ুম? উঁহু।

বদরপুরের হারান সরদার বলিল,—"যাগোর ইচ্ছা তারা যায় যাক্, আমরা আপনার সাথেই থাকুম। আপনে আলাদা জামাত করেন।"

শেষ আশায় একটু উদ্দীপ্ত হইয়া ছৈয়দ ছাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দশ খানা গাঁয়ের কত লোক তোমরা জোগাড় করে আনতে পারবে?"

সরদার মাথা চুলকাইয়া ঢোক গিলিয়া আস্তে আস্তে জওয়াব দিল,— "তা আমাগোর মালথের লোকরা সবাই আস্‌বে, কি বল মণ্ডল?"

উভয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ছৈয়দ ছাহেব বলিলেন,— "আচ্ছা তোমরা এখন যাও। আমি বুঝে সুঝে দেখি,—যা হয় সন্ধ্যার পর খবর পাবে।"

হারান গাত্রোত্থান করিয়া বলিল,— "হ, বুঝে ত্যাহেন, আপনে নবীর বংশের লোক,—আমাগোর খান্দানী পীর। আপনে ছাড়া এ তল্লাটে আর কোন্ ব্যাটা সামনে দাঁড়াতে পারে?"

হারান সরদারের শেষের কথাটায় ছৈয়দ—ছাহেবের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠিল। দমকা হাওয়ায় ছাই-চাপা আগুন যেমন দ্বিগুন তেজে জ্বলিয়া উঠে,—ছৈয়দ ছাহেবের মোহাচ্ছন্ন মনে—তেমনি সত্যের শাশ্বত বহ্নি দ্বিগুন তেজে জ্বলিয়া উঠিল। রমজানের ছিয়াম-সাধনায় জাগ্রত বিবেক এবং কালিমামুক্ত মনের দীপ্ত আলোকে আজ নিজের সত্য পরিচয় তাঁহার মনে পড়িল। তিনি শুনিয়াছিলেন, তাঁহার প্রপিতামহ বোখারার গালিচা বিক্রয় করিতে এ দেশে আসিয়াছিলেন। জন্মভূমিতে তেমন কিছু আকর্ষণীয় ছিলনা বলিয়া তিনি এই বাংলার ছায়া-শীতল শ্যামল সমারোহের মধ্যেই নীড় বাঁধিতে মনস্থ করেন এবং গ্রামের বর্ধিষ্ণু প্রধান তমিজউদ্দিন সরদারের পুত্র মুন্সি রহিমউদ্দিন খাঁর কন্যার পানি গ্রহণ করেন। জীবনে তিনি কখনও ছৈয়দত্বের দাবী করেন নাই। অথচ অসার বংশ-মর্য্যাদার ক্রমোন্নত প্রচেষ্টার ফলে ধীরে ধীরে তাঁহার পিতৃকুল এবং মাতুল কুলের সকলেই আজ আভিজাত্যের শ্রেষ্ঠতম শিরোপো "ছৈয়দ" উপাধি ধারণ করিয়াছেন। এ দেশের অধিকাংশ বর্ধিষ্ণু মোছলেম পরিবার পশ্চিমের যে কোন স্থানের কোন অধিবাসির সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া এক প্রকার সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়া লইয়াছে। এমন কি গজনী, পাণিপথ প্রভৃতি স্থানের ভাগ্যান্বেষী পুরুষেরাও বাংলার মাটীতে আসিয়া ব্যবসা করিয়া জমিদারী কিনিয়া এ দেশে আভিজাত্যের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। (১) প্রতিবেশী

(১) সদ্‌গুণ ও সদ্‌বৃত্তি শূন্য নিছক বংশ মর্য্যাদার গৌরব যে ইছ্‌লামে স্বীকৃত হয়নাই, লেখকের এই অভিমত আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি, কিন্তু বাঙ্গালার মাটিতে যাঁহারা আভিজাত্য গৌরবে গৌরবান্বিত, তাঁহাদের সকলেই গজ্‌নী, পানিপথ ও বুখারার গালিচা বিক্রেতা বা আত্তারের পুত্র এবং জাল শরিফযাদা ছিলেন, অথবা অধিকাংশ বাঙ্গালী মুছলমান নমঃশূদ্রের বংশধর ছিলেন, মুছলমানদের চিরশত্রু ইংরাজ সিভিলিয়ন, বাঙ্গালী-বিদ্বেষী পশ্চিমা-ঐতিহাসিক এবং হিন্দুসভার প্রোপ্যাগাণ্ডিস্টদের এই সকল ভিত্তিহীন অপপ্রচারণা আমরা স্বীকার করিয়া

[অবশিষ্টাংশ ৪২৮ পৃষ্ঠার প্রথম কলামে দ্রষ্টব্য।]

www.ahlehadeethbd.org

ব্রাহ্মণতন্ত্রের অনুকূল ও অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বাংলার মোছলমান সমাজে যে এই ভেজাল অভিজাততন্ত্রের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি লাভ হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তিনি জানেন,— এছলামে আভিজাত্যের নিদর্শন স্বরূপ—এল্‌ম্ ও তাক্‌ওয়া অর্থাৎ জ্ঞান ও আত্ম-শুদ্ধির যে মানদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এই সকল পশ্চিমপ্রিয়তার সহিত তার কোনই সম্বন্ধ নাই। কারণ তিনি ত স্বচক্ষেই দেখিতেছেন,—এই সব তথাকথিত অভিজাত পরিবারের অধিকাংশ মানুষের ধর্ম্মহীনতা এবং কদর্য্য জীবনযাপনপ্রণালী—কত মর্ম্মান্তিক ও মারাত্মক। জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় তাঁহার নূতন করিয়া মনে পড়িল,— রছুলুল্লাহ (দঃ) এর উম্মত বলিয়া দাবী করিলেও রোজ কেয়ামতে তার বংশধর বলিয়া দাবী করিয়া কিরূপে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইবেন?

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি পরিবারের সমস্ত বয়স্কলোককে পরামর্শের জন্য ডাকিলেন।— আত্মীয় প্রতিবেশীরাও আসিলেন। ছৈয়দ ছাহেবের ছেলে ছাহেবজাদা ছৈয়দ শাহ মঈনউদ্দিন নামাজ রোজার ধার ধারেন না। খাওয়া, শোওয়া, স্ফূর্ত্তি-করা, বন্দুক লইয়া শিকার করা বন্ধুবান্ধবসহ আয়াশ আরামের জেন্দেগী যাপন করাতেই তার দিন গোজরান হয়। এমন কথাও কখন শুনা গিয়াছে— তাহাকে কেহ নামাজ রোজার কথা বলিলে কুপিত হইয়া তিনি বলেন,— "ও সব সাধারণ লোকের—জন্য।" সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তিনিই সর্ব্বপ্রথম ক্রোধে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন,— "কী, ছোট লোকের ছেলের এতদূর স্পর্দ্ধা! আমাদের সঙ্গে তাল ঠুক্‌তে আসে? গতবার গোবিন্দপুরের ঈদের মাঠে মফিজ খোনকারের গুলি চালানোর কথা ও শোনে নাই? আমি ওকে খুন করব।"

এই বিমূঢ় আচরণে সকলেই বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন। ছৈয়দ পরিবারের প্রতিবেশী আত্মীয়—ফজলুর রহমান ছাহেব স্কুল শিক্ষক, তিনি বলিলেন, "তুমি থাম, মইন। খলিলের সঙ্গে এটা তোমাদের পার্থিব স্বার্থের দ্বন্দ্ব নয়। এর সঙ্গে দীন এছলামের প্রশ্ন র'য়েছে। যতক্ষণ নিজকে মোছলমান ব'লে দাবী ক'রবে, ততক্ষণ যা শরীয়তসম্মত, তা মানতেই হবে। গায়ের জোরে আজ শরীয়তের বিধান উড়িয়ে দিতে গেলে ও আল্লাহর কাছে তার জন্য জওয়াবদিহী করতে হবে এবং দুনিয়াতেও এছলামী জামায়াতের বাইরে পড়তে হবে। সুতরাং ধীর মস্তিষ্কে সব ভেবে চিন্তে কাজ করতে হবে।"

ছৈয়দ ছাহেব একটু উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "হাঁ ভাই ফজলু, তুমি জ্ঞানী লোক, ভেবে চিন্তে একটা উপায় বের কর—যাতে আমাদের মান সম্মান বজায় থাকে।"

রহমান সাহেব (২) বলিলেন,— জী হাঁ, বর্ত্তমান অবস্থায় বাড়াবাড়ি না করে আমাদের দেখতে হবে—যাতে শরীয়তের হুকুম এবং আমাদের ইজ্জত

লইতে প্রস্তুত নই। আর গালিচা বিক্রেতা, ইত্‌রফরোশ বা ছাতা মেরামৎকারী কেন যে উচ্চবংশসম্ভূত হইতে পারেনা, তাহাও আমাদের বুদ্ধির অগোচর! ছৈয়দযাদার পক্ষে কৃষিকার্য্য বা অন্যরূপী হালালজীবিকা অবলম্বন করা কি অযৌক্তিক না শরিআৎ বিরোধী? ইছ্‌লামে বংশ মর্য্যাদাকে—একেবারে উড়াইয়া দেওয়া হয় নাই এবং কোন বৈধজীবিকা কৌলিণ্য বা শরাফতের পরিপন্থী—বলিয়া স্বীকৃত হয়নাই। হিন্দু কৌলিণ্য জীবিকার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আর মুছলমানি শরাফৎ খুনের উপর কায়েম এবং ইছ্‌লামি দৃষ্টিভঙ্গীতে মুছলমানের খান্দানি শরাফৎ ইল্‌ম ও আমলের সহিত অচ্ছেদ্যভাব সম্পর্কিত। বাঙ্গালী মুছলমানগণের বংশ পরিচয় সম্পর্কে অনেক ইংরাজ সিভিলিয়নের অভিমত খণ্ডন করিয়া মরহুম দিওয়ান ফয্‌লে রব্বি ছাহেব "হাকিকতে মুছলমানানে বাঙ্গালা" নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এই বিষয়ের আলোচনায় উহা বিশেষভাবে উপকারী হইবে। (তর্জুমান—সম্পাদক)।

(২) কাহারো নাম আবদুল্লাহ বা ফয্‌লুল্লাহ হইলে সংক্ষিপ্ত আকারে তাহাকে আল্লাহ ছাহেব বলিয়া অভিহিত করা অবৈধ্য। আল্লার ন্যায় রহমান নামও আল্লাহর জন্য নির্দ্দিষ্ট, কোন আবদুর রহমান বা ফয্‌লুর রহমানকে সংক্ষেপ করার তাকিদে রহমান মিঞা বা রহমান ছাহেব বলা চলিবে না। রহিম, করিম ইত্যাদি নামে অভিহিত করা উত্তম না হইলেও মোটের উপর জায়েয। (তর্জুমান—সম্পাদক)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দুইই বজায় থাকে।"

সন্ধ্যার ম্লান আলোকে নূতন চাঁদ দেখার আনন্দের শিহরণ আকাশে বাতাসে ভাসিতে ছিল। পল্লীর অশান্ত ছেলে মেয়েরা অফুরন্ত প্রাণ চাঞ্চল্যে সমস্ত গ্রাম মাতাইয়া তুলিতেছিল। সেই সাথে অশ্রান্ত ঝিল্লী-রবের ঐক্যতান একটা নিবিড় মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করিতেছিল। কিন্তু পীর বাড়ীর প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় দুশ্চিন্তার কালো ছায়া ও নিস্তব্ধতা—বিরাজ করিতেছিল।

অনেকক্ষণ পর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ফজুর রহমান সাহেব বলিলেন,—"মিয়া ভাই, যুগের হাওয়ায় মানুষের মনে ও চিন্তায় পরিবর্ত্তন আসেই। সে পরিবর্ত্তন যদি মঙ্গলের আহ্বান হয়, তাকে স্বীকার করে নিতেই হবে। অহমিকায় অন্ধ হয়ে এ পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমাজ-দেহে ফাটল ধরাতে চেষ্টা ক'রলে নিজেই পিছনে পড়ে থাকতে হবে। এ যুগের এবং অনাগত যুগের মানুষ কেউই ক্ষমা ক'রবে না।"

ছৈয়দ ছাহেব বলিলেন,— "ভাই তোমরা নূতন যুগের মানুষ। তোমাদের অনেক কথাই আমাদের ধারণার বাইরে, যা ভাল বোঝ, তাই কর।"

রহমান ছাহেব বলিলেন,— "আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে আমি একটা প্রস্তাব করি।" ছৈয়দ ছাহেব সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করিলে রহমান ছাহেব বলিলেন,— "আমাদের পক্ষে বর্ত্তমানের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থাকে আলিঙ্গন করা ছাড়া সম্ভ্রম রক্ষার অন্য উপায় নাই।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ খলিলের সঙ্গে শত্রুতা না করে ওকে আমাদের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে।"

"তার মানে?"

"রাহেলাকে খলিলের সঙ্গে বিবাহ দিলেই সকল সমস্যার এক সাথে সমাধান হয়ে যাবে।"

ছৈয়দ ছাহেব গভীর উদ্বেগের সহিত বলিলেন, "আমার প্রাণাধিকা কন্যা রাহেলা খাতুন যার সমকক্ষ মেয়ে এ তল্লাটে নাই—শেষ কালে এইভাবে তাকে পাত্রস্থ করবার পরামর্শ তুমি দাও?"

রহমান সাহেব দৃঢ়ভাবে বলিলেন,— আমি খলিলকে শৈশব থেকে জানি। শিক্ষায়, স্বভাব চরিত্রে এবং উন্নত রুচিতে সে আমাদের আত্মীয় হওয়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আমার নিজের মেয়ে থাকলে আপনার মেয়ের কথা তুলতুম না। রাহেলাকে আমার নিজের মেয়ের মতই মনে করি বলে এ প্রস্তাব করছি।"

হতাশ ভাবে ছৈয়দ ছাহেব বলিলেন,— কিন্তু ওদের নছব সম্বন্ধে তুমি কি বল? শরীয়তেও ত "কফু"র ব্যবস্থা রয়েছে।"

রহমান ছাহেব জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে আজ কাল নছব এর ধুয়া না তুলে গুণের ও যোগ্যতার দিকে নজর দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তা ছাড়া 'কফু'র ব্যাপারে মোছলমান সমাজ অত্যন্ত বেশী ভুল করিয়াছে।" (৩)

(৩) 'কুফ্ও' শব্দের অর্থ হইতেছে,—সমতুল্য বা সমকক্ষ, নযির। বিবাহ ব্যাপারে ধর্ম্ম, স্বাধীনতা, বংশ এবং পেশার সমকক্ষতার প্রয়োজন ইছলাম অস্বীকার করেনাই অবশ্য ধর্ম্ম ও চরিত্রকে এ বিষয়ে সর্ব্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে। অবস্থা ও রুচির 'কুফ্ও' আধুনিক জগতে সকলের কাছেই আবশ্যক বিবেচিত হইয়া থাকে। ছাহাবীগণের মধ্যে উমর ফারুক ও ইব্নে মছ্উদ রাযিয়াল্লাহো আনহুমা এবং তাবেয়ীগণের মধ্যে মোহাম্মদ বিন ছিরিণ ও খলিফা উমর বিনে আবদুল আযিয এবং ইমামগণের মধ্যে মালেক শুধু ধর্ম্মপরায়ণতাকেই 'কুফ্ও' বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ইমাম আবুহানিফা ও ইমাম শাফেয়ী যাহারা আরব নয়, তাহাদিগকে আরবের 'কুফ্ও' বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বস্তুতঃ আরবের বাহিরে ইছ্লাম যেসকল আন্তর্জাতিক মুছ্লিম সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিল, তাহাতে ঠিকুজীর গুরুত্ব রক্ষা করিয়া চলা সম্ভবপর ছিলনা। বুখারী ও মুছ্লিম হয্রত আবু হোরায়রার বাচনিক রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দ্দেশ বর্ণনা করিয়াছেন যে, মানুষ স্বর্ণ ও রৌপের খনির ন্যায় জাহেলীযুগে যাহারা সম্ভ্রান্ত ছিল, জ্ঞান সাধনা থাকিলে ইছলামেও তাহারাই সম্ভ্রান্ত বিবেচিত হইবে।

الناس كمعادن الذهب والفضة خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام اذا فقهوا —

(তর্জুমান সম্পাদক)।

www.ahlehadeethbd.org

বিস্মিত হইয়া ছৈয়দ ছাহেব প্রশ্ন করিলেন, 'কী রকম'?

রহমান ছাহেব বিশেষ বিজ্ঞের ভাবে বলিতে লাগিলেন,— "প্রথমতঃ ধরুন, কফু পবিত্র কোরআন ও হাদিছের বিধান নয়। বরং অন্ধ-যুগের নির্ম্মম কৌলিন্য প্রথা দূর ক'রতেই রছুলুল্লাহ (দঃ) আজীবন চেষ্টা করেছেন। নিজের গোলাম জায়েদ (রাঃ) এর (৪) সঙ্গে নিজের আত্মীয়া জয়নাব (রাঃ) এর বিবাহ দেওয়াই তার প্রমাণ। হাবশী গোলাম বেলাল (রাঃ) যখন বিবাহ করতে চাইলেন, তখন অভিজাত কোরেশ প্রধানগণ তাঁকে কন্যাদানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। (৫) দ্বিতীয়তঃ নবী করিম (দঃ) এর যুগের বহুকাল পরে যখন প্রধানতঃ অন-আরব দেশের ফকিহ্‌গণ ফেকাহ্ শাস্ত্র সৃষ্টি করেন,—— তখন তাঁরা বিভিন্ন দেশের মানুষের জীবন যাত্রা এবং সামাজিক তারতম্যের দিকে লক্ষ্য রেখে যথা-সম্ভব কার্য্যকরী ও যুগোপযোগী ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। সে ব্যবস্থা সর্ব্বকালের উপযোগী এবং অভ্রান্ত, এ বিশ্বাস আমার নাই। তা ছাড়া কফু নির্দ্ধারণের ব্যাপারে তাঁরা উভয় পক্ষের আর্থিক সঙ্গতি এবং শিক্ষা ও রুচির মিলনের দিকেই জোর দিয়েছেন। যেমন ধরুন, তাঁদের প্রদত্ত ব্যবস্থায় বাজ্জাজ এর কফু আত্তার অর্থাৎ বস্ত্রব্যবসায়ী বিয়ের ব্যাপারে আতরব্যবসারীর সমান। পক্ষান্তরে লৌহকার,— চর্ম্মকার প্রভৃতি ক্ষৌরকার, কাংস্যকার প্রভৃতির সমান। এ ব্যবস্থায় আর্থিক ও রুচিগত সাম্যই বড় কথা। তদুপরি হছব্ অর্থাৎ ব্যক্তিগত মর্য্যাদাকে নছব্ অর্থাৎ বংশগত মর্য্যাদার উপর স্থান দেওয়া— হয়েছে। ফত্ওয়ায়ে আলমগীরি প্রণেতা বলেছেন,— মর্য্যাদাসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তি হজরত আলী (রাঃ) এর বংশের কন্যার সমকক্ষ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে— উভয় পক্ষের সম্মতিতে যদি গায়ের-কফুতেও বিবাহ হয়, তবে সে বিবাহ অসিদ্ধ ঘোষণা করার শক্তি কারও নাই। সুতরাং আর্থিক অবস্থা ও শিক্ষা-দীক্ষায় সমকক্ষ হলে আজ কেন বিভিন্ন সমাজের মধ্যে বিবাহ হতে পারবে না?

ছৈয়দ ছাহেব বলিয়া উঠিলেন, ভায়া, তুমি যুক্তিবাদী মানুষ। তোমার কথা না মানার শক্তি আমার নাই। তথাপি ভেবে দেখ, শরাফতীর প্রয়োজন সমাজের আছে। লেখাপড়া শিখে যে লোক নূতন ভদ্রলোক হ'ল, তিন পুরুষ আগে যারা ভদ্র হয়েছে, তাদের সমকক্ষ সে হবে কী করে?

রহমান সাহেব হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন,— "তথাকথিত কুলীনদের ওই এক মাত্র যুক্তি। সমাজে শরাফতীর প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু শরাফতীর অসার অহমিকার আদৌ প্রয়োজন নাই।

---

(৪) যয়েদ বিনে হারিছা আরবের বিখ্যাত বনুকলব গোত্রের সন্তান ছিলেন। জাহেলীযুগে অতি শৈশবে মাতা ছা'দীর সহিত মাতামহের বাড়ী যাইতেছিলেন, 'বনুলকিন' গোত্রের দস্যুদল শিশু যয়েদকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায় এবং মক্কার হাটে বিক্রয় করে। হাকিম বিনে হিযাম স্বীয় ফুফু খদিজাতুল কোব্‌রার জন্য তাঁহাকে ক্রয় করেন। জননী খদিজা রছুলুল্লাহর (দঃ) সহিত পরিণীতা হইবার পর যয়েদকে রছুলুল্লাহর (দঃ) হস্তে প্রদান করেন। যয়েদের পিতা নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধানে মক্কায় আগমন করিলে যয়েদ রছুলুল্লাহ (দঃ) কে পরিত্যাগ করিয়া পিতার সহিত আপন গৃহে ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করেন। অতঃপর রছুলুল্লাহ (দঃ) যয়েদকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। তখন হইতে তিনি 'যয়েদ বিনে মোহাম্মদ' রূপে কথিত হইতেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) উম্মে আয়মনকে তাঁহার সহিত বিবাহ প্রদান করিয়াছিলেন।—— হযরত যয়েদ মা খদিজা ও বালক আলি মুর্ত্তযার সহিত সর্ব্বপ্রথম ইছ্‌লাম গ্রহণ করেন। হযরত যয়নবের সহিত বনিবনাও না হওয়ায় হযরত যয়েদ তাঁহাকে তালাক দিয়াছিলেন এবং আবদুল মুত্তালিব গোত্রেরই দুই নারী উম্মে কুলছুম বিন্‌তে আকাবা ও দুর্‌রা বিন্‌তে আবিলহবকে পরপর বিবাহ করিয়াছিলেন। গোলাম বলিতে যাহা বুঝায়, হযরত যয়েদ বিনে হারিছা প্রকৃত প্রস্তাবে সেরূপ ক্রীতদাস ছিলেন না, কোরায়শী না হইলেও তিনি আরবের একটী সম্ভ্রান্ত গোত্রের বংশধর ছিলেন। (তর্জুমান—সম্পাদক)।

(৫) শুধু প্রস্তাব দেন নাই। বিখ্যাত ছাহাবী আশারায় মুবাশ্‌শারার অন্যতম আবদুর্‌রহমান বিনে আওফ (রাযিঃ) স্বীয় ভগ্নীকে হযরত বিলালের সহিত বিবাহ প্রদান করিয়াছিলেন। (তর্জুমান—সম্পাদক)।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যে পরিবার ভদ্র ও শরীফ, তারা যদি নিজের শরাফতী সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ করে রাখে, সেটা মারাত্মক। তাঁদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বিয়ে শাদী হলে সন্তান সন্ততিগণ দুর্বল ও অপদার্থ হয় সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে আলোবাতাসহীন অবস্থায় বর্দ্ধিত গাছপালার মত। প্রকৃতির নিয়মই হচ্ছে নিত্য নূতন শক্তি সংগ্রহ করে বর্দ্ধিত ও শক্তিমান হওয়া। যারা ভদ্র, তাদের শিক্ষাদীক্ষায় অন্যকে অনুপ্রাণিত করে মিতালী স্থাপন করাতেই সুষ্ঠু—সমাজ গঠন সম্ভব। আজ যদি আপনারা নূতন যুগের নূতন পরিবেশের মধ্যেও কৃত্রিম কফুর ধূয়া তুলে চাষী, কারিকর প্রভৃতি সমাজের উপযুক্ত যুবক-গণকে দূরে সরিয়ে রাখেন, সেটা যে শুধু এছলামী আদর্শের বিপরীত, তাই নয়, রীতিমত মূর্খতা ও অপরিণামদর্শিতা। তাতে শুধু সামাজিক জটি-লতাই বাড়ছে।"

ছৈয়দ ছাহেব আমতা আমতা করিয়া বলি-লেন, "তুমি যা বলছ, তাত ঠিকই। তবুও কিন্তু,—"

সজোরে রহমান সাহেব বলিলেন,— "আর কিন্তু নয়, একেবারে অতএব। দেখুন, যেসব মারাত্মক সামাজিক ব্যাধির ফলে হিন্দুর সমাজ-জীবন বিষময় হয়েছে, যেসব দোষ দূর করতে হিন্দু মনীষীগণ প্রাণপাত করেছেন, মোছলমান সমাজ ধীরে ধীরে সেগুলি নিজ দেহে ঢুকিয়ে নিচ্ছে। সমাজে ধীরে ধীরে বর-পণ প্রথাও ঢুকেছে। ফলে গরীব মোছলমান ভদ্রলোকগণ যারা টাকা খরচ করে নিজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর মেয়ের বিবাহ দিতে পারছেন না, তারা শুধু চোখের পানি ফেলছেন। অথচ স্ব-সমাজের বাইরে যাবারও—সাহস নাই। এ সব দুঃখ ভোগ একমাত্র হিন্দু-য়ানী প্রভাবের ফলে হচ্ছে। শ্রেণীহীন মোছলেম সমাজে জাতিভেদ সৃষ্টি এক প্রকার মানসিক বিকা-রের ফল। নওয়াবী আমলের কেরাণী "খোন্দকার", বিচারক "কাজী", প্রধান ব্যক্তি "মীর" প্রভৃতি ছাহে-বানের বংশধরগণ সেই সেই কাজ না করেও শুধু-মাত্র পিতৃপুরুষদের উপাধি ধারণ করেই এ দেশে শরাফতীর দাবীদার। এ দেশে সত্যিকার নবী বংশের কয়জন "ছৈয়দ" এসেছিলেন? কত জন "শাহ" সত্যিকার এছলাম প্রচারক আউলিয়াগণের বংশধর? আমি পুনরায় বলছি—ব্যবসাগত জাতি-ভেদের পাঁতি এক মাত্র মোশরেকী প্রভাবের ফলে মোছলেম সমাজে ঢুকেছে। এ সব কুপ্রথা দূর করা আমাদের পক্ষে ওয়াজেব হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

শেষ পর্য্যন্ত রহমান সাহেবের অকাট্য যুক্তি এবং অনমনীয় মনোভাবের কাছে পরাজিত হইয়া ছৈয়দ ছাহেব প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন এবং তাঁহার শক্তিমান ব্যক্তিত্বের প্রভাবে পরিবারের অন্য কেহই কোন আপত্তি তুলিলনা।

রাহেলা— ছৈয়দ পরিবারের গুল-বাগিচার—শ্রেষ্ঠতম ফুল, কোন সংবাদই তার কাছে অজানা ছিল না। বন ফুল যেমন নিজের শক্তিতে রূপ-রস-গন্ধ সঞ্চয় করিয়া আপন মহিমায় বন উজ্জ্বল করিয়া ফুটিয়া উঠে, অনুকূল পারিবারিক আবহাওয়ায়—সেও তেমনি রূপে গুণে পরিপূর্ণ ভাবে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভাবী যখন তার কাছে প্রস্তাবটী পাড়ি-লেন,— তখন এক ঝলক হাসিতে একটা বিদ্যুত-তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া সে পলাইয়া গেল।

সেই রাত্রেই রহমান ছাহেবের বুদ্ধি ও পরি-চালনায় সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া গেল।

কদমতলীর নূতন ঈদ-গাহে আজ নূতন প্রাণের জোয়ার যেন ঢেউ খেলিয়া বেড়াইতেছিল। বিশ খানা গ্রামের লোক ঈদের খুশী এমন করিয়া কোন-দিন উপলব্ধি করে নাই। প্রথমেই দেশের মুরুব্বী ছৈয়দ ছাহেব যখন দাঁড়াইয়া ক্ষুদ্র বক্তৃতায় দেশের সকল লোককে হিংসা-বিদ্বেষ ভুলিয়া সমস্ত মোছল-মান ভাই ভাই রূপে আলিঙ্গন করিবার আবেদন জানাইলেন, তখন একটা অভূতপূর্ব আনন্দে ও উৎ-সাহে সকলে সঞ্জীবীত হইয়া উঠিল। তারপর ছৈয়দ ছাহেবের কদমবুছি করিয়া মওলানা খলিলুল্লাহ—ঈদের নামাজ পড়াইলেন। খোতবার মধ্যে কোর্-আন মজীদ ও হাদিছ শরীফ থেকে যুগের উপযোগী বচনাবলী শুনাইলেন তারপর সকলকে পাকিস্তান

www.ahlehadeethbd.org

রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব এবং মোছলেম সমাজের পুনর্জ্জীবন লাভের ইঙ্গিত দান করিয়া আবেগপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা করিলেন। নূতন উৎসাহ, নূতন পরিবেশে যেন দশ দিক প্লাবিত হইয়া গেল।

ঈদের নামাজ পর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। একটী উচ্ছ্বলিত আনন্দের উচ্ছ্বাসে খলিলপুর গ্রাম যেন টসমল করিতে লাগিল।

تاريخ الاسلام

ইছ্‌লামের ইতিহাস

হিন্দে ইছ্‌লামের আবির্ভাব

হিন্দ বনাম ভারত ঃ

আমাদের প্রিয় পিতৃভূমি এই বিশাল উপমহাদেশ যাহার দুইপ্রান্তে পাকিস্তান অবস্থিত, হিন্দু-সাহিত্যে ভারতবর্ষ নামে অভিহিত, কিন্তু এই নামকরণ কিভাবে, কি উদ্দেশ্যে, কোন্ সময়ে কাহারদ্বারা হইয়াছে, তাহা আমি অবগত নই। ইছ্‌লামের চৌদ্দশত বৎসরের ইতিহাসে এই মহাদেশ হিন্দ নামে আখ্যাত। রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্রমুখে এই দেশ হিন্দ বলিয়াই কথিত হইয়াছে। শতসহস্র—পর্য্যটক, ব্যবসায়ী ও প্রচারক এই দেশকে হিন্দ নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই হিন্দ ফরাসীভাষায় (Ind) ইন্দে রূপান্তরিত হইয়া আজ ইউরোপীয় সকল জাতির মুখে (India) ইণ্ডিয়া বলিয়া কথিত হইতেছে। এদেশের এক বিরাট সংখ্যক অধিবাসী স্বয়ং হিন্দু নামে পরিচিত এবং ইহাতে সন্দেহের—অবকাশ নাই যে হিন্দু নাম হিন্দ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। মুছলমানগণের আগমনের পূর্ব্বে এই উপমহাদেশের নির্দ্দিষ্ট কোন নাম ছিলনা, প্রত্যেকটী প্রদেশ পৃথক পৃথক নামে পরিচিত হইত। পারসীকরা এই মহাদেশের একটী প্রদেশ জয় করার পর সিন্ধনদকে হিন্ধনামে অভিহিত করেন এবং এই ভাবে সিন্ধের নাম অনুসারে সমগ্র দেশ হিন্ধ নামে কথিত হইতে থাকে। পারসীকগণ অপেক্ষা আরবগণ এই মহাদেশের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন বলিয়া তাঁহারা সিন্ধকে সিন্ধ নামেই অভিহিত করিতে থাকেন এবং সিন্ধের বহির্ভূত ভূভাগকে হিন্দ বলিয়া আখ্যাত করেন। আরবদের কাছে হিন্দ নাম এরূপ প্রিয় বিবেচিত হয় যে, আরাবী সাহিত্যে প্রেয়সী নারী 'হিন্দ' নামে কথিত হইয়া থাকে। * পক্ষান্তরে ভারত বলিয়া যে দেশ ইদানীং অত্যন্ত উল্লিখিত হইতে দেখাযায় তাহার কোন ঐতিহাসিক চতুঃসীমা নাই। কেহ বলেন রাজা ভরতকে যে দেশ দান করা হইয়াছিল, তাঁহার নামানুসারে উক্ত দেশ ভারত নামে কথিত হইয়াছে কিন্তু ভরতকে যে ভূখণ্ড দান করা হইয়াছিল, তাহার চতুঃসীমার ঐতিহাসিক নিদর্শন কি? কেহ বলেন ভারতবর্ষ জম্বুদ্বীপের নববর্ষান্তর্গত বর্ষ বিশেষ। এককালে নাকি আরব, পারস্য, তুরস্ক ও মধ্যএশিয়ার অধিকাংশ ভূভাগ ভারতবর্ষের—অন্তর্ভুক্ত ছিল! এই কিংবদন্তীর কোন দুর্ব্বল ভিত্তিও নাই, বিশেষতঃ এই মতবাদ সূত্রে হিন্দভূমির চতুঃসীমার সহিত ভারতবর্ষের চতুঃসীমার কোন সংলগ্নতাই থাকিতে পারেনা। মুছলিম-প্রভাব দোষে দুষ্ট বলিয়া যদি এই উপ-মহাদেশের "হিন্দ" নাম বর্জ্জনীয় বিবেচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে হিন্দি ভাষা ও হিন্দু সমাজের শুদ্ধি করা আবশ্যক।

* কামুছ (১) ৩৪৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আমি যে ভূখণ্ডের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহার যে চতুঃসীমা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা হিন্দের চতুঃসীমা— ভারতের নয়, অতএব আমি এই উপমহাদেশকে হিন্দ বলিয়াই উল্লেখ— করিব।

যোগাযোগ সূত্র।

ইছ্‌লামের সহিত মুছলমানগণের সম্পর্ক যত দিনের, হিন্দের সহিত মুছলমানদের সম্বন্ধও ঠিক তত দিনের। হিন্দের সহিত মুছলমানগণের এই দ্রুত ঘনিষ্ঠতার কারণগুলি প্রথমে আলোচনা করিব।

প্রথম কারণঃ—

তাবারানী, ইবনো আছাকির এবং আবুনঈম তাঁহার 'হিল্‌য়ার' আবুহোরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, (মানব বংশের আদি- نزل آدم عليه السلام بالهند জনক) হয্‌রত আদম আলায়হিছ্‌ছালাম হিন্দ— ভূমিতে অবতরণ করিয়াছিলেন। *

দয়লমী তদীয় 'মুছনদে ফিরদওছে' হয্‌রত— আলির (রাযিঃ) উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, আমি রছুলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হয্‌রত (দঃ) বলিলেন' আল্লাহ আদমকে হিন্দে আর হাওয়াকে জিদ্দায় নামাইয়া দেন। আদম তাঁহার অপরাধের জন্য ক্রন্দন করিতে করিতে হিন্দে এক শত বৎসর কাটাইয়াছিলেন। †

سألت النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ان الله اهبط آدم بالهند وحواء بجدة ومكث آدم بالهند مائة سنة باكية على خطيئته –

ইব্‌নে জরির, ইবনেছাআদ, হাকেম, তাবারানী ইব্‌নে আছাকির এবং বায়হকী তাঁহার 'বাআছ' গ্রন্থে, ইবনো আবিদ্‌দুন্‌য়া, ইবনুলমন্‌যর, ইবনো— আবিহাতিম, আয্‌রকী, ছঈদ বিনে মন্‌ছুর ইবনে-কছির ও ছৈয়ূতি প্রভৃতি ছনদ সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ছাহাবাগণের মধ্যে হযরত আলি, আব্‌দুল্লাহবিনে আব্বাছ, জাবির বিনে আবদুল্লাহ ও— আব্‌দুল্লাহ বিনে উমর রাযিয়াল্লাহো আন্‌হুম এবং তাবেয়ীগণের মধ্যে হাছান বছরী, আবুল আলিয়া ইছমাঈল ছিদি, কাতাদা, আতাবিনে আবিরিবাহ ও খালিদ বিনে মা'দান (রহমঃ) বলিয়াছেন যে,

হযরত আদম ও হাওয়াকে বেহেশ্‌ত হইতে হিন্দের মাটির উপর নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। *

ইমাম হাকেম এই বর্ণনাকে তাহার রেওয়ায়ৎ ও ছনদ সূত্রে মুছলিমের শর্ত্তানুযায়ী বিশুদ্ধ বলিয়াছেন এবং হাফিয যাহাবী হাকিমের দাবীকে সাব্যস্ত রাখিয়াছেন।

সকল রেওয়ায়তের ভাষা অভিন্ন নয় কিন্তু— তাৎপর্য্য একই, বিশেষতঃ কতকগুলি রেওয়ায়ৎ সুদীর্ঘ, উপরে কেবল প্রয়োজনীয় অংশের অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

হযরত আদম হিন্দের কোন্ স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। প্রসিদ্ধতম কিংবদন্তী যাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থানলাভ করিয়াছে, তদনুসারে হযরত আদমের অবতরণ ভূমি হইতেছে সিংহলের আদম পর্ব্বতের শৃঙ্গ। এখনো উক্ত শৃঙ্গের উপর হযরত আদমের পবিত্র পদযুগলের চিহ্ন বিদ্যমান আছে। বালফোর [Balfour] তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, আদম পর্ব্বতের উচ্চতম শৃঙ্গ সমুদ্র হইতে ৭ হাজার ৩ শত পঞ্চাশ ফিট উর্দ্ধে। আরবগণ ইহাকে 'আর্‌রাহুন' নামে অভিহিত করিতেন। গিরিশৃঙ্গের শীর্ষদেশস্থ পাষাণ— স্তূপের ফাঁপা টুকুকে ব্রাহ্মণরা শিবের, বৌদ্ধরা বুদ্ধের, চৈনিকরা "ফো"র খৃষ্টানরা Jew এর এবং মুছলমানরা আদমের পদচিহ্ন বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। †

বিখ্যাত ভূপর্য্যটক ইব্‌নে বতুতা দিল্লী হইতে

* তারিখে ইবনে আছাকির (২) ৩৫৭ পৃঃ ; কন্‌যুল উম্মাল (৬) ১১৪ পৃঃ ; দুর্‌রে মনছুর (১) ৫৫ পৃঃ।

† দুর্‌রে মনছুর (১) ৬০ পৃঃ।

* তারিখ তাবারী (১) ৬০ ও ৬২ পৃঃ ; তাবাকাতে ইব্‌নে ছাআদ (২) ১ম প্রং ১২ পৃঃ ; মুছতাদ্‌রক (২) ৫৪১ পৃঃ ; ইবনে আছাকির (২) ৩৫৩ ও ৩৫৭ পৃঃ ; আয্‌রকীর মক্কা (১) ১০ পৃঃ ; তারিখে ইবনে কছির (১) ৮০ পৃঃ ; দুর্‌রে মনছুর (১) ৫৫, ৫৬, ৫৭ ও ৬২ পৃঃ।

† Cyclopaedia of India I, P, P, 22.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চীনের পথে ৭৪৩ হিজরীতে এই পদচিহ্ন দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের স্থানটুকু চৈনিকরা কর্ত্তন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। *

হয্‌রত আদম, শিছ্, (শিব ?) ও নুহ আলায়হিমুছ্‌ছালামের সহিত হিন্দ সম্পর্কিত হাদিছ,—আছারে ছাহাবা ও তাবেয়ীন এবং বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক এবং বিদ্বানগণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমি একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা সঙ্কলিত করিয়াছি। যদি কোন দিন এই পুস্তিকা প্রকাশ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সমাজ বিজ্ঞানের [Sociology] গবেষণাকারীদের সম্মুখে একটী নূতন পথের চিহ্ন প্রকাশ পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

মোটের উপর হিন্দের সহিত মুছলমানগণের যোগসূত্র অতিদ্রুত স্থাপিত হইবার অন্যতম কারণ পিতা আদম আলায়হিছ্‌ছালাম ও পিতৃভূমির স্বাভাবিক আকর্ষণ।

দ্বিতীয় কারণ :—

হিন্দের সহিত আরবগণের বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রাচীনতা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। বিশ্বকোষের লেখকগণ হয্‌রত ঈছার এক শত বৎসর পূর্ব্বকার অবস্থা সম্পর্কে বলিতেছেন,—

The great prosperity of South West Arabia at this time was due in large measure to the fact that the trade from India with Egypt came there by sea and then went by land up the west coast. This trade, was however, lost during this period, as the Ptolemies established an overland route from India to Alexandria.

অর্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিম আরব (হায্‌রেমওৎ ও য়েমেন) অঞ্চলের সুখ সম্পদের প্রধান অন্যতম কারণ সে সময়ে এই ঘটিয়াছিল যে, "হিন্দ ও মিছর-বাণিজ্যে"র সমুদয় পণ্যদ্রব্য সমুদ্র পথে হিন্দ হইতে প্রথমে এই স্থানে নীত হইত, অতঃপর স্থলপথে পশ্চিম উপকূল পর্য্যন্ত বহন করিয়া লওয়া হইত। খৃষ্টপূর্ব্ব ১ শত পনর সনে এই পথের বাণিজ্য মোটামুটি ভাবে বন্ধ হইয়া যায়, কারণ মিছরের টলেমিয় নরপতিগণ এই সময়ে হিন্দ হইতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্য্যন্ত একটী সোজাসুজি স্থল পথ স্থাপিত করিয়াছিলেন। *

ইহা খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১শত পনর বৎসরের কথা, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ গ্রীকগণ কর্ত্তৃক মিছর অধিকার করার পর সত্যই কি আরবের সহিত হিন্দের বাণিজ্য-সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল ?

অ্যালফিনস্টন তাঁহার ইতিহাসে জনৈক গ্রীক ঐতিহাসিকের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, সকল সময়েই হিন্দের উপকূলের জাহাযগুলি য়েমেনের শেবা নগরীতে আসিয়া থাকে এবং তথা হইতে মিছরে পৌছে। †

আর্‌শিমিদ্রাস (Artimidrus) খৃষ্টের একশত বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছেন, য়েমেনের এক শ্রেণীর লোক—পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের লোকদের নিকট হইতে বাণিজ্য-দ্রব্য ক্রয় করিয়া প্রতিবেশীগণের হস্তে দেয় এবং এই ভাবে হাতে হাতে ব্যবসার মাল সিরিয়া ও আল্‌জেরিয়া পর্য্যন্ত পৌছিয়া যায়। ‡

মোটের উপর টলেমিগণের মিছর অধিকারের পরও আরবগণ হিন্দের ব্যবসাবাণিজ্যের নিয়ন্তা—ছিলেন এবং অ্যাল্‌ফিনস্টন সাহেবও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

'সাইক্লোপেডিয়া অফ্ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের লেখক বলেন,—

In Pliny's time Arabs were the Carriers of the Indian trade, Arabia is described in the Periplus as a country filled with pilots, sailors and merchants,

প্লিনির সময় (১১৩ খৃঃ) আরবগণ হিন্দের ব্যবসা বাণিজ্যের পরিচালক ছিলেন। পেরিপ্লাস আরব দেশ সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সমগ্র দেশ জাহায চালক, নাবিক এবং ব্যবসায়ী দলে পরিপূর্ণ। ¶

আমি বলিতে চাই যে, হযরত ইউছুফ আলায়হিছ্‌ছালামের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মার্কোপোলো (১২৫৬—১৩২৩ খৃঃ) ও ভাস্কোডিগামার

* ইবনে বতুতা (২) ১৬৯ পৃঃ।

* Eneyclopaedia Britannica II P, P, 264 11th. Ed,

† Elphinston's History of India I, P. P, 182 [1916].

‡ Dunekers History of Antiquities I, p.p. 310.

¶ সাইক্লোপেডিয়া অফ্ ইণ্ডিয়া II p.p. 161

www.ahlehadeethbd.org

(১৪৬৯—১৫২৪) সময় পর্য্যন্ত হিন্দের বাণিজ্যের মালিক আরবরাই ছিলেন। ফলে আরবে ইছলাম প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দের সহিত তাহার যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল।

তৃতীয় কারণঃ—

হিন্দ অভিযান সম্পর্কে রছুলুল্লাহর (দঃ)—ভবিষ্যদ্বাণী এবং তন্নিমিত্ত ছাহাবাগণকে উৎসাহ—দান।

ইমাম আহ্‌মদ ও নাছায়ী প্রভৃতি আবুহোরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন, তিনি বলেন যে, হিন্দের অভিযান সম্পর্কে রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন। আমি—যদি উক্ত যুদ্ধ পর্য্যন্ত জীবিত থাকি, তাহা হইলে আমি আমার

وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند، فان ادركتها انفق فيها نفسى ومالى، فان اقتل كنت من افضل الشهداء، وان ارجع فانا ابوهريرة المحرر—

ধন প্রাণ উহাতে উৎসর্গ করিব। সেই যুদ্ধে যদি আমি নিহত হই তাহা হইলে শহিদগণের শ্রেষ্ঠ দলের অন্তর্ভুক্ত হইব আর যদি জীবিত অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তণ করি তাহাহইলে আমি মুক্তিপ্রাপ্ত আবু—হোরায়রা। *

ইমাম আহ্‌মদ আবু হোরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমার সুহৃদ সত্যপরায়ণ ও সত্যজীবী রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিলেন, এই উম্মতের লোকেরা সিন্ধে এবং হিন্দে সৈন্য পরিচালনা করিবে। (আবুহোরায়রা বলেন) আমি সে সময় পর্য্যন্ত

حدثنى خليلى الصادق الصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: يكون فى هذه الامة بعث الى السند والهند، فان انا ادركته فاستشهدت فذاك وان انا وان انا

যদি জীবিত থাকি আর সেই যুদ্ধে যদি আমি শহিদ হই, তাহা হইলে আমার মনোবাঞ্ছা সফল হইল। আর যদি..... আর যদি (একটী কথা বলিলেন) আমি ফিরিয়া আসি, তাহাহইলে আমি আবুহোরায়রা মুহাদ্দেছ, আমাকে নরকাগ্নি হইতে মুক্তি দান করা হইয়াছে! *

(فذكر كلمة) رجعت فانا ابو هريرة المحدث، قد اعتقنى من النار—

নাছায়ী ও তাবারানী রছুলুল্লাহর [দঃ] পরিচারক ছওবানের [রাযিঃ] প্রমুখাৎ রেওয়ায়ৎ—করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ [দঃ] বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্য হইতে দুইটী—দলকে আল্লাহ নরকাগ্নি হইতে মুক্তি দিয়াছেন, এক দল, যাহারা হিন্দ অভিযান করিবে, আর এক দল যাহারা হযরত মরইয়মের পুত্র আলায়হিছ্‌ছালামের সাহচর্য্য করিবে। এই হাদিছের ছনদ উৎকৃষ্ট। †

عصابتان من امتى احرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليهما السلام—

রছুলুল্লাহর (দঃ) উপরিউক্ত নির্দ্দেশাবলী ছাহাবাগণকে হিন্দে ইছলামের পয়গাম প্রচারিত ও হিন্দভূমিতে জিহাদ পরিচালিত করার প্রেরণা দান করিয়াছিল এবং শুরু হইতেই তাঁহারা তজ্জন্য উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

উল্লিখিত ত্রিবিধ কারণে আরবগণ ইছ্‌লামের সহিত সম্পর্কিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা হিন্দের সহিত ইছলামের যোগাযোগ স্থাপিত করিয়াছিলেন।

ইছ্‌লামের প্রথম কেন্দ্র সিংহল।

সিংহল বা ছরন্দীপ হিন্দের সর্ব্বশেষ প্রান্তে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ৮৮৫ হিজরী পর্য্যন্ত ভৌগলিক ভাবেও সিংহল হিন্দের সহিত অবিচ্ছিন্ন ছিল এবং পদব্রজে যাতায়াত করা চলিত। উল্লিখিত বৎসরে এক প্রবল সামুদ্রিক ঝটিকার বেগে সংযোজক পাহাড়টী সমুদ্র গর্ভে ধ্বসিয়া পড়ে অতঃপর উহা সম্পূর্ণ রূপে দ্বীপের আকার

* ছুননে নাছায়ী (জিহাদ) প্রথমখণ্ড ৪৯৬ পৃঃ; তারিখ ইব্‌নে কছির ৬) ২২৩ পৃঃ।

* তারিখ ইব্‌নে কছির (৬) ২২৩ পৃঃ।
† নাছায়ী ৪৯৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরিগ্রহ করে এবং নৌকাও জাহাযের সাহায্য ব্যতীত স্থল ভাগের বৃহত্তম অংশ হইতে সিংহলে যাতায়াত বন্ধ হইয়া যায়।

ফেরেশ্‌তা তাঁহার প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থে লিখিয়াছেন, ইছলামের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই আরবগণ সিংহলে গমনাগমন করিতেন আর সিংহলবাসীদেরও আরবে যাতায়াত ছিল। ইছ্‌লামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সিংহলের রাজা ইছলাম ও মুছলমানদের বিষয় জানিতে পারেন এবং ছাহাবাদের সময়েই ৪০ হিজরীতে তিনি ইছলাম গ্রহণ করেন। *

বুযর্গ বিনে শহ্‌রয়ার নামক জনৈক মুছলমান নাবিক ৩০০ হিজরীতে ইরাকের সমুদ্রোপকূল হইতে জাহায পরিচালনা করিয়া হিন্দের পথে চীন ও জাপান পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতেন, তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত 'আজায়েবুল হিন্দ' নামে লিখিয়া যান, এই পুস্তক ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে মুদ্রিত হইয়াছে। বুযর্গ বিনে শহ্‌রয়ার সিংহলে ইছলাম প্রচারিত হইবার এক চিত্তাকর্ষক বিবরণী প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, সিংহলবাসীরা বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা রছুলুল্লাহর (দঃ) আবির্ভাবের বিবরণ অবগত হইয়া জনৈক বিচক্ষণ শ্রমণকে সকল বিষয় উত্তম রূপে তদন্ত করিয়া দেখার জন্য আরবে প্রেরণ করেন। উক্ত ব্যক্তি যখন মদিনায় উপস্থিত হন, তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বর্গারোহন করিয়াছিলেন। হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাযিঃ)ও পরলোকবাসী হইয়াছিলেন। সিংহলের রাজা কর্ত্তৃক প্রেরিত শ্রমণ ইছলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর ফারুকের (রাযিঃ) সন্দর্শন লাভ করেন এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) সম্পর্কে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতেথাকেন। হযরত উমর তাঁহার সকল প্রশ্নের বিস্তৃত জওয়াব প্রদান করেন। বৌদ্ধভিক্ষু প্রত্যাবর্ত্তন কালে মেক্‌রান বা বেলুচিস্তানে মৃত্যু মুখে পতিত হন কিন্তু তাঁহার সহচর সুস্থ শরীরে সিংহলে উপস্থিত হইয়া রছুলুল্লাহ (দঃ), আবুবকর ছিদ্দিক (রাযিঃ) এবং উমর ফারুকের (রাযিঃ) অবস্থা সবিস্তার বর্ণনা করেন। তাঁহাদের অনাড়ম্বর ও সরল জীবনযাত্রা-প্রণালী এবং বিশুদ্ধ জীবনের কথা বলেন, তাঁহারা কিরূপ বিনয়ী ও সদাশয় ছিলেন, কিরূপ ছিন্ন বস্ত্র তালি দিয়া পরিধান করিতেন এবং মছ্‌জিদে শয়ন করিতেন, সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে উল্লেখ করেন। সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সিংহলীরা মুগ্ধ ও ইছলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। *

সিংহলের যে রাজা এবং অন্যান্য যেসকল ব্যক্তি ইছ্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করা, দুঃখের বিষয়—আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়নাই, কিন্তু সিংহলে মুছলমান আরবগণ যে হিজ্‌রতের প্রথম শতক হইতেই বসবাস করিয়া আসিতেছেন, তাহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। বলাযুরী লিখিয়াছেন যে, ইরাকের শাসনকর্ত্তা—হাজ্জাজ বিনে ইউছুফ ছকফীর সময়ে ৯০ হিজ্‌রীতে সিংহলে যে সকল আরব মুছলমান তাহাদের সন্তানবর্গকে অনাথ অবস্থায় রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, সিংহলের রাজা তাঁহাদের স্ত্রীও কন্যাদিগকে একটী জাহাযে তুলিয়া হাজ্জাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। †

এই ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রথম শতাব্দী হিজ্‌রীতেই সিংহলে মুছ্‌লিম উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল এবং আহ্‌লেহাদিছগণের মধ্যে তখন—পর্য্যন্ত ফির্কাবন্দী ও মযহবী গোঠ সৃষ্টি হয়নাই, ছাহাবাগণের সরল ও অবিমিশ্র ইছ্‌লামই সিংহলে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। সিংহলে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আরব বংশ-সম্ভূত মুছলমানগণের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৬০ হাজার।

* তারিখে ফেরেশ্‌তা, ৮ম প্রবন্ধ (২) ৩১১ পৃঃ।

* আজায়েবুল হিন্দ ১৫৫—১৫৭ পৃঃ।

† বলাযুরীর ফতুহুল বুল্‌দান, ৪৩৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ঈদের দিন

আবুল হাশেম।

সে এক ঈদের দিন,
পথ নদী বাহি জনতা বহর
চলিছে বিরামহীন,
হাসি কলরোল উতরোল উচ্ছ্বাস
মুখরিত নীলাকাশ—
আতর গন্ধে বাতাস মেদুর
বহিতেছে মন্থর
আমোদি দিগন্তর।
মাঠে জনতার মেলা
এক ধারে তার ছেলেরা করিছে খেলা
কেউবা পরেছে নতুন রঙিন জামা
রেশমী আমামা শাটিনের পায়জামা
আবা আচকান গায়—
আপনার পানে চায়, ফের তার
সঙ্গীর পানে চায়—

চায় আর ভাবে কাহারে মানায় ভালো
হাসি উচ্ছল উজ্জ্বল দিন করিয়াছে আরো আলো।
একী! তারি এক পাশে!
একটি বালক নীরব নয়নে
অশ্রু সায়রে ভাসে!
এই আনন্দ প্রবাহিণী হ'তে দূরে
শূন্য বেলায় ফেলেছে কে তারে ছুড়ে?
সেদিনের যত ব্যথা—
সারা দুনিয়ার পুঞ্জিত মলিনতা—
বালকের রূপ ধরি,
ঈদের মাঠের এক কোণে বুঝি
রয়েছে মরমে মরি!
নবীজি তখন যেতেছিল পথ বাহি
বালকের মুখে চাহি
অন্তর তলে লাগিল করুণ দোলা
মৌন বালক বিষাদে আত্মভোলা॥

নবীজি তাহার মাথে রাখি হাত
সুধা'ল আদর করে
"সবাই হাসিছে তোর কেন বাছা
নয়নে অশ্রু ঝরে?"
কহিল বালক "নবীজির সাথে লড়ে
মরেছে আমার পিতা
মা আমার গেছে আরেক পতির ঘরে—
মোর স্থান নাই সেথা।
ঐ তো আসিছে ঘনায়ে নিবিড় সাঁঝ
সকলেই যাবে যার যার ঘরে—
আমি যা'ব কোথা আজ?"
নবীজির চোখে অশ্রু উঠিল দুলি
লুকায়ে অশ্রু কহিল তাহারে বদন দু' হাতে তুলি,
"আমি যদি তোর পিতা হই আর
আয়েশা জননী হয়—
ফাতেমা ভগিনী হয় যদি তবে—
বল্‌তো কেমন হয়?"
হাসিল বালক, এত কি কপাল তার?
স্বপ্নের চেয়ে সুন্দর এযে, ভারী যে চমৎকার!

নবীজির হাত ধরে
এল সে নবীর ঘরে
নবীজি তাহারে অর্পণ করি—
আয়েশা মায়ের করে
কহিলেন সব কথা—
জননী তাহারে টেনে নিয়ে বুকে
মুখ হ'তে তার মুছে নিল যত—
বেদনার মলিনতা!
নাওয়াইয়া তারে, খাওয়াইয়া তারে
পরায়ে নতুন বেশ,
কহিল জননী, "যাও দেখি বাছা
খেলা করে এস শেষ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ফিরিল বালক, ছেলেদের দলে—
থেমে গেল কোলাহল
সকলের চোখে জাগিছে প্রশ্ন
অপার কৌতুহল !
কহিল বালক পুলকে মুখর—
যা' কিছু খবর তার
নবীজির কথা ফাতেমার কথা
কাহিণী আয়শা মা'র ।
শুনি সঙ্গীরা যত—
এক স্বরে কয়—"আমরাও যদি
আজিকে তোমার মত,
এতিম হ'তেম ভাইরে
নবী পিতা আর আয়েশা মা হ'লে
আর বল কিবা চাইরে । *"

ইক্‌বালের দৃষ্টিতে নারী

মুহাম্মদ মুছ্‌লিহুদ্দীন, মুমতায ।

সমাজে নারীর স্থান বিষয়ক প্রশ্নটি বড়ই জটিল, আদিকালের পণ্ডিতগণও ইহার সমাধান করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর অতিরিক্ত প্রভাবের ফলে অথবা এই দুই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যাবলীতে নারীকে প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ— করিতে না দেওয়ায় অনেক জাতিকে বিলুপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমান দুনিয়ায় নারীকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্নমুখী চিন্তাধারা গড়িয়া উঠিয়াছে । মহা কবি ইক্‌বাল এই সমস্যার সমাধানে যাহা চিন্তা করিয়াছেন তাহার যৎকিঞ্চিৎ আমরা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

ইক্‌বালের তমদ্দুনি চিন্তাধারার বুনয়াদ ইছলামী শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত, ইছলামী তহ্‌যীব ও ইছ্‌লামী জীবনের প্রতি মুছলমানদিগকে পুনঃ আকৃষ্ট করিয়া দুনিয়ায় আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করাই ছিল ইক্‌বালের চরম ও পরম লক্ষ্য, সুতরাং এই বিষয় চিন্তা করিতে গিয়া কবি যে ইছলামী সমাজ-ব্যবস্থাকেই আদর্শ ব্যবস্থা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি ?

মুছলিম সমাজে নারী পুজনীয়া না হইলেও এক মহৎ ও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইছলামের অনুসরণকারীগণকে নারীর সহিত ভাল ও ভদ্র ব্যবহারের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।— আঁহয্‌রত (দঃ) হজ্জতুল বেদা'য়ের দিন ঘোষণা করিয়াছেন,— "নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, তাহাদের উপর তোমাদের এবং তোমাদের উপর তাহাদের হক রহিয়াছে।" কোরআন পাকের পবিত্র আয়ৎ—'هن لباس لكم وانتم لباس لهن' (তাহারা তোমাদের জন্য আবরণ এবং তোমরাও তাহাদের জন্য আবরণ) দ্বারা নর ও নারী উভয়ের স্কন্ধে সমাজ এবং রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব-ভার অর্পিত হইয়াছে,— "মাতৃপদ তলে তোমাদের বেহেশ্‌ত" আজ হইতে প্রায় চৌদ্দ শত বৎসর পূর্ব্বেই বিশ্ব-নবী (দঃ) ঘোষণা করিয়াছিলেন। আরব তথা সমগ্র বিশ্বে তখন নারী নরের ভোগলিপ্সার উৎকৃষ্ট ইন্ধন বিবেচিত হইত। হয্‌রতের এই বাণীতে

* কবিতায় উল্লিখিত ঘটনার ঐতিহাসিকতা প্রমাণিত নয়। তর্জুমান—সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

দুইটি কথা বুঝান হইয়াছে, মানবসমাজে নারী—যেমন সম্মানিতা ও উচ্চাসনে অধিষ্ঠিতা, ঠিক তেমনি তাহার জীবনের সম্পূর্ণতা মাতৃত্বের পবিত্র গৌরবের মধ্যেই নিহিত, সে যখন মাতৃত্ব লাভ করিবে, তখনই তাহার পদতলে হইবে সন্তানের বেহেশ্‌ত, তৎপূর্ব্বে নয়।—

آنکه نازدبر وجودش کائنات -

ذکراوفرمود باطیب وصلوٰة -

گفت آن مقصودحرف کن فکان -

زیر پائے امہات آمد جنان -

যাঁহার সৃষ্টির জন্য নিখিল বিশ্ব গৌরবান্বিত, সেই রছুল (দঃ) নমায ও সুগন্ধির সমপর্য্যায়ে নারীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সৃষ্টির চরম বিকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলেন যিনি, তিনি বলিয়াছেন, "মাতৃপদতলে বেহেশত্‌ অবস্থিত।"

মুছলিম জাহান আজ মাগ্‌রেবী প্রভাবে প্রভাবান্বিত, নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন সর্ব্বত্র গড়িয়া উঠিতেছে— স্বাধীনতার বিষময় ফল মাগ্‌রেবী দেশগুলিতে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে, খোদ পাশ্চাত্য মনীষীগণ এই ব্যবস্থাকে অপ্রাকৃতিক বলিয়া ভাবিতে শুরু করিয়াছেন, ইকবাল গোড়াতেই এই আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াছেন, তিনি ইহাকে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহার বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় তিনি এই আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহার মতে সামাজিক ঐক্য এবং জাতীয় খুদী বা অহং (اجتماعی خودی) প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব শুধু নরের নয়, নারীরও, নছ্‌লে ইন্‌ছানীকে শুধু বাঁচাইয়া রাখিয়াই নয় বরং নছ্‌লে ইন্‌ছানীকে শক্তি ও চরিত্রের শিক্ষা প্রদান করিয়া নারী ইজ্‌তিমা'য়ী ব্যক্তিত্বকে সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, এবং এই চেষ্টায় সকল রকম ত্যাগ স্বীকার করাই নারীজীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, প্রকৃতি নারীর গঠন ও আকৃতিকে এই কাজের জন্য উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিয়াছে, ইকবাল শুধু মুছলিম নারীকে নয় সমগ্র বিশ্বের নারীকে এই সত্য উপলব্ধি করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। তাঁহার মতানুযায়ী মানুষ হিসাবে পুরুষ ও নারীর মর্তবা এবং অধিকার সমান, কিন্তু দুই জনের কর্ম্মক্ষেত্র (دائرۂ عمل) ভিন্ন ভিন্ন, উভয়েই নিজ নিজ ক্ষমতা ও অধিকার অনুযায়ী পরস্পরের সাহায্য করিয়া মানব সভ্যতার উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিয়া যাইবে নর নারীর ক্ষমতা ও অধিকার যে এক নয়, ইহা ইকবালের মতে স্বতঃসিদ্ধ, তিনি তাঁহার এক বক্তৃতায় এ বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "আমার মতে নর ও নারী সর্ব্ববিষয়ে সমান ক্ষমতার অধিকারী নয়, প্রকৃতি উভয়ের জন্য পৃথক পৃথক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে, উভয়েই আপন আপন কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সমাধা করিতে পারিলেই মানবজাতির কল্যাণ ও উন্নতি সম্ভব। স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারই পাশ্চাত্য-দেশের প্রত্যেকটি ব্যক্তির একমাত্র কাম্য, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তার ক্ষেত্রেও—তাহারা স্বার্থের লড়াই লড়িতেছে, সুতরাং রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে অগণিত সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, আমার অভিজ্ঞতায় এই সময় নারীর——এরূপ স্বাধীনতা আমাদের সমস্যাগুলিকে আরও জটিল করিয়া তুলিবে, কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণই ঘটিবে অধিক, তাছাড়া মানবসভ্যতার উন্মেষ ও শৃঙ্খলাবিধান ইত্যাদি অভিনব প্রশ্নগুলি মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে, জাতীয় জীবনের সঙ্গে নারীর উচ্চশিক্ষার যে সম্পর্ক, তাহাও খুব পছন্দসই হইবে বলিয়া আমি মনে করিনা। মানবাত্মার অন্যতম প্রধান অংশ জাতীয় খুদীর (اجتماعی خودی) সম্পর্ককে এই স্বাধীনতা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিবে।

ইহা সুবিদিত, যে, তথাকথিত নারী স্বাধীনতা স্বাধীন পাশ্চাত্য দেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে, নারীকে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমরনীতি এবং দৈনন্দিন জীবনের সব ক্ষেত্রে পুরুষের সমপর্য্যায়ে আনিয়া দাঁড় করানোই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য, ইকবাল মনে করেন, নারীর স্বভাবকে যদি রাজনীতি, অর্থনীতি, ইত্যাদি দ্বারা কলুষিত করা হয় তাহাহইলে সে তাহার নারীত্ব হইতে বঞ্চিত

www.ahlehadeethbd.org

দুইটি কথা বুঝান হইয়াছে, মানবসমাজে নারী— যেমন সম্মানিতা ও উচ্চাসনে অধিষ্ঠিতা, ঠিক তেমনি তাহার জীবনের সম্পূর্ণতা মাতৃত্বের পবিত্র গৌরবের মধ্যেই নিহিত, সে যখন মাতৃত্ব লাভ করিবে, তখনই তাহার পদতলে হইবে সন্তানের বেহেশ্‌ত, তৎপূর্ব্বে নয়।—

آنکہ نازد بر وجودش کائنات -
ذکر او فرمود با طیب و صلوٰۃ -
گفت آن مقصود حرف کن فکان -
زیر پائے امہات آمد جنان -

যাঁহার সৃষ্টির জন্য নিখিল বিশ্ব গৌরবান্বিত, সেই রছুল (দঃ) নমায ও সুগন্ধির সমপর্য্যায়ে নারীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সৃষ্টির চরম বিকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলেন যিনি, তিনি বলিয়াছেন, "মাতৃপদতলে বেহেশ্‌ত্ অবস্থিত।"

মুছলিম জাহান আজ মাগরেবী প্রভাবে প্রভাবান্বিত, নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন সর্ব্বত্র গড়িয়া উঠিতেছে— স্বাধীনতার বিষময় ফল মাগ্‌রেবী দেশগুলিতে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে, খোদ পাশ্চাত্য মনীষীগণ এই ব্যবস্থাকে অপ্রাকৃতিক বলিয়া ভাবিতে শুরু করিয়াছেন, ইকবাল গোড়াতেই এই আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াছেন, তিনি ইহাকে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহার বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় তিনি এই আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহার মতে সামাজিক ঐক্য এবং জাতীয় খুদী বা অহং (اجتماعی خودی) প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব শুধু নরের নয়, নারীরও, নছ্‌লে ইন্‌ছানীকে শুধু বাঁচাইয়া রাখিয়াই নয় বরং নছ্‌লে ইন্‌ছানীকে শক্তি ও চরিত্রের শিক্ষা প্রদান করিয়া নারী ইজ্‌তিমা'য়ী ব্যক্তিত্বকে সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, এবং এই চেষ্টায় সকল রকম ত্যাগ স্বীকার করাই নারীজীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, প্রকৃতি নারীর গঠন ও আকৃতিকে এই কাজের জন্য উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিয়াছে, ইকবাল শুধু মুছলিম নারীকে নয় সমগ্র বিশ্বের নারীকে এই সত্য উপলব্ধি করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। তাঁহার মতানুযায়ী মানুষ হিসাবে পুরুষ ও নারীর মর্তবা এবং অধিকার সমান, কিন্তু দুই জনের কর্ম্মক্ষেত্র (دائرۂ عمل) ভিন্ন ভিন্ন, উভয়েই নিজ নিজ ক্ষমতা ও অধিকার অনুযায়ী পরস্পরের সাহায্য করিয়া মানব সভ্যতার উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিয়া যাইবে নর নারীর ক্ষমতা ও অধিকার যে এক নয়, ইহা ইকবালের মতে স্বতঃসিদ্ধ, তিনি তাঁহার এক বক্তৃতায় এ বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "আমার মতে নর ও নারী সর্ব্ববিষয়ে সমান ক্ষমতার অধিকারী নয়, প্রকৃতি উভয়ের জন্য পৃথক পৃথক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে, উভয়েই আপন আপন কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সমাধা করিতে পারিলেই মানবজাতির কল্যাণ ও উন্নতি সম্ভব। স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারই পাশ্চাত্য-দেশের প্রত্যেকটি ব্যক্তির একমাত্র কাম্য, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তার ক্ষেত্রেও— তাহারা স্বার্থের লড়াই লড়িতেছে, সুতরাং রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে অগণিত সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, আমার অভিজ্ঞতায় এই সময় নারীর—— এরূপ স্বাধীনতা আমাদের সমস্যাগুলিকে আরও জটিল করিয়া তুলিবে, কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণই ঘটিবে অধিক, তাছাড়া মানবসভ্যতার উন্মেষ ও শৃঙ্খলাবিধান ইত্যাদি অভিনব প্রশ্নগুলি মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে, জাতীয় জীবনের সঙ্গে নারীর উচ্চশিক্ষার যে সম্পর্ক, তাহাও খুব পছন্দসই হইবে বলিয়া আমি মনে করিনা। মানবাত্মার অন্যতম প্রধান অংশ জাতীয় খুদীর (اجتماعی خودی) সম্পর্ককে এই স্বাধীনতা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিবে।

ইহা সুবিদিত, যে, তথাকথিত নারী স্বাধীনতা স্বাধীন পাশ্চাত্য দেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে, নারীকে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমরনীতি এবং দৈনন্দিন জীবনের সব ক্ষেত্রে পুরুষের সম— পর্য্যায়ে আনিয়া দাঁড় করানোই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য, ইকবাল মনে করেন, নারীর স্বভাবকে যদি রাজনীতি, অর্থনীতি, ইত্যাদি দ্বারা কলুষিত করা হয় তাহাহইলে সে তাহার নারীত্ব হইতে বঞ্চিত

www.ahlehadeethbd.org

হইবে, তাহার সেই নারীসুলভ স্বভাব বজায়—থাকিবে না। ফলে সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইবে বিপর্য্যস্ত। কবি বলেন, নারী আফলাতুনের মত দর্শন ইত্যাদিতে পারদর্শী হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবে ইহা তাহার জীবনের চরম উদ্দেশ্য হওয়া অবাঞ্ছনীয়, প্লেটোর মত সন্তানের মাতৃত্ব লাভ করাই তাহার জীবনের কাম্‌য়াবী ও কৃতিত্ব।

وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ
اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سازِ دروں –
شرف میں بڑھکے ثریا سے مشت خاک اس کی
کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں –
مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن
اسی کے شعلہ سے نورِ شرار فلاطون –

"নারীর অস্তিত্ব জীবনের ছবিকে রঙীন করিয়াছে, তাহার বীণার সুরের জন্যই জীবনের আভ্যন্তরীন বীণা বাজিয়া উঠে, তাহার এক মুষ্টি মৃত্তিকার ইয্‌যত ও গৌরব আছমানের উচ্চতম তারকা হইতে অনেক উর্দ্ধেব, কারণ সকল মহত্ব তাহারই ঝিনুকে প্রতিপালিত মুক্তা, যদিও সে প্লেটোর মত দার্শনিক কথোপকথন [Dialogue] লিখিতে পারেনাই কিন্তু প্লোটো তাহারই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের একটী কণা মাত্র।

নারীর উচ্চ শিক্ষার ফল স্বরূপ যদি সে মাতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুক হয়, আমোদ প্রমোদ ইন্দ্রিয় সুখের চরিতার্থতা এবং বিলাস ব্যসনের লোলুপতাই যদি হয় তাহার জীবনের প্রধান মক্‌ছুদ, তবে মানবজাতির পক্ষে ইহা অপেক্ষা অকল্যাণকর অবস্থা আর কিছুই হইতে পারে না, তহযীব ও তমদ্দুনের গুলবাগিচায় এই রূপ পুষ্প কুমারী প্রস্ফুটিত হইলে ইক্‌বালের মতে তাহা কখনও সুশোভন হইবে না।

علم او بار امومت برنتافت
بر سر شاخش بجے اخترنتافت –
ایں گل از بستان ما روئیدہ بہ
داغش از دامان ملت شستہ بہ !

"তাহার শিক্ষা মাতৃত্বের বোঝা বহন করিতে আগুয়ান হয় নাই, তাহার দেহশাখায় কোন উজ্জ্বল তারকা উদিত হয় নাই। এমন ফুল আমাদের বাগানে প্রস্ফুটিত না হওয়াই ভাল, জাতির পরিচ্ছদ হইতে তাহার কলঙ্ক কালিমা বিধৌত করাই উচিত।

কবি ক্ষোভ করিয়া ইয়ুরোপীয় মনীষীকে—জিজ্ঞাসা করিয়াছেন :—

کوئی پوچھے حکیم یورپ سے
ہند و یونان ہیں جس کے حلقہ بگوش –
کیا یہی ہے معاشرت کا کمال
مرد بیکار و زن تہی آغوش ?

"ভারত ও গ্রীস যহার দাসত্ব করিতেছে, সেই—ইয়ুরোপীয় মনীষীকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুক, বেকার পুরুষ আর কোলহীন (আঁটকুড়ে") নারীই কি সমাজ বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম বাহাদুরী?

আল্লামা ইক্‌বাল তাঁহার লিখনী ও বক্তৃতা দ্বারা বার বার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, নর ও নারীর তকমীল বা সম্পূর্ণতা পরস্পরের সহযোগিতা ব্যতীত সম্ভবপর নয়, এই স্বাভাবিক সহযোগিতার প্রয়োজনে পরস্পরের যে মিলন ঘটিতেছে তাহাতেই তমদ্দুনের উপাদান প্রস্তুত হইতেছে। জীবনের এই স্বাভাবিক গতিকে স্বীকার করিয়া উভয়ে নিজ নিজ স্বতন্ত্র পথে অগ্রসর হইতে থাকিলেই তমদ্দুন সৃষ্টির কর্ত্তব্যগুলি সমাধা হইতে থাকিবে, প্রকৃতি নর ও নারীর শক্তি ও সামর্থ্যে বিভিন্নতার সৃষ্টি করিয়া এই বিপুলা ধরণীর বুকে জীবন রহস্যকে বাস্তবময় করিয়া যাইতেছে।

مرد و زن وابستۂ یک دیگراند
کائنات شوق را صورت گراند –
زن نگہ دارندۂ نارحیات
فطرت او لوح اسرارحیات –
آتش ما را بجان خود زند
جوہر او خاک را آدم کند –
درضمیرش ممکنات زندگی
ازتب وتابش ثبات زندگی –

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"নর নারী উভয়ে পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গি ভাবে সম্পর্কিত। উভয়ে মিলিয়া বিশ্ব প্রকৃতির আশা ও আকাঙ্খাগুলির প্রতিমূর্তি গড়িয়া তোলে। নারী জীবন-বহ্নির রক্ষয়িত্রী, তাহার প্রকৃতি জীবন রহস্যের ধারক, আমাদের আগুণকে সে অন্তরে স্থান দেয়, তাহার স্পর্শমণি মৃত্তিকাকে আদমে (মনুষ্যে) পরিণত করে, তাহার হৃদয়ে জীবনের সম্ভাবনাসমূহ গুপ্ত থাকে, তাহার জ্যোতিতে জীবন স্থায়িত্ব লাভ করে।"

ইকবাল হয্‌রত ফাতিমার (রাঃ) জীবনকে নারী জীবনের আদর্শ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কন্যারূপে, মাতৃরূপে, স্ত্রী রূপে নবীতনয়ার জীবনই সমগ্র নারীজাতির আদর্শ।

مزرع تسلیم را حاصل بتول'
مادران را اسوۂ کامل بتول –
آن ادب پروردۂ صبر و رضا –
آسیا گردان ولب قرآن سرا –

"হজরত ফাতিমার জীবন ইছলামি জীবনের—সারৎসার! মাতৃগণের জন্য তাঁহার জীবন একটী পূর্ণতম আদর্শ। ধৈর্য্য ও সন্তোষ নীতির মহান আদর্শে প্রতিপালিত, কঠোর শ্রমে কাঁকাল কালিমা-সিক্ত কিন্তু মুখে তাঁহার কোরআনের গুঞ্জন!

আল্লাহ স্বয়ং যে মানুষের আকাঙ্ক্ষা করেন, যে মানুষ আল্লাহর খলিফা [Vicegerent of God] হওয়ার উপযুক্ত, সেই রূপ মানুষকে জন্ম দেওয়াই নারীর সত্যিকারের মহত্ত্ব।

فطرت تو جذبه‌ها دارد بلند'
چشم هوش از اسوۂ زهرا مبند –
تا حسینی شاخ تو بار آورد'
موسم پیشین بگلزار آورد –

"তোমার প্রকৃতি উন্নত আকর্ষণের ধারয়িত্রী, তুমি তোমার জ্ঞানের চক্ষুকে ফাতিমা (রাঃ) যোহরার আদর্শে নিবদ্ধ কর, যেন হযরত হুছাইনের (রাঃ) মত মহাপুরুষ তোমার শাখায় ফল ধারণ করে এবং আগামী ঋতুতে যেন তাহা জাতির উদ্যানকে সুরভিত করিয়া তোলে।

ইকবাল তাঁহার প্রতিটি বাক্য দ্বারা আত্ম-প্রতিষ্ঠার [খুদীর] বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আত্ম-প্রতিষ্ঠার পথে যে সব সোপান অতিক্রম করিতে হয় উহাদের মধ্যে স্বাধীনতার সোপান প্রধানতম, কাজেই স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন মনে উদিত হয় যে, তাহা হইলে, ইকবাল নারী স্বাধীনতার বিরোধিতা করিতে গেলেন কেন? আসল কথা, ইকবাল তথাকথিত নারী স্বাধীনতাকে নারী প্রগতি বলিয়া মোটেই বিশ্বাস করিতেন না, বরং এই স্বাধীনতা খুদীর পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিবে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, পুরুষকে তাহার শক্তির সাধনা, তাহার গুণাবলীর প্রকাশ ও বিকাশের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা অন্যায় এবং আল্লাহর ইচ্ছা বিরুদ্ধ। তেমনই নারীকে, স্বাধীনতা বা প্রগতির নামে, তাহার কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত করা অযৌক্তিক ও অন্যায়। সমগ্র মানব জাতির বাঁচা-মরার প্রশ্ন নারীর মাতৃত্বের সহিত জড়িত। নারী যদি তাহার এই মহৎ কর্ত্তব্য সুচারু রূপে পালন করে তবে সে তাহার [খুদী] ব্যক্তিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে! তহযীব ও তমদ্দুনের খেদমত করার প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেছে নারী তাহার সতীত্বকে অটুট রাখিয়া মানব গোষ্ঠিকে বৈধভাবে বাঁচাইয়া রাখিবার ও উন্নত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। মাতৃত্ব আল্লাহর রহমত এবং নবুওতের সহিত ইহার সম্পর্ক রহিয়াছে। কবির ভাষায়:—

نیک اگر بینی امومت رحمت است'
زانکه او را با نبوت نسبت است! *

* ডক্টর য়ুছুফ হুছাইনের "রুহে ইকবাল" পুস্তক—অবলম্বনে লিখিত।

www.ahlehadeethbd.org

রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি ঈমান।

(২)

আল্‌মোহাম্মদী

নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য এবং উহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে 'তর্জুমানে'র ৬ষ্ঠ—৭ম যুক্ত সংখ্যায় বিশদ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এই মতবাদকে ভিত্তি করিয়াই ইছ্‌লামের অমরত্ব, রছুলুল্লাহর (দঃ) বিশ্বজনীন নেতৃত্ব ও মুছ্‌লিম জাতির প্রাধান্যের আকিদাগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। ঈমানিয়াতের উক্ত মৌলিক ভিত্তি প্রস্তর খানি নড়িয়া উঠিলে উম্মতে মুছলিমার গগণ-স্পর্শী গৌরব-প্রাসাদ মিছমার হইয়া যাইবে, অপরাপর জাতি এবং ধর্ম্ম আর মুছলিম জাতি ও ইছলাম ধর্ম্মে কোন পার্থক্যই অবশিষ্ট থাকিবে না, কারণ তওহিদের মূল মন্ত্র 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ জগত স্বামীর একত্ব ও সার্ব্বভৌমত্ব সম্পর্কে সকল যুগের সমুদয় মানুষকে এক ও অভিন্ন শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে, যতগুলি ঐশী ধর্ম্ম এবং স্বর্গীয় গ্রন্থ মানব-হস্তে অর্পিত হইয়াছে, সে গুলির মধ্যে, 'তওহিদে'র মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কে কোন তারতম্য নাই।—'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' ছাড়া সমুদয় অতীত জাতির অন্য কোন ইষ্টমন্ত্র যে ছিল না কোরআন তাহা পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করিয়াছে। স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ) কে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, আপনার পূর্ব্বে যত সংবাদবাহক আমি জগতে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাঁহাদের সকলের প্রতি আমি "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ"—ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যাদিষ্ট করি নাই অতএব শুধু আমার দাসত্ব করুন। (আল্‌আম্বিয়া, ২৫ আয়ৎ)। এই ঐতিহাসিক নির্দ্দেশের সাহায্যে প্রতিপন্ন হয় যে, 'তওহিদে'র মূল আদর্শ সম্বন্ধে আল্লাহর সমুদয় বার্ত্তাবাহীর দল সকল যুগে অভিন্ন ছিলেন, এ বিষয়ে রছুলুল্লাহর (দঃ) কোন বৈশিষ্ট্য নাই, অন্যান্য নবী ও রছুলগণের ন্যায় তিনিও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ধারক ও প্রচারক ছিলেন।

وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لااله الا انا فاعبدون

কিন্তু 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, মানব জীবনে তাহার পূর্ণ রূপায়ণ এবং কর্ম্ম জগতে তাহার প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠাকল্পে রছুলুল্লাহ (দঃ) কে নবুওতের বিশাল সাম্রাজ্যে যে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মহিমা মণ্ডিত সর্ব্বোন্নত আসন দান করা হইয়াছে তাহাতে অন্য কোন রছুল ও নবীকে তাঁহার শরিক ও সমকক্ষ করা হয় নাই, রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তি দ্বারা তাঁহার উপরিউক্ত অত্যুন্নত গরিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ধর্ম্ম জগতের আন্তর্জাতিকতা এবং মানবত্বের চরম বিকাশের জন্য নবুওতের চরমত্ব বা 'খত্‌মে-নবুওৎ' যতই আবশ্যক বিবেচিত হউক না কেন—অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কোরআন ও ছুন্নতে-ছহিহায় এই মতবাদের বিদ্যমানতা প্রমাণিত করিতে না পারিলে 'ঈমানিয়াতে'র অপরিহার্য্য বিষয়বস্তু-রূপে উহা গ্রহণ করা সম্ভবপর হইবে না, অতএব নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তি সম্বন্ধে অতঃপর কোর্‌আন ও বিশুদ্ধ ছুন্নতের নিশ্চিত ও দ্ব্যর্থহীন উক্তিসমূহ সংকলিত হইবে।

কোর্‌আনের সাক্ষ্য

আল্লাহর স্পষ্ট নির্দ্দেশ এই যে, হে মুছ্‌লিম জনমণ্ডলী, মোহাম্মদ (দঃ) তোমাদের মধ্যে বয়োপ্রাপ্ত কোন পুরুষের জনক নহেন, পরন্তু তিনি আল্লাহর রছুল এবং সর্ব্বশেষ নবী এবং বস্তুতঃ আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞান-সম্পন্ন।—আল্‌আহ্‌যাব, ৪০ আয়ৎ।

ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شئ عليما ـ

ইমাম হাছানবছ্‌রী ও আছিম বিনে ছুলায়মান

www.ahlehadeethbd.org

আয়তের অন্তর্ভুক্ত খাতম (خاتم) শব্দের 'তা' অক্ষরটীকে বিল্‌ফতহ (যবর দিয়া) পাঠ করিয়াছেন এবং কোর্‌আনের প্রচলিত সংস্করণ সমূহে এই পাঠ অবলম্বিত হইয়াছে কিন্তু কোর্‌আনের অন্য সকল কারী উহাকে বিল্‌কছর—খাতেম পাঠ করিয়াছেন। কোর্‌আনের বিখ্যাত পাঠক-ছাহাবী আবদুল্লাহ—বিনে মছ্‌উদ (রাযিঃ) সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি আয়ৎটী-কে পাঠ করিতেন : ولكن نبيا ختم النبيين অর্থাৎ,—"পরন্তু তিনি নবী, সকল নবীকে সমাপ্ত করিয়াছেন।" ইহাদ্বারা 'খাতেমুন্ নবীঈন' অর্থাৎ যের যুক্ত 'তা' অক্ষরের পাঠ অধিকতর যুক্তিসঙ্গত—বিবেচিত হয়। *

কিন্তু পাঠ-ভঙ্গীর এই পার্থক্যদ্বারা অর্থের ভিতর বিশেষ কোন প্রভেদ সৃষ্টি হয়নাই।

'খাতম' ও 'খাতেম' উভয় শব্দই 'খতম' ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন। আরাবী-ভাষার সর্ব্ববৃহৎ শব্দ-কোষ 'লিছানুল আরবে' আছে,—

ختمه يختمه ختما او ختاما : الا خيرة — طبعه فهو مختوم ومختم شدد للمبالغة والخاتم الفاعل — والختم على القلب ان لايفهم شيئا ولا يخرج منه شئ كانه طبع — وفى التنزيل العزيز : ختم الله على قلوبهم هو كقوله : طبع الله على قلوبهم فلا تعقل ولا تعى شيئا —

'খতম' অথবা 'খেতামে'র অর্থ হইতেছে,—শেষ. যাহাতে সীলমোহর করা হইয়াছে, তাহাকে 'মখ্‌তুম' বলে, আতিশয্যবাচকে 'মুখাত্তম' ব্যবহৃত হয়। 'খতম' ও 'খেতাম'কে কর্ত্তৃবাচকে 'খাতেম' (সমাপক) বলা হইবে। অন্তঃকরণে 'খতম' করার প্রতিক্রিয়া হইতেছে কিছুই বুঝিতে না পারা,—বাহির হইতে কোন কিছু অন্তঃকরণে প্রবেশ না করা এবং হৃদয় হইতে কোন ভাব বা অনুভূতি—উদ্রিক্ত না হওয়া,—যেন অন্তঃকরণে সীলমোহর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোর্‌আনের উক্তি—হইতেছে কোর্‌আনের অপর আয়ৎ "তাবাআল্লাহো আ'লা কলুবিহিম"এর ন্যায়। অর্থাৎ 'খাতামা'—(ختم) ও 'তাবাআ' (طبع)! উভয় শব্দের অর্থ অভিন্ন। "আল্লাহ তাহাদের অন্তঃকরণে সীলমোহর করিয়াছেন"— আয়তের তাৎপর্য্য এই যে, সীল-মোহর করার দরুণ তাহাদের অন্তঃকরণে যেমন বাহির হইতে কিছু প্রবেশ করিতে পারেনা, অন্তঃ-করণ হইতেও তেমনি কিছু বাহিরে নির্গত হয়না। সোজাকথায় তাহাদের অন্তঃকরণ কিছুই বুঝিতে বা প্রকাশ করিতে পারেনা, উহা নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

আবু ইছহাক বলেন, অভিধানে 'খতম' ও 'তবঅ' উভয় শব্দের অর্থ এক। কোন বস্তুকে এ রূপ ভাবে আবৃত করা বা এমন শক্ত ভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া যাহাতে কোন কিছু উহাতে প্রবেশ করিতে না পারে। মৃত্তিকা বা গালার উপর যাহা স্থাপন (অঙ্কিত) করা হয়—অর্থাৎ সীল তাহাকে 'খাতম' (যবর যুক্ত তা) বলে, উহা বিশেষ্য পদ আর যে মৃত্তিকা বা গালা দ্বারা পত্রে সীল অঙ্কিত করা হয় তাহাকে 'খিতাম' বলা হয়।

আঙ্গুরী-শরাবের বোতলের ছিপি আঁটা মুখের মৃত্তিকায় যে সীল থাকে, আল্‌আ'শা তাহাকে 'খতম' বলিয়াছেন : "রক্তবর্ণ আঙ্গুরী শরাবের ভাণ্ড, ইয়া-হুদী বিক্রেতা আসিয়া বাহির করিল, তাহার উপর সীল ছিল"।

وصهباء طاف يهوديها
وابرزها وعليها ختم !

অর্থাৎ বোতলের মুখে সীল অঙ্কিত মৃত্তিকা ছিল। খত-মের অর্থ নিরোধ, পত্রকে গালা দ্বারা আঁটিয়া সুর-ক্ষিত করাকেও খতম বলা হয়, কারণ লেফাফায় সীল মোহর থাকার ফলে পত্রখানি সুরক্ষিত থাকে এবং উহাতে কি লেখা আছে, বাহির হইতে কেহ দেখিতে পায় না।

তা অক্ষরে যবর (আকার) ও যের (একার) দিয়া খাতম ও খাতেম দুই ভাবেই বলা চলে। যাহার দ্বারা সীল-মোহর করা হয়, তাহাকে খাতম—

* জামেউল বয়ান=তফ্‌ছির ইব্‌নেজরির (২২) ১২পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

ও খাতেম দুইই বলা হয়। যাহার দ্বারা সীল-মোহর করা হয়, তাহাকে খতম, খাতেম, খাতম, খাতাম ও খয়তাম (ختم ' خاتم ' خاتام خيتام) বলে। অমুক ব্যক্তি কোরআন 'খতম' করিয়াছে, ইহার অর্থ সে কোরআন শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে।

ইব্নে ছৈয়েদা বলেন, (ختم الشئ يختمه ختما بلغ آخره) কোন বস্তুকে খতম করার অর্থে বলা— হইবে 'খাতামা' সে শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। 'খাতামাল্লাহো লাহু বিল্খায়ের' বাক্যের অর্থ হইল আল্লাহ তাহাকে মঙ্গল মত শেষ পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিন।

প্রত্যেক বস্তুর পরিণতি ও শেষকে খাতম ও খাতেমা বলে। কোর্-আনের কোন ছুরতের শেষকে খাতেমা ও— পানীয়ের শেষকে খিতাম বলা হয়।

وخاتم كل شئ وخاتمته : عاقبته وآخره وخاتمة السورة آخرها وختام كل مشروب اخره —

ফাবুরা বলেন, খাতেম ও খিতাম শব্দদ্বয় সম-অর্থ-বোধক। তফাৎ শুধু এই টুকু যে, খাতেম বিশেষ্য পদ আর খিতাম ক্রিয়া বিশেষ্য—মছ্দর। দলবাচক বিশেষ্য পদে [Collective noun] প্রযুক্ত— হইলে খিতাম, খাতেম ও খাতমের অর্থ হইবে সর্ব্বশেষ।

وختام القوم وخاتمهم وخاتمهم آخرهم ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء

রছুলুল্লাহ (দঃ) কে খাতেমুল আম্বিয়া বলার তাৎপর্য্য তিনি নবী দলের খাতম বা খাতেম অর্থাৎ শেষ। আম্বিয়া দলবাচক বিশেষ্য কারণ নবীগণ একটী দল বিশেষ, সুতরাং উহার জন্য খাতেম বা খাতম প্রযুক্ত হওয়ায় 'খাতমুল আম্বিয়ার' অর্থ দাঁড়াইল নবীগণের শেষ। *

জওহরী তাঁহার ছিহাহ নামক অভিধান গ্রন্থে খতম, খাতম ও খাতেমের অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। †

ফিরোযাবাদী কামুছে লিখিয়াছেন,— প্রত্যেক বস্তুর পরিণতি ও শেষ তাহার খাতেমা।— দলের শেষ ব্যক্তিকে খাতেম বলা হয়। *

و من كل شئ عاقبته وآخرته كخاتمته وآخرالقوم كالخاتم

যমখ্শরী 'আছাছুল বলাগৎ' গ্রন্থে বলেন,— কোর্আন অথবা কোন কার্য্য যখন শেষ হয় বা উহার পরিসমাপ্তি ঘটে তখন তাহাকে 'খতম' বলা হয়।—

ختم القرآن وكل عمل اذا اتمه وفرغ منه والتحميد مفتتح القرآن والا ستعاذة مختتمة

কোরআনের সূচনা আল্হামদো লিল্লাহ এবং উহার খতম 'কুল আউযো' দ্বারা হইয়াছে। †

'মুন্তাহাল আরব' নামক অভিধান গ্রন্থে আছে, প্রত্যেক বস্তুর শেষ ও চরমকে এবং দলের শেষ ব্যক্তিকে খাতেম ও খাতম বলে। এই অর্থে মোহাম্মদ রছুলুল্লাহ (দঃ) খাতমুল আম্বিয়া। ‡

خاتم : وآخر هر چيز وپايان أن ' وآخر قوم ' و خاتم بالفتح مثله ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء

'ছুরাহ' নামক অভিধানে বলা হইয়াছে,—— সীল করা ও শেষ করাকে খতম বলে, যেমন কথিত হয়, (ختم الله له بالخير) আল্লাহ তাহাকে মঙ্গল মত শেষ পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিন। কোর্আনকে শেষ পর্য্যন্ত পড়ার কার্য্যকেও খতম বলে। কোন কার্য্য শেষ পর্য্যন্ত করিয়া উঠাকে ইখ্তিতাম বলে, ইহা ইফ-তিতাহের বিপরীত। কোন বস্তুর শেষকে খাতেমা বলা হয়। এই অর্থে রছুলুল্লাহ (দঃ) খাতম বা খাতে-মুল আম্বিয়া ছিলেন। যে মাটি, মোম বা গালার উপর সীল মারা হয় তাহাকে 'খিতাম' বলে।— আল্লাহর উক্তি (ختامه مسك) 'খিতামুহু মিছক' এর অন্তর্ভুক্ত 'খিতাম' শব্দের অর্থ হইতেছে—— শেষ। ¶

'মাজ্মাউল বিহার' নামক হাদিছ অভিধানে আছে, একটী— فنظرت الى خاتم النبوة

* লিছানুল আরব (১৫) ৫৩—৫৫ পৃঃ।
† ছিহাহ (২) ২৭৯ পৃঃ।

* কামুছ (৪) ১০২ পৃঃ।
† আছাছ (১) ১৪১ পৃঃ।
‡ মুন্তাহাল আরব (১) ৪৯৫ পৃঃ।
¶ ছুরাহ, ৪৬৭ পৃঃ।

হাদিছে কথিত হইয়াছে—অতঃপর আমি 'খাতেমে নবুওতে'র প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম, এস্থলে—যের যুক্ত তা—খাতেমের অর্থ হইল খতমকারী। খতমের অর্থ হইতেছে শেষ করা, ফতহা যুক্ত তা—খাতম সীলকে বলে, অর্থাৎ এমন বস্তু যাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) পর আর কোন নবী নাই। হাদিছের استودع الله امانتك একটী দোআর অন্তর্ভুক্ত وخواتيم عملك — 'খাওয়াতিম' শব্দের অর্থ হইতেছে শেষ ভাগের। রছুলুল্লাহর (দঃ)— اوتيت جوامع الكلم আদেশ হাদিছের অন্ত- وخواتمه — র্গত 'খাওয়াতেম' শব্দের তাৎপর্য্য কোর্‌আন, কারণ উহার দ্বারা ঐশী গ্রন্থ সমূহ শেষ করা হইয়াছে। হাদিছে কথিত 'খাওয়াতিমের কির্‌আত' এর অর্থ হইতেছে—ছুরতের শেষাংশ। আল্লাহর উক্তি—(ختامه مسك) 'খিতামুহু মিছক' এর অর্থ হইতেছে বোতলের ছিপিতে কস্তুরীর প্রলেপের উপর সীল এবং পানীয়ের শেষ আস্বাদ কস্তুরীর হইবে। খাতম ও খাতেম রছুলুল্লাহর (দঃ) অন্যতম দুই নাম। তা অক্ষরে যবর যুক্ত খাতম বিশেষ্য পদ, অর্থাৎ নবীগণের শেষ এবং তা অক্ষরে যের যুক্ত খাতেম কর্ত্তৃবাচক বিশেষ্য অর্থাৎ নবীগণের শেষকারী। *

ইমাম রাগেব ইছফেহানি বলেন,— রছুলুল্লাহ (দঃ) নবুওৎকে খতম وخاتم النبيين لانه ختم করিয়াছেন বলিয়া— النبوة اى تممها بمجيئه — তিনি খাতমুন্ নবীঈন। অর্থাৎ তাঁহার আগমন দ্বারা নবুওৎ শেষ হইয়াছে। ক

ইমাম আবুবকর ছিজ্‌তানি বলেন,—খাতমুন্ নবীঈনের অর্থ আখেরুন নবীঈন। ক

ফাদার লুইস তাঁহার অভিধানে লিখিয়াছেন, কোন বস্তুর বা তাহার উপর খতম, খত্‌ম, বা খিতামের অর্থ তাহার উপর সীল করা, কার্য্যের খতমের অর্থ উহা সম্পূর্ণ পড়িয়া ফেলা, পাত্র খতম করার অর্থ মৃত্তিকা দ্বারা উহা বন্ধ করা। খাতম ও খাতেম উভয় উচ্চারণে ব্যবহৃত, যাহার দ্বারা খতম করা হয়, প্রত্যেক বিষয়ের শেষ। *

এড্‌ওয়ার্ড উইলিয়ম লেন তাঁহার লেক্সিকনে 'খাতম' ও খাতেমের নিম্ন লিখিত অর্থ গুলিও সংযোজিত করিয়াছেন,—

The furthest part of a valley, উপত্যকা ভূমির শেষ প্রান্ত; The last of a Company of men এক দল মানুষের শেষ ব্যক্তি। খাতম বা খাতেমুন নবীঈনের অর্থ লিখিয়াছেন The last of the prophets—পয়গম্বরগণের শেষ। ক

দ্বিতীয় মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানি বলেন, আমার এই পদযুগল এমন এক উচ্চ আলোক স্তম্ভের উপর—প্রতিষ্ঠিত, যে স্থানে সকল উচ্চতা খতম হইয়া গিয়াছে। ক পুনশ্চ বলিয়াছেন, আমাদের নবী—খাতেমুন নবীঈনের পর আল্লাহ আর কোন নবী পাঠাইতে পারেন না এবং নবুওতের ছিলছিলা বিচ্ছিন্ন হইবার পর পুনরায় উহা সংঘটিত হইতে পারে না। ¶

ان قدمى هذه على منارة ختم عليها كل رفعة —

ما كان الله ان يرسل نبيا بعد نبينا خاتم النبيين وما كان ان يحدث سلسلة النبوة ثانيا بعد انقطاعها —

মীর্যা ছাহেব আরও লিখিয়াছেন,—

الله تعالى وہ ذات ہے جو رب العالمين ہے او ر رحمن او ر رحيم ہے — جس نے زمين او ر آسمان کو چه دن مين بنايا او ر آدم کو پيدا کيا او ر رسول بهيجے او ر کتابين بهيجين او ر سب کے آخر حضرت محمد مصطفے صلے الله عليه وسلم کو پيدا کيا جو خاتم الانبياء او ر خير الرسل تهے —

* মাজ্‌মাউল বিহার (১) ৩২৯—৩৩০ পৃঃ।
ক মুফ্‌রদাতুল কোর্‌আন, ১৪২ পৃঃ।
ক নয্‌হাতুল কলুব (১) ২৪৭ পৃঃ।
* মুনজিদ, ১৬৪ পৃঃ।
ক লেক্সিকন (২) ৭০৩ পৃঃ।
ক খুৎবায় ইল্‌হামিয়া, ২৩ ও ৩৫ পৃঃ।
¶ আঈনায় কামালাৎ ৩৭৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

তিনি সেই আল্লাহ, যিনি সকল বিশ্বের প্রতিপালক এবং দয়ালু ও কৃপানিধান। যিনি ছয় দিবসে পৃথিবী ও আকাশ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং আদমকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং রছুলদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং গ্রন্থসমূহ পাঠাইয়াছেন এবং সকলের শেষে হযরত মোহাম্মদ মুছতফা (দঃ) কে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি খাতেমুল আম্বিয়া এবং রছুলগণের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। *

এগারখানা প্রামান্য অভিধান এবং জাহেলী ও ইছলামী যুগের আরাবী ভাষাবিদগণের উক্তির সাহায্যে সাব্যস্ত হইল যে, আরাবী সাহিত্যের প্রয়োগ অনুসারে খাতম বা খাতেমুন নবীঈনের অর্থ নবীগণের শেষ বা নবীগণের সমাপ্তকারী ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। ফার্‌রা, ফিরোযাবাদী ও লেন প্রভৃতি স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, 'খাতম' বা 'খাতেম' শব্দ মানুষের কোন দলের উপর প্রযুক্ত হইলে উহার একমাত্র অর্থ হইবে দলের শেষব্যক্তি। নবীগণ মানবীয় দল বিশেষ, সুতরাং—তাঁহাদের খাতেম যিনি, তিনি তাঁহাদের দলের শেষব্যক্তি। অতএব সাহিত্যিক রুচিসম্পন্ন কোন ব্যক্তির পক্ষে 'খাতমুন্‌নবীঈনে'র 'নবীগণের শেষ' ছাড়া অন্যকোন অর্থ করা সম্ভবপর নয়। আভিধানিক ভাবে 'খতম' 'খাতম' ও 'খাতেম' প্রভৃতির যতগুলি ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, সমস্তই উক্ত অর্থের পরিপোষক ও সমর্থক। আভিধানে মূলতঃ 'খতমে'র অর্থ করা হইয়াছে কোন বস্তুকে এরূপ ভাবে অবরুদ্ধ করা যেন বাহিরের কিছু উহাতে প্রবেশ করিতে অথবা ভিতর হইতে কিছু নির্গত হইতে না পারে। 'খতমে'র এই অর্থকে অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় পর্য্যায়ে উহার ব্যাখ্যা হইয়াছে—কোন বস্তুকে আবদ্ধ করিয়া উহার মুখে সীল অঙ্কিত করা। সীল মোহরের চিহ্ন ইহার নিদর্শন যে, উহার অভ্যন্তর ভাগ হইতে কিছু বাহির হইয়া যায়নাই এবং বাহিরের কোন কিছু আভ্যন্তরীণ বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইতে পারে নাই। যেহেতু সীল মোহর করার কাজ সর্ব্বশেষে সম্পাদিত হয় তাই তৃতীয় পর্য্যায়ে খতমের অর্থ হইয়াছে—সর্ব্বশেষ বা চরম। কোরআনের বিভিন্ন স্থানে 'খতমে'র উল্লিখিত ত্রিবিধ ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়।

ছুরত-ইয়াছিনে বলা হইয়াছে,—অদ্য (কিয়ামতের দিবসে) আমরা اليوم نختم على افواههم তাহাদের মুখে খতম وتكلمنا ايديهم — সীল লাগাইব এবং তাহাদের হস্তগুলি আমাদের সহিত কথা বলিবে (৬৫ আয়ৎ)। এই আয়তে 'খতমে'র অর্থ যে বন্ধ করিয়া দেওয়া তাহা সুস্পষ্ট। বাক্যালাপের ইন্দ্রিয় হইতেছে মুখ, সুতরাং মুখে সীল মারার তাৎপর্য্য হইতেছে বাক্‌রুদ্ধ করা। মুখ বন্ধ করার ফলে মুখের পরিবর্ত্তে কিয়ামতে হস্ত কথা বলিবে। আল্‌বাকারাহ ছুরতে আছে—আল্লাহ তাহাদের অন্তঃকরণে ختم الله على قلوبهم وعلى এবং তাহাদের কর্ণে سمعهم وعلى ابصارهم খতম সীল মারিয়া غشاوة — দিয়াছেন এবং তাহাদের চক্ষুতে আবরণ রহিয়াছে (৭ আয়ৎ)। হৃদয়ে ও শ্রবণেন্দ্রিয়ে সীল করার দরুণ বাহিরের উপদেশ ও হিদায়ৎ তাহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেনা। অনুভূতি অর্জ্জনের প্রধান ইন্দ্রিয় চক্ষুও তাহাদের আবৃত রহিয়াছে। কর্ণে ও হৃদয়ে সীল মোহর করার কথা ছুরত-আল জাছিয়াতেও উক্ত হইয়াছে——এবং আল্লাহ তাহাদের কর্ণে ও وختم على سمعه وقلبه — হৃদয়ে খতম সীল মারিয়া দিয়াছেন (২৩ আয়ৎ)। অর্থাৎ তাহাদের কর্ণকুহরে আল্লাহর রছুলের (দঃ) দাওয়াতের কোন শব্দ প্রবেশ করেনা এবং তাঁহার উপদেশের কোন প্রতিক্রিয়া তাহাদের মনে উদয় হয় না।

'খতমে'র দ্বিতীয় অর্থের প্রয়োগ ছুরত-আত্‌ তৎফিফে দেখিতে পাওয়া যায়। আল্লাহর নির্দ্দেশ যে, বেহেশ্‌তী-দিগকে يسقون من رحيق مختوم সীল করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করান হইবে (২৫ আয়ৎ)। সীলমোহর করার তাৎপর্য্য এই যে,—উহা বন্ধ থাকিবে এবং সীলমোহর উহার বিশুদ্ধতার

* হাকিকাতুলওয়াহী ১৪১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

নিদর্শন হইবে। ইহার পরবর্ত্তী আয়তে বলা হইয়াছে,—মৃত্তিকা বা গালার ختامه مسك পরিবর্ত্তে উহার সীল হইবে কস্তূরীর অথবা উক্ত পানীয় পান করার প্রত্যেক ঢোকের শেষে কস্তূরীর সুবাস উপলব্ধ হইবে (২৬ আয়ৎ)।

ফলকথা, 'খতমে'র সমুদয় অর্থের অনিবার্য্য তাৎপর্য্য অবরুদ্ধ বা সমাপ্ত করা ছাড়া যে অন্য কিছু নয়—হইতে পারেনা, কোর্‌আনের নিজস্ব প্রয়োগ আরাবী সাহিত্য এবং অভিধানের সাহায্যে আমরা তাহা অকাট্য এবং সন্দেহাতিতভাবে প্রমাণিত—করিয়াছি। অতএব 'খাতমুননবীঈন' এর অর্থ নবীগণের সমাপ্তকারীছাড়া আর কিছুই নয়। কোর্‌আন ও আরাবী সাহিত্যের সহিত যাহার—কিঞ্চিন্মাত্রও যোগাযোগ আছে, সে এই অর্থ স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইবে। 'খাতেমে'র প্রসিদ্ধ পাঠ গ্রহণ করিলে 'খাতেমুন্ নবীঈন' এর অর্থ হইবে নবীগণের অবরুদ্ধকারী বা সমাপ্তকারী। দ্বিতীয় কির্‌আৎ সূত্রে 'খাতমুননবীঈন' পাঠ করিলে উহার অর্থ হইবে—নবীগণের সীল বা শেষ। সীলকরার পর পত্র বা পাত্র যেমন উন্মোচন করা যায়না এবং ভিতরের বস্তু বাহির হইতে পারেনা এবং বাহিরের নূতন কিছু ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেনা, তেমনি মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) কে নবীগণের সীল—করিয়া প্রেরণ করায় নবুওতের নিরবচ্ছিন্নতা চিরতরে অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। নবুওতের সীলরূপে রছুলুল্লাহর (দঃ) আগমন ঘটায় আর কোন নূতন ব্যক্তির পক্ষে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নবীগণের দলে প্রবেশ লাভ সম্ভবপর নয়।

'খাতমননবীঈনে'র আভিধানিক ব্যাখ্যার—সহিত রছুলুল্লাহর (দঃ) নিজস্ব উক্তিসমূহের সুসঙ্গতি ও সামঞ্জস্য আগামী সংখ্যা হইতে সবিস্তার আলোচিত হইবে।

والله المستعان وعليه التكلان –

শ্রীহট্টের সভ্যতা ও কৃষ্টি

[সৈয়দ মোস্তাফা আলী]

আজাদী লাভের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহট্ট পূর্ব্ববঙ্গ ভুক্ত হইয়াছে। শ্রীহট্ট আসামের বৃহত্তম জেলা ছিল। শ্রীহট্টের জন সংখ্যা ৩৫ পঁয়ত্রিশ লক্ষ। এক মাত্র ময়মনসিংহ ছাড়া, পূর্ব্ব বঙ্গে বোধ হয় এত জনবহুল জেলা নাই। বঙ্গদেশ, পূর্ব্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গ এই দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। অখণ্ড বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা ছিল। সুতরাং পূর্ব্ব বঙ্গের সমস্ত জেলাই বাঙ্গালীর কাছে সুপরিচিত ছিল। কিন্তু শ্রীহট্টের সঙ্গে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক বা ভৌগলিক কোন—সংযোগ ছিল না।

বিদেশী আন্দোলনের প্রাক্কালে, বঙ্গদেশ—বাঙ্গালা ও পূর্ব্ব বঙ্গ ও আসাম এই দুইটী প্রদেশে বিভক্ত হয়—তখন রাজসাহী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ ঢাকা বিভাগ ও আসামের ১২ টী জেলা নিয়া সুরমা উপত্যকা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এই দুই বিভাগ মোট ৫টী বিভাগ নিয়া পূর্ব্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হয়। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের জন্য এই বিভাগ ক্ষণস্থায়ী হয় ও সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে বঙ্গদেশ পুনরায় যুক্ত করা হয় ও ১২ টী জিলা নিয়া আসাম পুনরায় পৃথক প্রদেশে পরিণত হয়। অল্প

www.ahlehadeethbd.org

কালস্থায়ী বঙ্গ ভঙ্গের সময় কতক বাঙালী কর্ম্মচারী চাকুরী ব্যপদেশে শ্রীহট্টে আসেন ও শ্রীহট্টের কতক চাকুরিয়া বাঙ্গালায় চাকুরী করিতে যান—কিন্তু বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হওয়ার সঙ্গেই প্রায় সকলেই নিজ নিজ প্রদেশে ফিরিয়া যান। এই জন্যই শ্রীহট্ট সম্বন্ধে সাধারণ বাঙ্গালীর জ্ঞান অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। অন্য পরে কা কথা—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ১৯১৯ ইংতে শ্রীহট্ট যান—তখন বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করার পূর্ব্বে এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, শ্রীহট্টের লোক বাঙ্গালা ভাষা বুঝিবে কিনা? পরে শ্রীহট্টের লোকের রচিত অভ্যর্থনা সঙ্গীত ও বেহালা বাদন শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হন ও নিজের ভ্রামাত্মক ধারণা বদ্‌লাইতে বাধ্য হন।

পাকিস্তান লাভের পর গণভোটের দ্বারা—শ্রীহট্টকে পূর্ব্ববঙ্গ ভুক্ত করা হইয়াছে। অখণ্ড বঙ্গে বাঙ্গালী হিন্দু সর্ব্বক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন—সুতরাং দেশ বিভাগের পর যখন শতকরা নিরান্নব্বই জন হিন্দু চাকুরিয়াই পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া গেলেন, তখন পূর্ব্ববঙ্গীয় মুসলমানদের ধারণা হইয়াছিল—যে গোটা পূর্ব্ববঙ্গই এখন তাঁহাদের ভোগ্য—এমন সময়ে—শ্রীহট্টের পূর্ব্ববঙ্গ ভুক্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহট্ট হইতে অনেক মুসলমান কর্ম্মচারী নানা বিভাগে প্রবেশ করেন। একমাত্র শাসন বিভাগে পূর্ব্ববঙ্গের ১৬ জেলায় ৯৬ জন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন—কিন্তু কেবল শ্রীহট্ট হইতেই আসাম গেজেটের এক বিজ্ঞপ্তিতে ২৪ জন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ব্ব বঙ্গে চলিয়া আসেন। ইহাতে স্বভাবতঃই শ্রীহট্ট সম্বন্ধে একটা বিরূপ ভাব দেখা দেয়। অন্যান্য বিভাগেও শ্রীহটের অসংখ্য চাকুরীয়া প্রবেশ লাভ করেন। পরে এমন একটা ভাবের সৃষ্টি হয় যেন শ্রীহট্টিয়ারা উড়িয়া—আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে।

দুঃখের বিষয় শ্রীহটের সভ্যতা ও কৃষ্টি সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাইদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকায় তাঁহাদের মনে ইত্যাকার ভ্রামাত্মক ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। বিশেষতঃ ইসলাম ধর্ম্ম আসিয়াছিল পশ্চিম হইতে—মুসলিম সভ্যতার প্রসার হইয়াছিল পশ্চিম হইতে— আর শ্রীহট্ট সর্ব্বপূর্ব্বে অবস্থিত বলিয়া অনেকেরই বিরূপ ধারণা ছিল— এত পূর্ব্বে অবস্থিত ভূমিতে সভ্যতা ও কালচার হয়তো প্রবেশ করে নাই।

এই প্রবন্ধে আমার বন্ধুদের এই ভ্রমাত্মক ধারণা নিরসনের প্রয়াস পাইব। ভুলত্রুটী হয়তো হইতে পারে— যদিই বা কোন ভুলত্রুটী হয়, আশাকরি সুধীগণ আমার ভ্রম সংশোধন করিবেন।

শ্রীহট্টের কথা বলিতে গেলেই বলিতে হয় হজরত শাহ্‌জালাল মুজর্‌রদ ইয়ামানির কথা, যাঁহার মাজার-শরীফ শ্রীহট্ট সহরের বুকে আজিও হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে অগণিত লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করিতেছে। আজিও শ্রীহট্টের লোক হর্ষে বিষাদে 'বাবা শাহজালাল' বলিয়া তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিয়া থাকে। আমি পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও দেখিয়াছি যে পরলোকগত জুয়ারমল তুষ্কিয়াল, (যিনি লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া শ্রীহট্ট আসেন ও নিজ জীবনে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি অর্জ্জন করতঃ শ্রীহট্টের অন্যতম ধনী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন) প্রত্যহ নিজ হস্তে অসংখ্য রেজকী দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতেন ও প্রত্যেকবার 'বাবা শাহজালাল' 'বাবা শাহজালাল' বলিয়া ভক্তিভরে শ্রীহট্ট সহরের উত্তর দিকে স্থিত ঐ মাজার শরীফের দিকে লক্ষ্য করিয়া করযোড়ে ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা জানাইতেন। আজিও শ্রীহট্টের লোক বিপদে পড়িলে হজরত শাহজালালকে স্মরণ করিয়া থাকে। কত খুনী, ডাকাত কত বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া হজরত শাহজালালের দরগায় গিয়া ধর্ণা দিয়া পড়িয়া থাকে—হজরতের পূতপবিত্র আত্মার বরকতে কত পাপী তাপী, কত দুঃখ হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। হজরত খাজা মইনুদ্দীন চিশতির দরগাহ শরীফ যেরূপ সারা অখণ্ড ভারতের শ্রদ্ধা পাইয়াছে— তেমনি হজরত শাহজালালের মাজার শরীফ শ্রীহট্টবাসীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা পাইয়াছে ও পাইয়া আসিতেছে। * প্রায় ছয়শত

* শ্রীহট্টের দেওমহলে যাঁর সমাধি আছে ঐতিহাসিকগণ

[অবশিষ্টাংশ ৪৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

www.ahlehadeethbd.org

বৎসর পূর্ব্বে হজরত শাহজালাল ৩৬০ জন অনুচর সহ শ্রীহট্টে আসেন ও তখনই শ্রীহট্ট মুসলমানদিগের অধিকৃত হয়—হজরত শাহজালালের অনুচর ৩৬০ জনই দরবেশ বা আউলিয়া ছিলেন—হজরত শাহজালাল নিজে অকৃতদার ছিলেন—তিনি তাঁহার অনুচরগণকে ইসলাম প্রচারের জন্য শ্রীহট্ট জেলার বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করেন। অনেকেই কর্ম্মস্থলে বিবাহ ইত্যাদি সংসার ধর্ম্ম পালন করেন ও অনেকেই নিজ নিজ কর্ম্মস্থলে ওফাত পান—ইঁহাদের বংশধরগণ সমস্ত শ্রীহট্ট জেলা জুড়িয়াই আছেন। দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত এই ৩৬০ জন আউলিয়ার জীবনী ও কর্ম্মবৃত্তান্ত সংগৃহীত হয় নাই। অনেক চেষ্টা করিয়াও এগুলো সংগৃহীত করা সম্ভব হয় নাই। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রত্নতাত্ত্বিক মৌলভী সৈয়দ মোর্ত্তাজা আলী ৩৬০ জন আউলিয়ার মধ্যে মাত্র ১৩৭ জন আউলিয়ার জীবনী ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৩৪৭ সালের ভাদ্র ও আশ্বিন এই দুই সংখ্যার মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাঁহার প্রবন্ধে তিনি দেখাইয়াছেন যে শ্রীহট্টের অনেক প্রসিদ্ধ অধিবাসী ঐ আউলিয়াদের বংশধর। শ্রীহট্টে মুসলিম সংস্কৃতি ও কালচারের বুনিয়াদ হজরত শাহজালাল ও তাহার অনুচরগণ।

এখন আমি হিন্দু কালচারের কিছুটা আলোচনা করিব। শ্রীচৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ী শ্রীহট্ট সহর হইতে ১৫ মাইল পূর্ব্বে ঢাকা দক্ষিণ পরগণার ঠাকুর বাড়ী নামক স্থানে ছিল। শ্রীচৈতন্য একবার পিতৃভূমি দর্শনের জন্য শ্রীহট্ট আসেন। পণ্ডিত প্রবর রঘুনাথ শিরোমণির বাড়ীও শ্রীহট্ট জেলায়েই ছিল।

পুরাণে উল্লিখিত আছে—সতীদেহ বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে বাআন্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়—ও যে যে স্থানে এক এক খণ্ড পতিত হয় সেই সেই স্থান, উত্তর কালে হিন্দুর পীঠস্থানে পরিণত হয়। সমস্ত শ্রীহট্ট জুড়িয়া ৪। ৫ টী স্থান আছে যেগুলি আজও পীঠস্থান বলিয়া হিন্দু জনসাধারণের ভক্তিঅর্ঘ্য পাইয়া আসিতেছে। বালিশিরার নির্ম্মাইশিবের বাড়ী, লাউড়ের পাহাড়ের পণাতীর্থ, বুরুঙ্গার মহাদেবের বাড়ী প্রভৃতি

তাঁহাকে শাইখ জালালুদ্দীন তব্রেযী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি খওয়াজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তি আজমিরীর (৫৩৭—৬৩৩ হিঃ) সমসাময়িক এবং শাইখ শেহাবুদ্দীন ছুহ্‌রাওয়ার্দীর শিষ্য ছিলেন। শাইখ ছুহ্‌রাওয়ার্দীর খলিফা শাইখুল ইছ্‌লাম বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুল্‌তানি (——৬৬১ হিঃ)ও খাওয়াজা আজ্‌মিরীর খলিফা খওয়াজা কুত্‌বুদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকী (——৬৩৩) শাইখ জালালের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং বখ্‌তিয়ার কাকীর সময়েই তিনি দিল্লী আগমন করেন। একদা শাইখ ফরিদুদ্দীন আত্তারের সন্দর্শন লাভ করিয়া শাহজালাল এরূপ মোহিত হন এবং এরূপভাবে তাঁহার প্রশংসা করিতে থাকেন যে, অতঃপর তিনি শাইখ বাহাউদ্দীনের বিরাগভাজন হইয়া পড়েন। কথিত আছে—শাহ জালাল শাইখ ফরিদের হস্তবিচ্যুত ডালিমের একটী দানা কুড়াইয়া খাইয়া 'কামাল' অর্জ্জন করিয়াছিলেন! দিল্লীতে অবস্থানকালে তিনি দিল্লীর শাইখুল ইছ্‌লাম নজ্‌মুদ্দীন ছুগ্‌রার কোপদৃষ্টিতে পতিত হন, তিনি শরায়ী ওজুহাতে শাইখ জালালকে দিল্লী ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করেন। শাহ জালালের জন্ম বা মৃত্যুর সঠিক তারিখ আমি অবগত হইতে পারি নাই। আনুমানিক সপ্তম শতাব্দী হিজরীর মধ্যভাগে দাসবংশধরগণের রাজত্বকালে তিনি দিল্লী ছাড়িয়া বাঙ্গালা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। শাহ জালাল ৭ বৎসর পর্য্যন্ত বুখারা শহরে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় কঠোর সাধনায় মশগুল থাকেন, তিনি পারস্য ও হিন্দের বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন। দিল্লী ত্যাগ করার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, এই শহরে প্রবেশ করার কালে আমি খাঁটী সোনা ছিলাম, এক্ষণে রূপা হইয়াছি, ভবিষ্যতে যে কি হইব কে জানে? খওয়াজা নিযামুদ্দীন আওলিয়া বলেন, শাহ জালাল সর্ব্বাপেক্ষা কামেলগুরুগণের অন্যতম ছিলেন। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় যাঁহাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ইছ্‌লাম প্রচারিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে শাহ জালাল তব্রেযীর স্থান বহু উর্দ্ধে। গায়রুল্লাহর পূজাকে কুফ্‌রস্তান হইতে উৎপাটিত করিয়া আল্লাহ ওয়াহেদ ও কাইয়ূমের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা কল্পে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া যে মহাত্যাগী মুবাল্লিগে-ইছ্‌লাম পারস্যের তব্রেয হইতে আসিয়া বাঙ্গালার শ্রীহট্টে অনন্ত নিদ্রায় শায়িত আছেন, অদৃষ্টের কি কঠোর পরিহাস, শ্রীহট্টবাসীরা তাঁহাকেই ইষ্টদেবতারূপে—গ্রহণ করিয়াছে এবং তাঁহার কবরের পূজাকে তাঁহার ত্যাগ ও সাধনার পুরস্কার মনে করিতেছে! (তর্জুমান—সম্পাদক)।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অতিপুরাতন তীর্থস্থান। ইহা ছাড়া বিসঙ্গলের আখড়া ঢাকাদক্ষিণের মহাপ্রভুর বাড়ী, ফালজুরের কালী বাড়ী, জৈন্তার জৈন্তেশ্বরের বাড়ী শ্রীহট্টে হিন্দুদের অতি সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ কেন্দ্র।

সুতরাং শ্রীহট্ট হিন্দু মুসলমান কালচারের অতি-সুপ্রাচীন ক্ষেত্র। গঙ্গা যমুনার ন্যায় এই উভয় কালচারের ধারা এক সঙ্গে প্রবাহিত হইয়াছে।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

তর্জুমানুল হাদিছ সম্বন্ধে অভিমত

পাবনা-কুষ্টিয়ার ডিস্ট্রিক্ট সেশন জজ **আলি জনাব মওলবী রশিদুল হাছান ছাহেব** এম, এ-বি, এল তর্জুমানুল হাদিছের কয়েক সংখ্যা পাঠ করিয়া সম্পাদককে নিম্ন-মুদ্রিত পত্র লিখিয়াছেন,—

'জনাব মৌলানা সাহেব-কেবলা'

মাসিক "তর্জুমানুল হাদিছের" প্রথম হতে চতুর্থ সংখ্যা পাইয়াছি। জনাবের এই মেহের-বাণীর জন্য শুক্‌রিয়া আদা করিতেছি। পত্রিকার বিষয় গুলি পড়ে নিজেকে সার্থক ও উপকৃতই মনে করিতেছি। এই পত্রিকায় যে আদর্শের অবতারণা করার চেষ্টা করা হইয়াছে, ইহা যে অতি মহৎ ও একান্ত জরুরী তাতে সন্দেহের স্থান নাই। প্রত্যেক পাকিস্তানী মুসলমান ভাইকে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। নিজেদের ব্যক্তিগত, পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতির ও রাষ্ট্রের উন্নতির ভিত্তি এই আদর্শের উপরই স্থাপিত করিতে হইবে। আমার মুসলমান ভাইগণ এ দায়িত্বটাকে যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করিতে পারিবেন ততই মঙ্গল।

আমার বিবেচনায় তাঁরা যদি বাজে পুস্তক বা পত্রিকার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া এই পত্রিকার দিকে অগ্রসর হন ও এই পত্রিকাটীকে সমর্থন করেন, তার শ্রীবৃদ্ধি করেন, ও তাকে উন্নত করেন ও তাকে—সাপ্তাহিক বা দৈনিক পত্রিকার পর্য্যায়ে উপনীত করিতে পারেন, তবে আমাদের জাতীয় ও সামাজিক জীবনের অনেক উন্নতি সাধন হইবে সন্দেহ নাই। মুসলমানের ধর্ম্মীয়, সামাজিক ও জাতীয় জীবন একই সূত্রে গাঁথা। এই পত্রিকায় সেই সূত্রটি ফুটাইয়া তোলা হইতেছে।

আশা করি মুসলমান সমাজ এটা উপলব্ধি করিতে বিলম্ব করিবেন না। জনাবের এই খেদমতের বদলা আল্লাহ পাক দিবেন।—

আরজ গোজার গোনাহগার :—

—রশিদুল হাসান

www.ahlehadeethbd.org

ادارية
সাময়িক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم

জশ্নে-আযাদী,

১৪ই আগষ্ট আযাদ পাকিস্তানের জন্ম-দিন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের এই তারিখে পাকিস্তানিরা আল্লাহর দ্বিবিধ ন্যামতের অধিকারী হইয়াছে। এই দিবসে ইংরাজের একশত সাতানব্বই বৎসরের জগদ্দল—গোলামী হইতে তাহারা উদ্ধারলাভ করিয়াছে, এই দিবসেই ইছ্লামকে স্বাধীন, সমুন্নত ও সমৃদ্ধ করিয়া তোলার অঙ্গীকারে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। জাতীয় গৌরব ও প্রতাপের যে দিবাকর ১১৭০ হিজ্রীর ৫ই শওওয়ালে ভাগীরথীর উপকূলে অস্তমিত হইয়াছিল, ১৩৬৬ হিজ্রীর ২৬শে রামাযানুল মুবারকে মুছ্লিমজাতির ভাগ্যাকাশে নবীন আশা ও স্পন্দনের নব-রাগে রঞ্জিত হইয়া তাহা পুনর্ব্বার উদিত হইয়াছে। দুইশত বৎসরের মৃত্যুর পর যে দয়াময় কৃপানিধান আমাদিগকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন, তাঁহার ন্যামতের শোক্রাণার জন্য আমরা তাঁহাকেই ছিজ্দা করিতেছি।

জাতীয় পরাধীনতা যেরূপ সর্ব্বাপেক্ষা বড়—অভিশাপ, জাতির মুক্তি ও আযাদী সেইরূপ আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম অবদান। পবিত্র আল্কোর্আনে গোলামীকে 'আযাব' আর আযাদীকে 'ন্যামৎ' বলা হইয়াছে। আল্লাহর রছুলগণকে যেসকল উদ্দেশ্যে—দুনিয়ার বুকে বিভিন্ন যুগে প্রেরণ করা হইয়াছিল, মানুষকে দাসত্বের লৌহশৃঙ্খল এবং পরাধীনতার বজ্রশেল হইতে মুক্তিদান করাই ছিল তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। রছুলুল্লাহর (দঃ) চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আল্কোর্আনের সাক্ষ্য যে, "তিনি মানবজাতির পৃষ্ঠদেশ হইতে লাঞ্ছনার বোঝা অপসারিত এবং তাহাদিগকে দাসত্বের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন" (আল্আ'রাফ : ১৫৭)। রছুলুল্লাহর (দঃ) আবির্ভাবের ফলেই পৃথিবীর অধিবাসীবৃন্দ পারস্যের কিছ্রা এবং রোমান কায়ছারের স্বৈর-শাসনের নাগপাশ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিল। মধ্য-প্রাচ্যের ভূখণ্ডকে কালেদীয়ার সম্রাট নম্রুদের সার্ব্বভৌমত্ব হইতে মুক্তিদান করাইছিল ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর (দঃ) রিছালতের অন্যতম উদ্দেশ্য।—ইছরাঈলীদিগকে ফির্আওনের কবল হইতে মুক্ত করার জন্যই মুছা ও হারুন আলায়হিমাছ্ছালাম মিছরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) যখন মদীনায় পদার্পন করেন, তখন দেখিতে পান যে, ইছ্রাঈলীরা যে দিবস মিছরের গোলামী হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল, সেই স্বাধীনতা দিবসের—স্মরণে তাহারা ১০ম মোহার্রমে ছিয়াম পালন করিতেছে। রছুলুল্লাহ (দঃ)ও এই আযাদী উৎসবে ইয়াহুদ্দের সহযোগিতা করিয়াছিলেন এবং এইভাবে আশুরার রোযা মুছলমানগণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত—হইয়াছিল।

আযাদীর স্বরূপ,

প্রবৃত্তির গোলামি এবং স্বেচ্ছাচারের দাসত্বকে ইছ্লাম আযাদী বলিয়া স্বীকার করেনাই এবং মানবসন্তানের একগোষ্ঠি অপর গোষ্ঠিকে পদানত করিয়া রাখিবে, স্বাধীনতার সুযোগ লইয়া প্রবল দুর্ব্বলকে শোষণ ও পীড়ন করিতে থাকিবে, মানবসন্তানের একদল অপর দলের নিকট হইতে দণ্ডবৎ এবং কুর্ণেশ ওছুল করিবে, স্বাধীনতালাভের এই—উদ্দেশ্য ইছ্লামে স্বীকৃত হয়নাই। পৃথিবীর বিশিষ্ট জাতিবর্গের নিকট যে 'ইছ্লামী মেনিফেস্টো' প্রেরণকরার জন্য রছুলুল্লাহ (দঃ) আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে এই বলিয়া আহ্বান করা—হইয়াছিল যে, "আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া একটী সর্ব্বসম্মত ও স্বতঃসিদ্ধ নীতি মান্য করিয়া লই! আসুন, আমরা স্বীকার করি যে, আল্লাহ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ব্যতীত আমরা কাহারো দাসত্ব করিবনা এবং তাঁহাকে ছাড়া আমরা আমাদের মধ্যে কাহাকেও প্রভু—Sovereign power রূপে বরণ করিবনা (আলেইম্‌রান : ৬৪ আয়ৎ)। সকলপ্রকার ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রভুত্বের অবসান ঘটাইয়া একমাত্র বিশ্বপতির সার্ব্বভৌমত্ব ও চরম প্রভুত্বের অধীনে মানবত্বের সমানাধিকারের ভিত্তি-মূলে নিখিল জগতের মানবসন্তানকে সমবেত করাই ইছ্‌লামি আযাদীর উদ্দেশ্য। যে সকল মতবাদ ও সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্য্যক্রম—ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং মানবীয় সাম্য ও সুবিচারের পথে অন্তরায় হইয়া আছে, যে সকল ভেদনীতি ও কৃত্রিম অসামঞ্জস্যের ফলে মানুষের মধ্যে খাদ্য ও খাদক, শাসক ও শাসিত, শোষক ও শোষিত, প্রভু ও দাস, দেবতা ও পূজারীর পরস্পর 'বিরুদ্ধসম্পর্ক' গুলি গজাইয়া উঠিয়াছে, সেই সকল নীতিকে—চূড়ান্তভাবে উৎসাদিত করাই ইছ্‌লামি আযাদীর লক্ষ্য। যে সকল স্টেট মুছলমান, তাহাদের শাসন-তন্ত্র রুষীয় পদ্ধতীতে রচিত হইয়া থাকুক অথবা আমেরিকান পদ্ধতী অবলম্বন করিয়া গঠিত হউক, তাহারা কস্মিনকালেও মানুষের এই অপ্রতিহত আযাদী স্বীকার করিতে সমর্থ নয়। যে রাষ্ট্রের কোন সার্ব্বভৌম, একচ্ছত্র ও সর্ব্বশক্তিমান উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ (Supreme and absolute Sovereign) নাই, যে স্টেটের সর্ব্বময় ও যথেচ্ছ কর্তৃত্ব এমন কতকগুলি মানুষের হস্তে ন্যাস্ত করা হইয়াছে যাহারা আল্লাকে ও তাহার স্রষ্টা ও রক্ষয়িতাকে স্বীকার করেনা, যে রাষ্ট্রে সত্য ও অসত্য, ন্যায় ও অন্যায়, বিচার ও অবিচার, সৌন্দর্য্য ও কদর্য্যতা এবং আনন্দ ও দুঃখের মূল্য Value চরম ultimate এবং বস্তুনিরপেক্ষ Objective নয়, সমুদয় গুণ ও বৃত্তিকে যাহারা লৌকিক temporal ও প্রাসঙ্গিক Relative মনে করে; যাহাদিগকে কারা-রুদ্ধ ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইতে পারে, তাহাদের ছাড়া যে সকল রাষ্ট্র আপন নাগালের উর্দ্ধ কোন শক্তির নিকট নিজেদের কৃতকর্ম্মের জওয়াবদিহীর নীতিকে মান্যকরেনা— তাহারা মানবীয় আযাদীর প্রকৃত মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিতে যেরূপ অসমর্থ, উহাকে রূপায়িত ও প্রতিষ্ঠিত করাও সেইরূপ তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ইছ্‌লামি স্বাধীনতার এই আদর্শ আল্লামা ইছ্‌-মাঈল শহিদের এক শতাব্দী পর দার্শনিক ইক্‌বালের মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছিল। আযাদীর যে খুনী লড়াই কাশমীরের উপকণ্ঠে বালাকোটের কারবালায় স্থগিত হইয়াছিল, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ তাঁহার কুশাগ্র কূটনৈতিক পারদর্শিতায় তাহা আং-শিক ভাবে জিতিয়া লইয়াছিলেন।

আযাদী কোন্ পথে?

আযাদী স্রষ্টার শ্রেষ্ঠতম নেয়ামৎ হইলেও 'ফত্‌হে মক্কা'র দিবসকে ইছলামি উৎসবে পরিণত করা হয় নাই। শুধু স্মৃতির পূজা একান্ত নিরর্থক ও ইয়াহুদি-য়তের নিদর্শন মাত্র। রছুলুল্লাহ (দঃ) মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে সংকল্প করিয়াছিলেন যে, অতঃপর ইয়াহুদদের অনুসরণ না করিয়া মোহার্‌রমের নবম ও দশম দিবসে আশুরার ছিয়াম পালন করিবেন। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের যদি সামঞ্জস্য না থাকে, অতীত যদি বর্ত্ত-মানকে আলোকোজ্জ্বল করিতে না পারে, অতীতের আশা ও আকাঙ্খা যদি বর্ত্তমানের মধ্যদিয়া মূর্ত্ত হইয়া না উঠে, সে অতীতের স্মৃতিতে মাতামাতি করার কোনই সার্থকতা নাই। শুধু স্মৃতিপূজার—অহেতুকী অনুরাগ ও উহার জন্য বাহ্যাড়ম্বর জড়ো-পাসনার নামান্তর মাত্র! উহা মৃত ও পরাধীন—জাতির কল্পনাবিলাস! জীবন্ত ও স্বাধীন জাতির আচরণ নয়। স্বাধীনতালাভের ৪র্থ বার্ষিকীতে দীপা-লীর মেলা মানব সন্তানের তমসাচ্ছন্ন হৃদয়কে—আনন্দোজ্জ্বল করিতে পারিবে না, আগুনের খেলা নৈরাশ্য পীড়িত জনগণের মধ্যে উদ্দীপনার উত্তাপ সৃষ্টি করিবে না, সুকণ্ঠ গায়ক গায়িকার মধুর তান মুক মানব জাতির হৃদয়তন্ত্রীকে ঝঙ্কৃত করিতে সক্ষম হইবে না, অর্দ্ধনগ্ন নারীগণের খেম্‌টা ও মীনাবাজার মাতৃত্বের কোন মর্য্যাদাই বৃদ্ধি করিবেনা; ছায়া-চিত্র ও নাট্যমঞ্চের প্রমোদভবনগুলি ক্ষুব্ধ মানব-তাকে কিছুই স্নিগ্ধ ও সরস করিবেনা; শরাব, কবাব ও ভূরিভোজনের কোন আয়োজনই বুভুক্ষু মানুষের

www.ahlehadeethbd.org

ক্ষুধা ও তৃষ্ণা কিঞ্চিন্মাত্রও লাঘব করিতে সমর্থ হইবে না। প্রাসাদমালার সুসজ্জা উদ্বাস্তু গৃহহীনদিগকে আশ্রয়ের কোনই সন্ধান প্রদান করিবেনা। স্বাধীনতা উৎসবের সফলতা আজ নির্ভর করিতেছে—ইছ্‌লামি আদর্শবাদের সার্থকতার উপর, যে প্রতিশ্রুতি জনমণ্ডলীকে আযাদ পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করার জন্য উদ্বোধিত করিয়াছিল, তাহার প্রতিপালন ও রূপায়ণ দ্বারাই আজ্ আযাদী উৎসবের সঞ্জীবতা প্রতিপন্ন হইবে।

যাহারা ধর্ম্মহীন (Secular) স্টেটের আদর্শের উপাসক, তাঁহাদের কাছে স্বাধীনতা চরম ও বস্তু নিরপেক্ষ নয়। বস্তু-সম্পর্কিত স্বাধীনতার যে আদর্শ, সমাজ জীবনের অনেক দুঃখ ও অপমান জমিয়া তাহা ভাবরূপ পরিগ্রহ করে; কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবির দল বড়ই অদ্ভুদ জীব, তাঁহারা ধর্ম্ম ও বিবেকের দায়িত্বকে যেমন স্বীকার করিতে চান না, তেমনি বাস্তব হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহারা সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের সমুদয় দায়িত্ব ও বস্তুতান্ত্রিক প্রয়োজনকেও তুচ্ছ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। ক্রম বর্দ্ধমান অভাব ও দুর্ম্ল্যতা, উচ্ছ্বসিত নৃশংসতা ও নীতিহীনতা এবং প্রকাশ্য ও মুনাফেক শত্রু দলের ষড়যন্ত্র ও প্রস্তুতিকে পরম বৈরাগ্যের দৃষ্টিতে উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনতার জয়গানে দশদিক মুখরিত করাকেই তাঁহারা কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা মনে করেন। পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বাহ্বাড়ম্বরের রঙ্গীন চশমা খুলিয়া আজ স্পষ্ট দিবালোকে কোর্‌আন ও ছুন্নতের দৃষ্টি লইয়া বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে বসিলে স্বাধীনতার—দামামাবাদকরা উৎসবদিবসে পাছে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় আমরা আপাততঃ এই কার্য্য হইতে নিরস্ত রহিতেছি।

آنکس است اہل بشارت کہ اشارت داند
نکتہاست بسے محرم اسرار کجاست ؟

কোরিয়ার যুদ্ধ,—

মার্কিন ও রুশের শক্তি পরীক্ষার যে মহড়া কোরিয়ায় আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার ফল বিশ্বব্যাপক হইতে চলিয়াছে। কমিউনিস্ট দলের উপর্য্যুপরি সাফল্যমণ্ডিত অগ্রগতির দরুণ পরাক্রান্ত মার্কিনী ফওজ একেবারেই কোণঠাসা হইতে বাধ্য হইয়াছে। আণবিক আবিষ্কারের অহঙ্কার আমেরিকান ফওজের—রণোন্মাদনা ও সমরনৈপুণ্যকে যে অনেক খানি ব্যাহত করিয়াদিয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। রণাঙ্গনে আমেরিকার যে দুরবস্থা, তাহাতে আণবিক বোমার প্রয়োগ ব্যতীত মার্কিনের পক্ষে যুদ্ধজয়ের অন্য কোন পন্থা আছে বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু আণবিক প্রলয়-যন্ত্রের একচ্ছত্র অধিকারী আজ শুধু আমেরিকা নয়, কাজেই উহার যথেচ্ছ প্রয়োগ অতীতের ন্যায় সহজসাধ্য হইবেনা। জাপানেও আমেরিকান স্বার্থ নিরাপদ নয়, মার্কিন সৈন্য বাহিনী প্রায় সমস্তই কোরিয়ার রণাঙ্গনে নিয়োজিত হইয়াছে—এবং স্বয়ং জাপানে কমিউনিস্ট তৎপরতা বাড়িয়া চলিয়াছে। তিব্বতকে ইংরাজ প্রভাব হইতে উদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি এবং লামা থিওক্রেসী বজায় রাখার অঙ্গীকারে "লাল ট্যাক্‌টিক্স" কার্য্যকরী হইতে—চলিয়াছে।

মার্কিন বাহিনীর অপ্রত্যাশিত পশ্চাদ্বর্ত্তন আমেরিকান ব্লকের সহযোগীবৃন্দকে চকিত ও সন্ত্রস্ত করিয়া দিয়াছে। যাহারা কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমেরিকাকে স্থল-বাহিনীর সাহায্য প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছিল, তাহারাও এখন মত বদ্‌লাইয়াছে। গ্রেট-ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও তুর্কী আমেরিকার সমীপে আপনাপন রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে স্থল-বাহিণীর খিদ্‌মৎ পেশ করিয়াছে। ভারতের রুশীয় এবং শওকীন কমিউনিস্ট সাংবাদিকগণের বাধা, বিদ্রূপ সত্ত্বেও ভারত সরকার যে মেডিক্যাল মিশন মার্কিন-ফওজের সেবার উদ্দেশ্যে পাঠাইতেছেন, তজ্জন্য—বাহিনীর প্রধান কর্ত্তা ম্যাকআর্থার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। নিরাপত্তা পরিষদ বর্জ্জন করার পর এবারে সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদ হঠাৎ মত ঘুরাইয়াছেন। কোরিয়া যুদ্ধে আমেরিকার পশ্চাদ্বর্ত্তনের—সুযোগ লইয়া সোভিয়েট প্রতিনিধি নিরাপত্তা পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। লাল চীনকে পরিষদভুক্ত ও জাতী-

Contents

স্বতাবাদী চীনকে বহিষ্কৃত এবং কোরিয়ার রণাঙ্গন হইতে মার্কিন ফওজের অপসারণ এবং উত্তর কোরিয়ার প্রতিনিধিবর্গকে পরিষদে আহ্বান করার জন্য রুষ প্রতিনিধি যিদ ধরিয়াছেন কিন্তু কোরিয়া যুদ্ধ স্থগিত করার পক্ষে উল্লিখিত রুষীয় দাবীগুলি আমেরিকা স্বীকার করিবেনা বলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে। ইহার ফলে শান্তি বৈঠকে যে অচলাবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলির অবসান এবং জাতিসঙ্ঘের ন্যায় শান্তিপরিষদের বিপর্য্যয় অনুমিত হইতেছে। আমেরিকা ও রুষের শক্তিপরীক্ষার পটভূমিকায় পাকিস্তান কি চরিত্র অভিনয় করিবে তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

ইছ্‌লামি আদর্শবাদের দিক দিয়া রুষ ও আমেরিকার অবস্থা অভিন্ন। আমেরিকায় তথাকথিত গণতন্ত্রের ভিত্তিতে যে পুঁজিবাদের অসাম্য আর জগত-জোড়া শোষণরীতি পাকিয়া উঠিয়াছে, তাহার সহিত ইছ্‌লামের গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক কার্য্যক্রমের আপোষ ঘটাইবার উপায় নাই আর সোভিয়েট রাষ্ট্র সমানাধিকারের নামে যে বিশ্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের দাবাগ্নি প্রজ্জলিত করিয়াছে, ইছ্‌লামি রাষ্ট্রনীতির পক্ষে তাহার ইন্ধন যোগান কস্মিন কালেও সম্ভবপর হইবে না। রুষের মত আমেরিকা মানবাত্মা এবং তাহার স্রষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা না করিলেও তাহার সমাজ ব্যবস্থায় ও রাষ্ট্র জীবনে ওগুলির কোন মূল্যই স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং বস্তুতান্ত্রিকতার দিক দিয়া রুষ ও আমেরিকার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। পাকিস্তান তাহার গঠনতন্ত্রের উপক্রমণিকায় যে যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য-প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, তাহার ফলে সমগ্র জগতের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে তাহরে দিকে। পাকিস্তান ঘোষণা করিয়াছে যে, মানব জাতির অনুসরণীয় সমাজ-ব্যবস্থা ও শাসনতন্ত্র কেবল মার্কিণ পুঁজিবাদ এবং রুষীয় কম্যুনিজ্‌মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। ঐ দুই মতবাদ ছাড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক আরও একটী ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং এই ইছ্‌লামি ব্যবস্থাই সকল সমস্যার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমাধানকারী। পাকিস্তান তাহার পরিগৃহীত নীতি এবং উচ্চারিত দাবীর ফলে এক কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে, তাহার পক্ষে আমেরিকান বা রুষীয় ব্লকের পুচ্ছগ্রাহী হইয়া থাকার উপায় নাই। ইছ্‌লামি আদর্শকে সফল ও কার্য্যকরী করার যে প্রতিজ্ঞা পাকিস্তান গ্রহণ করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাকে তাহার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে অন্যথায় আল্লাহর কাছে এবং বিশ্ববাসীর সম্মুখে তাহার মর্য্যাদা বিলুপ্ত হইবে।

সাধারণ দৃষ্টিদিয়া বিচার করিলেও স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, জুনাগড়, হায়দ্রাবাদ ও কাশ্‌মীরের ব্যাপারে পাকিস্তান আমেরিকান ব্লকের নিকট হইতে কোনই সুবিচার লাভ করিতে পারে নাই। সর্ব্বাপেক্ষা বিবেচনার বিষয় এই যে, আজপর্য্যন্ত পাকিস্তান আত্মনির্ভরশীল হয় নাই। শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য, দেশরক্ষা, অর্থ, মুদ্রামান, বৈদেশিক সম্পর্ক, কাশ্‌মীর সমস্যা, মুহাজেরীন সমস্যা প্রভৃতি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের শংকট এখনো বিদূরিত হয় নাই। পাকিস্তানকে স্থায়ী এবং শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে গঠনমূলক কার্য্যক্রমগুলিকে সর্ব্বপ্রযত্নে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক অবস্থা এবং দেশরক্ষার ব্যবস্থাকে মযবুৎ করিতে হইবে।

অতএব অনিবার্য্য ও আসন্ন গুরুতর কারণ ছাড়া পাকিস্তানকে যুদ্ধের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা আত্মহত্যার পরিচায়ক হইবে।

পাকিস্তানি অর্থনীতির যৎকিঞ্চিৎ

পাকিস্তানি মুদ্রার মূল্য-মান বর্দ্ধিত হওয়ার অনিবার্য্য পরিণতি স্বরূপ পাকিস্তানে কাঁচামালের মূল্যও বাড়িয়া যাওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু গতবৎসর এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ পাটের মূল্য যেখানে মন প্রতি গড়ে ৩৭৲ টাকা ছিল, সেস্থলে আজ উহা ২০৲ দরেও বিক্রয় হইতেছে।—পাকিস্তানে পাটের উচ্চতম মূল্য ৩৪৲ টাকা! পাক-ভারত চুক্তি অনুসারে প্যাকিং এবং ভারতে পৌছাই-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বার খরচ ও দায়িত্ব পাট বিক্রেতাকেই বহন করিতে হইবে। বিক্রেতা পাট ওজন করিয়া পাঠাইলেও হিন্দুস্তানে পৌছার পর ক্রেতা ইচ্ছা করিলে পুনরায় ওজন করিয়া মাল বুঝিয়া লইবে এবং ঘাটতি হইলে বিক্রেতাকে তাহা পূরণ করিতে হইবে। মূল্য সম্বন্ধে স্থিরিকৃত হইয়াছে যে, মূল্যের লেনা দেনা হিন্দুস্তানি মুদ্রার সাহায্যে হইবে। অথচ হিন্দুস্তানে পাট মন প্রতি ৫০৲ দরেও বিক্রয় হইতেছে। পাকিস্তানি মুদ্রার মূল্যমান যাহাই হউক, ভারতের সহিত তাহার—কোন সম্পর্ক থাকিবেনা। শুধু পাট বলিয়া নয়, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে কোন বস্তুর লেনা দেনা হউক না কেন, সকল ক্ষেত্রে বিনিময়ের মাধ্যম হইবে হিন্দুস্তানি মুদ্রার মূল্যমান। পাকিস্তানের—কেহ ভারত হইতে কাপড় ক্রয় করিলে তাহাকে ভারতীয় মুদ্রার মূল্য অনুসারে দাম দিতে হইবে—আর পাকিস্তানের তুলা বা পাট ভারত ক্রয় করিলে সে তাহার আপন মুদ্রার মূল্য অনুসারে ও গুলির দাম চুকাইবে। পাকিস্তানি মুদ্রামানের মূল্য অপরিবর্ত্তিত থাকার যে দাবী ঘোর গলায় শুনান হইয়া থাকে, তাহা একান্ত ঘরোওয়া। বাস্তবভাবে পাকিস্তানি মুদ্রার মূল্যমান ভারতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক যদি স্বীকৃত হইত, তাহাহইলে যে জিনিষের মূল্য ভারতে ১শত চুয়াল্লিশ টাকা, তাহা পাকিস্তানিরা এক শত টাকায় কিনিতে পারিত কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, পাকিস্তানি টাকার মূল্য হিন্দুস্তানের দশ টাকার সমতুল্য হইলেও পাকিস্তানের কোন লাভ নাই।—ভারতের মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম রূপে গৃহীত হওয়ায়, আন্তর্জাতিক ভাবে আমেরিকান ডলারের যে প্রাধান্য, পাক-ভারতে হিন্দুস্তানি টাকা সেই—প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে পাকিস্তানি মুদ্রার মূল্যমান 'অনারারী' মাত্র। হিন্দুস্তানি মুদ্রার নবলব্ধ প্রাধান্যের ফলে ভারতীয় বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে এবং অনেক বিষয়ে তাহার কন্‌ট্রোলের সুবিধা থাকিবে কিন্তু মুদ্রার মূল্যমানের মৌখিক সমৃদ্ধি দ্বারা আন্তর্জাতিক ভাবে পাকিস্তান যেসকল অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছে তাহাও উপেক্ষণীয় নয়।

পাকিস্তান স্টার্লিং ব্লকের অন্তর্ভুক্ত। পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত স্টার্লিং যাহা ব্রিটেনের নিকট পাওনা রহিয়াছে, ব্রিটিশ ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতাতেই ডলারের সহিত তাহার বিনিময় কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহার জন্য উক্ত ব্যাঙ্কগুলি সকল সময়ে উচ্চহারে পাকিস্তানের নিকট হইতে কমিশন ওছুল করে। ব্রিটেন যখন পাউণ্ডের মূল্যমান কমাইবার——[Devaluation] সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন ব্রিটেনের সহিত পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার দরুণ উহার স্টার্লিং পাওনা স্বাভাবিক ভাবে শতকরা ৩৩ ভাগ কমিয়া যায়, ফলে পাকিস্তানকে অন্যূন পঞ্চাশ কোটি টাকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। অর্থনৈতিক পরাধীনতার ফলে সমুদয় শিল্পযন্ত্রের ক্রয় ব্যাপারে পাকিস্তানকে ব্রিটেনের মুখাপেক্ষী—হইয়া থাকিতে হয়, অথচ ব্রিটেনের নিজস্ব নীতি এই যে, সে পাকিস্তানকে বিলাসদ্রব্য যোগাইবে সর্ব্বাধিক আর কলকব্জা দিবে সর্ব্বাপেক্ষা কম।—পাকিস্তান স্টার্লিং ব্লকভুক্ত বটে কিন্তু ব্রিটেন তাহার অর্থনৈতিক প্রভুত্বের সদ্ব্যহার করিয়া পাকিস্তানকে 'ডলারী ইলাকা' হইতে আবশ্যক দ্রব্যাদির ক্রয় কম করিতে বাধ্য করিয়াছে।

পাক-ভারতের স্বাধীন বাণিজ্য ব্যবস্থায় টাকার আদান প্রদানের কোনরূপ দায়িত্ব পাক-সরকার স্বীকার করেন নাই। উভয় রাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদিগকে এ সম্পর্কে যদৃচ্ছ ব্যবস্থা অবলম্বন করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কোন ব্যাঙ্ক লেন-দেনের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হয় নাই। উভয় রাষ্ট্রের সীমান্তে আপোষ সূত্রে যদৃচ্ছভাবে মুদ্রা বিনিময়ের কার্য্য অল্পবিস্তর চলিতেছে। আমরা শুনিয়াছি যে পাকিস্তানি মুদ্রার ১শত টাকা ভারতীয় মুদ্রার ১শত তিন হইতে ১শত দশ টাকা পর্য্যন্ত হারে বিনিময় হইতেছে বরং অনেক ক্ষেত্রে সমান সমান ভাবে আদান প্রদান চলিতেছে।

পাকিস্তানের যেসকল পেন্‌শন এবং অন্যান্য পাওনা হিন্দুস্থানের যিম্মায় ছিল, সেগুলির মূল্যমানও

www.ahlehadeethbd.org

কমিয়া গিয়াছে। ভারতীয় ১ শত চুয়াল্লিশ—টাকা পেন্‌শনের বিনিময়ে সমপরিমান পাকিস্তানি টাকাই পূর্ব্বে পাওয়া যাইত, এখন কেবল ১শত টাকা পাওয়া যাইবে। অন্যান্য পাওনাগুলির অবস্থাও এইরূপ! পাকিস্তানি মুদ্রামূল্যের মান বাস্তুত্যাগীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মূল্য সম্পর্কেও এক বিচিত্র অবস্থার উদ্ভব ঘটাইয়াছে। পাকিস্তানে আগমনকারী মুহাজেরিণ তাহাদের বিক্রীত সম্পত্তির মূল্যাবাবৎ যে পরিমাণ টাকা পাইবে, তাহার বিনিময়ে পাকিস্তানি মুদ্রালাভ করিবে কম, অথচ পাকিস্তান ছাড়িয়া যেসকল অমুছলমান ভারতে চলিয়া যাইবে, তাহারা তাহাদের বিক্রীত সম্পত্তির দরুণ পাকিস্তানি মুদ্রার বিনিময়ে হিন্দুস্তানি টাকা লাভ করিবে অনেক—বেশী। উভয় রাষ্ট্র মিলিত ভাবে উভয় পক্ষের সম্পত্তি বা উহার মূল্যের বিনিময় করিতে চাহিলে সকল দিক দিয়া হিন্দুস্তান জিতিয়া যাইবে আর পাকিস্তান যে ক্ষতির সম্মুখীন হইবে, তাহা কল্পনা করা কষ্টকর।

ভারতের সহিত বাণিজ্যিক-চুক্তি সম্পাদন—করার সময়ে পাকিস্তানি মুদ্রার মূল্যমানের কথা আদৌ বিবেচনা করা হয় নাই। বাণিজ্যিক চুক্তি ব্যতিরেকে উভয় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ করা সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু ইহার মূল্যস্বরূপ পাকিস্তানকে যে বিপুল ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহা মান্য করিয়া লইতে তাহাকে বাধ্য—করিল কে?

বিড়ালের স্বপ্ন,

সম্প্রতি দিল্লীতে নিখিল ভারত পরস্বার্থী কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাবু পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন ছিলেন সভার সভাপতি, আর প্রধান বক্তা ছিলেন পশ্চিম বাঙ্গালার বর্ত্তমান অগ্নিপুরুষ বাবু শ্যামা প্রাসাদ মুখার্জী। ভারতীয় শরণার্থীদের দুঃখ দুর্দ্দশার আলোচনা এবং প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ ছিল সভার প্রকাশ্য আলোচ্য বিষয় কিন্তু লক্ষ্য—করার বিষয় এই যে, সভাপতি এবং প্রধান—বক্তার মধ্যে কেহই শরণার্থী দলের অন্তর্ভুক্ত নহেন পক্ষান্তরে তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রতিক্রিয়া শীল আচরণের জন্য তাঁহারা যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা আজ কাহারো অবিদিত নাই। তাঁহারা ভারত বিভাগ কে আজ পর্য্যন্ত মানিয়া লইতে পারেন নাই, তাঁহাদের গোস্বার সর্ব্বাপেক্ষা বড় কারণ——পাকিস্তান গঠিত হইল কেন? হিন্দের সমগ্র মুছলমান জাতিকে তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষাগ্নির যজ্ঞে ইন্ধনে পরিণত করার সুযোগ—দেওয়া হইল না কেন? বাবু পুরুষোত্তম দাশ যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেসের সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রকাশ্য ভাবে কংগ্রেসনীতির বিরোধ করিয়া বেড়ান এবং ভারতী মুছলমানদিগকে হিন্দু জাতীয়তায় বিলীন হইবার এবং হিন্দু কালচার, হিন্দি ভাষা ও হিন্দু তামাদ্দুন বরণ করিয়া লইবার সংপরামর্শ সর্ব্বদা বিতরণ করিয়া থাকেন। আর পশ্চিম বাঙ্গালার অগ্নি পুরুষকে জানে না কে? পাক ভারত চুক্তির বজ্র শেল তাঁহার উদার প্রাণে এমন তীব্র আঘাত হানিয়াছিল যে, তিনি অবিলম্বে আপোষের প্রতিবাদে—ভারতের মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ করিয়া তখন হইতে পাক ভারত চুক্তিকে ব্যর্থ এবং সাম্প্রদায়িকতার অগ্নিকাণ্ডকে প্রসারিত করার পবিত্র ব্রত লইয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত—লাটিমের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

পরিগৃহীত প্রস্তাবাবলীর সাহায্যে বিখ্যাত—হিন্দু প্রবচন "ধান ভানিতে শিবের গীতের" স্বার্থকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। হিন্দু শরণার্থীদের সুখ-সুবিধা তাঁহারা কতটা বর্দ্ধিত করিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত নই, কিন্তু পরস্বার্থের যবনিকার—আড়ালে তাঁহারা পাকিস্তানের স্বার্থের বিরুদ্ধে যে হলাহল উদ্গিরণ করিয়াছেন এবং যে ভাবে নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির মুণ্ডপাৎ করার প্রয়াস পাইয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের মুখোস একেবারেই খসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের প্রকৃত মৎলব নগ্নাকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান কল্পে কন্‌ফারেন্সে তিনটী বিকল্প প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং ওগুলির যেকোন একটীকে কার্য্য করী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করার জন্য ভারত সরকারকে চারি মাস কালের অবসরসহ আল্টিমেটম দেওয়া হইয়াছে :—— (১) পাকিস্তান ও ভারতকে মিলাইয়া পুনরায় এক দেশ করা হউক। অধিবাসী বিনিময়ের কার্য্য যথা-রীতি সম্পাদিত হউক (৩) পাকিস্তানের তৃতী-য়াংশ ভারতের সহিত সংযুক্ত করা হউক।

শরণার্থীদের পুনর্ব্বাসন সম্বন্ধে পাকিস্তান সর-কারের স্কন্ধে যে দায়িত্ব রহিয়াছে ভারতের দায়িত্ব যে তাহা অপেক্ষা কম নয়, আমরা তাহা বিশ্বাস করি এবং এই উদ্দেশ্যে সকল প্রকার সম্ভাব্য উপায় অব-লম্বন করা উভয় রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য মনে করি. কিন্তু এই উপলক্ষে পাকিস্তান সম্পর্কে প্রস্তাবে যেসকল উক্তি করা হইয়াছে তাহা পরস্বার্থের পরিবর্ত্তে যে নিছক অনধিকার চর্চ্চা মাত্র, ইহাই পাকিস্তানিদের সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত।

বিকল্প প্রস্তাবগুলিকে কার্য্যে পরিণত করা শুধু যে অসম্ভব তাহা নয়, প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রস্তাব পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর মাত্র! দিল্লীর শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বসিয়া যুদ্ধের কথা আও-ড়ান বাবুদ্বয়ের পক্ষে খুব সহজ, উহা বিড়ালের স্বপ্ন! কিন্তু বাস্তব যুদ্ধের ভয়াবহতা কল্পনা করাও দুষ্কর! সুখের বিষয়— বাবু পুরুষোত্তম দাশ এবং বাবু শ্যামা-প্রসাদের অনুগ্রহের উপর পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত নাই, উহা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে আল্লাহর অসীম ফযল এবং পাকিস্তানিদের আত্মত্যাগ, জিহাদ ও শাহাদতের দুর্নিবার আকাঙ্খার উপর। আমরা বাবু-সাহেবানকে আশ্বস্ত করিতে চাই যে, কার্য্যক্ষেত্রে ইন্‌শাআল্লাহ তাঁহারা পাকিস্তানিদিগকে অপদার্থ ও কাপুরুষ দেখিতে পাইবেন না। অধিবাসী বিনিময়ের প্রশ্ন অবশ্য উভয় রাষ্ট্র ঠাণ্ডামনে বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন কিন্তু পাকিস্তানের তৃতীয়াংশ ভূমি ভারতকে দেওয়ার পরিবর্ত্তে ভারত রাষ্ট্রের একটী বিস্তীর্ণ ইলাকা পাকিস্তানকে ছাড়িয়া দিয়াই তাহার সুমীমাংসা হইতে পারে। অখণ্ড ভারতের অধি-বাসীর শিকি অংশ মুছলমান, সুতরাং অখণ্ড ভারতের চতুর্থাংশ ভূমির উপর যে পাকিস্তানের স্বাভাবিক অধিকার রহিয়াছে প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক ব্যক্তিকে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

ধর্ম্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র,—

উল্লিখিত কন্‌ফারেন্সে এই মর্ম্মের আর একটী প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে যে, যতদিন পাকিস্তান ইছ্‌-লামি স্টেটরূপে বহাল থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত অ-মুছলমান সংখ্যালঘিষ্ঠের দল পাকিস্তানে শান্তি ও সম্মানের সহিত বসবাস করিতে পারিবেনা। এই প্রস্তাব একাধারে ইছ্‌লামি স্টেটের আদর্শ ও কার্য্য-ক্রম সম্পর্কে প্রস্তাবকদের অজ্ঞতা ও তাঁহাদের ইছ্‌-লামাবিদ্বেষের যেরূপ পরিচায়ক, তেমনি ইহা পাকি-স্তানের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ও তাহার সার্ব্বভৌমত্বে অনধিকার চর্চ্চা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারত ও পাকিস্তানে যাহার মাথায় সামান্য পরিমাণও মগয আছে সে ইহা অস্বীকার করিতে পারিবে না যে ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রে এ পর্য্যন্ত যে শাসনপদ্ধতী প্রচলিত আছে, তাহা কার্য্যতঃ একান্তই ধর্ম্ম নিরপেক্ষ বরং ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, পুরাতন ইংরাজী শাসনের চর্ব্বিত চর্ব্বন মাত্র এবং ইহাও সর্ব্বস্বীকৃত যে, উভয় রাষ্ট্রেরই সংখ্যালঘিষ্ঠের দল নিশ্চিন্ত নহে। ইহা কি স্বতঃসিদ্ধ ভাবে প্রমাণিত করেনা যে, শুধু ধর্ম্মনিরপেক্ষ—— নীতি [Secularism] রাষ্ট্রের সংখ্যা-লঘিষ্ঠ দলের মনে শান্তি ও আশ্বাস সৃষ্টি করার পক্ষে যথেষ্ট নয়? শান্তি এবং বিশ্বাস সৃষ্টি করার পক্ষে কার্য্যকরী বস্তু হই-তেছে প্রাধান্য-প্রাপ্ত দলের নৈতিক অবস্থা এবং— আচরণ। হিন্দুস্তান রাষ্ট্র ধর্ম্ম নিরপেক্ষতার বোল যত জোরেই আওড়াক না কেন, ভারত হইতে হিন্দুত্ব বিলুপ্ত হয় নাই বরং উহা আরও ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্ম নিরপেক্ষতার মুখোস পরিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠদের নেস্তনাবুদ করার সুবর্ণ সুযোগ— উপস্থিত হইয়াছে। পাকিস্তানকেও (সিকিউলার) ধর্ম্ম নিরপেক্ষ স্টেটে পরিণত করিলে মুছলমানদের মুছলমানত্বের অবসান ঘটিবে না বরং উহা আরও উগ্র ও ভয়াবহ হইয়া উঠিতেপারে। ইউরোপীয় মার্কিণী এমন কি রুষীয় ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতাও যদি— সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিদ্বেষ এবং সংখ্যা লঘিষ্ঠদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রতি অবিচার ও অত্যাচার রোধ করিতে সমর্থ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে শুধু সিকিউলারিয্‌মের জয় ধ্বনি করিয়া লাভ কি? প্রকৃত ইছলামি বুনিয়াদের উপর পাকিস্তান গঠন করিতে পারিলে যে বিশুদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ জীবনপদ্ধতীর উদ্ভব হইবে, তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মহাত্মাগান্ধীও পঞ্চ মুখ হইয়াছিলেন। একমাত্র এই ব্যবস্থাই দুর্ব্বল, দরিদ্র ও লঘিষ্ঠদিগের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট রক্ষাকবচ হইবে। না বুঝিয়া এবং বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া যাহারা ইছলামি স্টেটের বিরোধ করিয়া বেড়ায়, তাহারা প্রকৃতপক্ষে দুর্ব্বল জনমণ্ডলীর শত্রুতা সাধন করিয়া থাকে।

সর্ব্বাপেক্ষা মজার কথা এই যে, বাবু পুরুষোত্তম দাস ও বাবু শ্যামাপ্রসাদ উভয়েই ভারতে হিন্দুর ধর্ম্মীয়রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি, তাঁহারা যুক্ত জাতীয়তার ঘোর বিরোধী, কিন্তু পাকিস্তানের বেলায় উহাকে ইছ্‌লামি রাষ্ট্র রূপে দর্শন করিতে তাঁহারা একেবারেই নারায! ইহাতে আমাদের মনে সন্দেহ হয় যে, কথা মালার লেজ-কাটা শৃগাল যে রূপ নিজের দোষ ঢাকার জন্য সমস্ত শৃগালকে উহাদের লেজ কাটিয়া ফেলার উপদেশ দিয়াছিল, তেমনি পাকিস্তানে ইছ্‌লামি—আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করার সুযোগ দেখিয়া তাঁহারা ঈর্ষায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ও গৌরবের পথে বিঘ্ন ও সন্দেহের জাল রচনা করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। আমরা পাকিস্তানের শাসক ও নাগরিকবৃন্দকে ইছ্‌লাম-বিরোধী প্রোপ্যাগণ্ডার কুফল সম্পর্কে সতর্ক করিতেছি।

অনৈছ্‌লামিকতার প্রশ্রয়,

পাকিস্তান গণপরিষদ তাহার যুগান্তকারী ও বিশ্ববিশ্রুত উদ্দেশ্য প্রস্তাবে পাকিস্তানের মুছ্‌ছিম জনমণ্ডলীকে কোর্‌আন ও ছুন্নতের আদর্শে গঠন করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এই প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে এ যাবৎ সংশোধন ও সংগঠনের কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয় নাই! পক্ষান্তরে যে সকল রীতি ও প্রথা পাকিস্তানি-রাষ্ট্র জীবনের অপরিত্যাজ্য অঙ্গরূপে গৃহীত হইতে চলিয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশ ইছ্‌লামি আদর্শের পরিপন্থী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আতশ্‌বাজী ও দীপালীর সজ্জা ইছ্‌লামি রুচির প্রতিকূল, ইহার জন্য অপব্যয় ও অপচয়—'তব্‌যিরে'র অন্তর্ভুক্ত, উহা পাপ! এইরূপ জাতীয় পতাকা জাতীয় গৌরবের নিদর্শন, উহাকে উন্নত রাখাই হইতেছে উহার প্রকৃত মর্য্যাদা। পতাকার উল্লিখিত সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া ছাহাবা ও তাবেয়ীগণ অকাতরে প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়াছেন কিন্তু জাতীয় পতাকাকে কোনক্রমেই অবনমিত হইতে দেন নাই কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা কেহই পতাকার সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হইতেন না, কিংবা উহাকে অভিবাদন করিতেন না, কারণ প্রতীকের (Emblem) জন্য কিয়াম ও রুকু এবং উহাকে ছালাম করা—জড়পূজার নিদর্শন। উহা পাশ্চাত্য সভ্যতার অঙ্গ এবং প্রতিমাপূজকদের সংস্কার হইতে পারে কিন্তু ইছ্‌লামি আদর্শবাদের বিরুদ্ধ। চিত্র এবং ফটো সম্বন্ধে আধুনিক সমাজে মতভেদ সৃষ্টি করা হইয়াছে কিন্তু চিত্র বা ফটোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, উহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করার কার্য্যকে ইছ্‌লামি রুচির সহিত কোন ক্রমেই খাপ খাওয়াইবার উপায় নাই! কবরকে পুষ্প-সজ্জিত করার রীতিও সম্পূর্ণ অনৈছ্‌লামিক। কিন্তু উল্লিখিত বিষয়গুলি পাকিস্তানি জীবনের দছ্‌তুর এবং এটিকেটে পরিণত হইতে চলিয়াছে। সরকারী ভাবে ওগুলি প্রতিপালিত করাইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করা হইতেছেনা। কাহারো সংস্কারে হস্তক্ষেপ করা প্রকৃত ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের রীতি নয় বলিয়াই কি ইছ্‌লামি আদর্শবাদের নামে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি মুছলমানদিগকে সকল প্রকার অনৈছ্‌লামিক সংস্কারে অভ্যস্ত করাইতে চাহিতেছেন? যে সকল রাষ্ট্র ধর্ম্মীয় অনুশাসনের পবিত্রতা স্বীকার করে না, তাহারা দোআ ও পূজার কোন সার্থকতা বোধ করেনা এবং তজ্জন্য তাহাদের পক্ষ হইতে কোন নির্দ্দেশও বাহির—হয়না। কিন্তু পাকিস্তানের ওছিগণের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একনিশ্বাসে শিবপত্নীর মন্দিরে পূজাপাঠ এবং আল্লাহ ওয়াহেদের মছ্‌জিদে দোআ ও—

www.ahlehadeethbd.org

ছালাতের নির্দ্দেশ প্রদান করা সিকিউলারিজ্‌মের পরাকাষ্ঠা না ইছ্‌লামি আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠা, তাহা কে বলিবে? মুছ্‌লিমলীগের নেতাগণ এবং জম্‌ঈয়তে উলামায়ে ইছ্‌লামের মুফ্‌তিগণ উল্লিখিত বিষয়গুলির মীমাংসা করিতে পারিলে মুছ্‌লিম—জনসাধারণ উপকৃত হইবেন।

গীতবাদ্য সম্বন্ধে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা দার্শনিক ইক্‌বাল বলিয়াছিলেন,—

میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے ؟
شمشیر وسناں اول طاؤس و رباب آخر!

আমি তোমাদের কাছে জাতির অদৃষ্টলিপির রহস্য ভেদ করিতেছি। জাতীয় উত্থানের সূচনা হয় তরবারী ও অস্ত্রের সাহায্যে কিন্তু শেষপরিণতি অর্থাৎ পতন ঘটায়—বীণা ও সেতারের তান! মরহুম যে—পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, আজ তাহার বাস্তব রূপ চোখে দেখিতে পাইলে তিনি তাঁহার কবিতা যে সংশোধন করিতে বাধ্য হইতেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। আষাদ পাকিস্তানের জন্মদিন হইতে গীতবাদ্যের প্রতিষ্ঠা, উহার উদ্দাম ও অবিশ্রান্ত চর্চ্চা, পাকজীবনে উহার অনিবার্য্যতা,—পাক সরকার কর্ত্তৃক জনগণের অর্থে উহার অকৃত্রিম ও একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা দর্শন করিলে মরহুম ইক্‌বালকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইত যে,—

طاؤس و رباب اول طاؤس و رباب آخر۔

অর্থাৎ জাতির অদৃষ্টলিপির রহস্য এই যে, তাহার উত্থানের সূচনা তরবারীর বল ও অস্ত্রের ঝঙ্কারের পরিবর্ত্তে বীণার তান এবং সেতারের ঝঙ্কারেই সাধিত হয়! আমাদের ইক্‌বাল-ভক্তের দল কি বলেন?

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে-হাদিছের—

বিজ্ঞপ্তি পত্র।

সাবধান! সাবধান!!

يا ايها الذين امنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون –

হে বিশ্বাসপরায়ণগণ, (সাবধান!) আল্লাহ ও রছুলের (দঃ) সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিওনা এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও (পরস্পর) বিশ্বাসঘাতকতা করিও না এবং তোমরা ইহা অবগত আছ। আল্‌-কোরআন, ছুরা আল্‌ আনফাল : ২৭ আয়ৎ।

আমরা এই বিজ্ঞপ্তির সাহায্যে বাঙ্গালা ও আসামের মুছ্‌লিম জনমণ্ডলীর খিদ্‌মতে সাধারণভাবে এবং বগুড়ার মুছ্‌লিম জনসাধারণ এবং কর্ম্মীদিগের খিদ্‌মতে বিশেষ ভাবে অতিশয় দুঃখ ও লজ্জার সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, সম্প্রতি বগুড়া হইতে নিখিল বঙ্গ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে হাদিছের কতকগুলি জাল বিজ্ঞাপন ও রসিদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বিজ্ঞাপনগুলি বগুড়ার সাধনা প্রেস হইতে ছাপান হইয়াছে অথচ সকলেই জানেন যে, জম্‌ঈয়তের নিজস্ব আল্‌হাদিছ প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস মওজুদ রহিয়াছে। জম্‌ঈয়ৎ তাহার নিজস্ব মুদ্রণকার্য্যের জন্য আল্লাহর ফযলে অন্য কোন—

www.ahlehadeethbd.org

ছাপাখানার মুখাপেক্ষী নয়। রসিদগুলিতে জম্‌ঈয়তের জাল স্ট্যাম্প ও জম্‌ঈয়তের সেক্রেটারী—**মওলবী আব্‌দুর রহমান** বি, এ-বি, টির জাল স্বাক্ষর অঙ্কিত হইয়াছে। বগুড়ার বেজোড়া গ্রামের জিল্লুর রহিম এবং অন্য গ্রামের আকরাম নামক ব্যক্তি উল্লিখিত জাল রসিদ ও বিজ্ঞাপনের সাহায্যে টাকা আদায় করিয়া খাইতেছে। কে কে তাহাদের এই জঘন্য নীচতা ও জামাআতের—ধ্বংসাত্মক জালিয়াতি ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের সহচর হইয়াছে এবং কতদিন হইতে যে এই ব্যাপার চলিতেছে আর কত টাকাই যে—তাহারা আদায় করিয়াছে, আমরা তাহা অবগত হইতে পারি নাই। বগুড়ায় একটী অস্থায়ী যিলা জম্‌ঈয়ৎ রহিয়াছে এবং সমস্ত যিলায় আমাদের নিজস্ব বন্ধু বান্ধব এবং জম্‌ঈয়তের সুহৃদগণের অভাব নাই, তাঁহাদের নাকের উপর যে এরূপ ঘৃণিত—জালিয়াতি ও জুয়াচুরী চলিতে পারে এবং জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে হাদিছের ন্যায় একটী ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বনাশসাধনের প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে, তাহা আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিনাই।

আমরা এই বিজ্ঞপ্তির সাহায্যে সকল মুছলমানকে উল্লিখিত জুয়াচুরী হইতে সাবধান থাকার অনুরোধ করিতেছি এবং বগুড়াবাসীগণ এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের কি প্রতিকার করেন তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি। আমরা ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রচলিত আইনের আশ্রয় গ্রহণ করার পক্ষপাতি নই, তথাপি বগুড়াবাসীগণ যদি আমাদের আবেদনে কর্ণপাত না করেন এবং উল্লিখিত জাল চুয়াচুরীর প্রতিকার করিতে অগ্রসর না হন তাহা হইলে একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদিদিগকে আইনের আশ্রয় লইতে হইবে।

আরও প্রকাশ থাকে যে, যেসকল বিজ্ঞাপনের নিম্নদেশে **আল্‌হাদিছ প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউসের** নাম এবং যে সকল রসিদ বহিতে জম্‌ঈয়তের নূতন শিল মোহর থাকিবে না, সেগুলি জাল বলিয়া গণ্য করা হইবে। জম্‌ঈয়তের পুরাতন স্ট্যাম্প অঙ্কিত বহির সাহায্যে অদায়কারী ও মুবাল্লেগগণ আদায় কার্য্য অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দিবেন এবং সদর দফতর হইতে নূতন স্ট্যাম্প যুক্ত রসিদবহি গ্রহণ করিবেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লক্ষ্মী-নারায়ণ কটন মিলস্ লিমিটেড

(অংশীদারগণের সীমাবদ্ধ দায়িত্বে ভারতে সমিতি ভুক্ত)

রেজিঃ অফিস - ৪ বি গ্যারষ্টীন প্লেস, কলিকাতা

মিল সম্প্রসারণের যে সমস্ত যন্ত্রপাতির বিদেশে অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল, তন্মধ্যে গ্রেট-ব্রটেন হইতে ৫০ খানা তাঁত (পাওয়ার লুম) ও-সাইজিং মেসিন এবং আমেরিকা হইতে দ্রুত শক্তি সম্পন্ন ওয়াণ্ডিং এবং ওয়ারপিং মেসিন চট্টগ্রাম বন্দরে আসিয়া পৌছিয়াছে। জাপান হইতে ২০,০০০ দশ হাজার টাকু (স্পিণ্ডলস্) রওয়ানা হইয়াছে।

পাকিস্তান অফিস
৩, জন্‌সন রোড, ঢাকা।

ফ্যাক্টরী—
নারায়ণগঞ্জ।

ঢাকা ন্যাশনাল এজেন্সী লিঃ
ম্যানেজিং এজেন্টস -

—খোশ খবর—

আসুন! হাকিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপূর্ব আবিষ্কার সেই বাদশাহী আমলের লুপ্ত শক্তির পুনঃ উদ্ধার।

মোগাল্লেজ :— তরল শুক্র গাঢ় করিয়া অল্প সময়ে রেতঃপাত বন্ধ করিতে ও মেহ দোষ নাশ করিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ। মূল্য ২৷৷০ টাকা।

বোখার পাঁচন ও পীল :— জ্বরের সাক্ষাৎ যম জ্বর আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ, মূল্য পাঁচন ১৷৶০ পীল ১৷০

মশহুর হালুয়া :—ধাতুদৌর্ব্বল্যের গ্যারান্টিযুক্ত মহৌষধ। মূল্য ৩৲ টাকা।

জটিল রোগে ঔষধের ব্যবস্থা লউন।

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। পত্রে অবগত হউন।

হাকিম—আবুল বাশার।
পাবনা হাকিমী দাওয়াখানা (পাবনা)

www.ahlehadeethbd.org

পূর্ব্ব পাকিস্তানীদের চির শত্রু

"ম্যালেরীয়া"

অপরিমিত মস্তিষ্কের শক্তি ব্যয়িত হয়েছে এই
মহাশত্রুর বিনাশের চিন্তায়—

গভর্ণমেণ্ট অভিযান শুরু করেছেন এর ধ্বংস সাধনের জন্য,

এড্রাক লেবোরিটারীর সাধনাও নিয়োজিত হয়েছে এই
পবিত্র ও মহান ব্রতে ;—

"কুইনোভিনা"

এই সাধনার অমৃত ফল।

ম্যালেরিয়া এবং যাবতীয় জ্বরারোগের ধন্বন্তরি তুল্য মহৌষধ।

অনুগ্রহপূর্ব্বক একটিবার পরীক্ষা করুন।

ইষ্ট-পাকিস্তান ড্রাগস্ এণ্ড কেমিক্যালস্,
পাবনা।

ব্রাঞ্চ—টানবাজার নারায়ণগঞ্জ, (ঢাকা)।

Printed & Published by M. A. Kafee al Quraishee at Al-Hadeeth Printing and Publishing House from the office of All Bengal & Jamiati Ahli Hadeeth, Pabna, Pak Bengal. (E. P.)